শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীদশমূল-শিক্ষা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা
স্মরণমঙ্গলা'ন্তর্গত শ্রীদশমূলশিক্ষা-মূলক ত্রয়োদশ শ্লোক
ও উক্ত শ্লোকসমূহের 'বিকাশিনী'-টীকা, 'গৌড়ীয়'-
সম্পাদক-সঙ্কলিত 'আস্বাদন-ভাষ্য', তথা শ্রীল
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত শ্রীআম্নায়দশমূল,
শ্রীভগবদ্গীতাদশমূল, শ্রীমদ্ভাগবতদশমূল,
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতদশমূল, 'বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্তমালা'র গুটি-ষট্‌ক এবং
দশমূলনির্য্যাস-সম্পুটিত

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত

 [এক টাকা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
পঞ্চমবার্ষিকী বিরহ-তিথি
৫ নারায়ণ, ৪৫৫ গৌরাব্দ
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ
৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ

প্রথম সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ পাল
মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ঢাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপাময়ী আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আত্মশোধনের জন্য ভুবনমঙ্গলাবতার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত শ্রীদশমূল-শিক্ষার শ্লোকমালা স্বধামগত স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের দেবভাষায় রচিত 'বিকাশিনী'-টীকা ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সিদ্ধান্তসার সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রৌতধারায় লিখিত 'আস্বাদন-ভাষ্য'-নামক শ্রীগৌড়ীয়ভাষা-ভাষ্যের সহিত, তথা শ্রীল ঠাকুরের রচিত শ্রীআম্নায়-দশমূল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-দশমূল, শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-দশমূল, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার গুটিষট্ক ও দশমূল-নির্য্যাস সহ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের পঞ্চম-বা ষষ্ঠী বিরহতিথিতে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত-মূলরূপে জগতে শ্রীদশমূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রদ্ধাবান্ জীবকে যে দশটী মূলতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই মূল-অরিষ্ট (mother-tincture) বা অনাদি-ভবরোগনাশক পাচন-রূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনমঙ্গলের জন্য বিস্তার করিয়াছেন। এই মূল-অরিষ্ট হইতেই জগতে নিখিল সৎসিদ্ধান্ত-মহৌষধিসিন্ধু বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাতে চিদ্বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বাকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূল-সিদ্ধান্তসমূহ গ্রথিত আছে। শ্রীগৌড়ীয়-

বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'শ্রীব্রহ্মসূত্রে'র শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য-প্রণয়নকালে পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যভগবৎপাদের প্রতিপাদ্য দর্শনের সারমর্ম্ম 'প্রমেয়রত্নাবলী'-গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে যে নয়টী প্রমেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥

(প্রমেয়রত্নাবলী ১।৮)

শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরি-চরণসেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ—বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকথিত এই নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর এই শ্লোক-অবলম্বনে ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর 'ষট্‌সন্দর্ভে'র সিদ্ধান্তানুসরণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীদশমূলের 'আম্নায়ঃ প্রাহ' শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

৩৯৯ গৌরাব্দে "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা" হইতে 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা'-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উহার প্রচ্ছদপটে শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'প্রমেয়রত্নাবলী'র

ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীভক্তিবিনোদ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালার গুটিসমূহ প্রকাশ করিয়া শ্রীনামহট্টের প্রচার আরম্ভ করেন। সেই-সকল গুটিও এই সংগ্রহ-গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। সেই সময়েই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' রচনা করেন। এই গ্রন্থ একাদশটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীদশমূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবশিষ্ট দশটী পরিচ্ছেদ শ্রীদশমূলেরই বিবৃতিরূপে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্ম' রচনা করেন। সেই জৈবধর্ম্মে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্যে শ্রীদশমূলের ত্রয়োদশ শ্লোক ও প্রশ্নোত্তরমুখে উহার বিবৃতি আছে। জৈবধর্ম্মের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীদশমূলের প্রথম তিনটী শ্লোক, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোক, ষোড়শ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোক, সপ্তদশ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোক, অষ্টাদশ অধ্যায়ে নবম শ্লোক, ঊনবিংশ অধ্যায়ে দশম শ্লোক এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীদশমূলের শেষ তিনটী শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। জৈবধর্ম্মের অব্যবহিত পরেই 'তত্ত্বসূত্র'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' 'বিকাশিনী'-টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্রের ৭৫ সংখ্যক শ্লোক হইতে ৮৭ সংখ্যক শ্লোকরূপে ত্রয়োদশটী শ্লোকে উক্ত শ্রীদশমূল-শিক্ষা পুনরায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ৭ম বর্ষের ৮ম হইতে ১১শ সংখ্যায় বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদের সহিত শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে 'শ্রীহরিনাম-

চিন্তামণি'-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেও বঙ্গভাষায় পদ্যাকারে শ্রীদশমূলের তত্ত্ব-সমূহ বর্ণন করিয়াছেন।

প্রমাণ সে বেদবাক্য নয়টী প্রমেয়।
শিখায় সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয় ॥
এই দশমূল সার অবিদ্যা বিনাশ।
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ ॥

প্রথমে শিখায় পরতত্ত্ব এক হরি।
শ্যাম সর্ব্বশক্তিমান্ রসমূর্ত্তিধারী ॥
জীবের পরমানন্দ করেন বিধান।
সংব্যোম-ধামেতে তাঁ'র নিত্য অধিষ্ঠান ॥

এ তিন প্রমেয় হয় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে।
বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন জীবের হৃদয়ে ॥
দ্বিতীয়ে শিখায় বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব।
অনন্তসংখ্যক চিৎপরমাণুসত্ত্ব ॥

নিত্যবদ্ধ নিত্য(মুক্ত) ভেদে জীব দ্বিপ্রকার।
সংব্যোম, ব্রহ্মাণ্ড ভরি' সংস্থিতি তাহার ॥
চিদ্ব্যাপার আর যত জড়ের ব্যাপার।
সকলি অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকার ॥

জীব জড় সর্ব্ববস্তু কৃষ্ণশক্তিময়।
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ শ্রুতিশাস্ত্রে কয় ॥
এই জ্ঞানে জীব জানে,—আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ মোর নিত্যপ্রভু চিৎসূর্য্য-প্রকাশ ॥

শক্তিপরিণামমাত্র বেদশাস্ত্রে বলে ।
বিবর্ত্তাদি-দুষ্টমতে বেদ নিন্দে ছলে ॥
এই ত' সম্বন্ধজ্ঞান সাতটী প্রমেয় ।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয় ॥
বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয়সার ।
নববিধা কৃষ্ণভক্তি বিধি, রাগ আর ॥
শুদ্ধভক্তি সমাশ্রয় করিয়া মানব ।
কৃষ্ণকৃপাবলে পায় প্রেমের বৈভব ॥
(শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ৭ম পঃ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা-প্রকরণ)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের নামে আরোপিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী আমরা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছি,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম-বৃন্দাবন আরাধ্যবস্তু। ব্রজবধূগণ যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরমপুরুষার্থ,—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

অনেক বিদ্বদ্ব্যক্তি বলিয়াছেন,—"এই শ্লোকটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবর্ণনে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীদশমূলে'র 'আম্নায়ঃ প্রাহ' শ্লোকে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।" কেহ কেহ

ইহাও বলিয়া থাকেন যে,—"আরাধ্যো ভগবান্" শ্লোকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা নাই, কিন্তু 'আম্নায়ঃ প্রাহ' শ্লোকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-বিষয়ে মতটী নিজকৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত তত্ত্ব-বিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, সাধন-ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ববিচার-স্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্ব সংখ্যা করিতে হইলে ষট্সন্দর্ভ-লিখিত তত্ত্ববিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। * * * কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মক ভগবত্তত্ত্ব, তথা নিত্যবদ্ধ, নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ বিভিন্নাংশ-গত জীবতত্ত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে নব তত্ত্ব হয়। এই নব তত্ত্ব প্রমেয় এবং স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবত-শিরস্ক স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। এবম্বিধ দশটী সিদ্ধান্তের পৃথগুল্লেখ-রহিত বিচারকে কখনই বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।"—('নূতন পত্রিকা', সজ্জনতোষণী ৪।৩)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ "শ্রীদশমূল"-নামে কোনও পৃথক্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদিত নবপর্য্যায়ের শ্রীসজ্জনতোষণী মাসিক পত্রের (1927 August, ৩য় সংখ্যা) সংস্কৃত প্রবন্ধ-বিভাগে 'শিক্ষাদশকমূলম্' নাম দিয়া কেবলমাত্র 'বিকাশিনী'-টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে উক্ত ত্রয়োদশটী শ্লোক ও পরে তাহাই ডবল ফুলস্কেপ ষোল পেজী আকারের পুস্তিকারূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরে টীকা-ভাষ্যাদির

সহিত বা দশমূল-শিক্ষার অন্তর্গত শ্রীআম্নায়াদি দশমূল-চতুষ্টয় বা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত বর্ত্তমান সজ্জায় ইতঃপূর্ব্বে "শ্রীদশমূল-শিক্ষা" প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীআম্নায়াদি দশমূল-চতুষ্টয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাণ্ডুলিপিরূপেই অপ্রকাশিত ছিল। ইহা শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা 'গৌড়ীয়'-পত্রে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ২৯শে ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। ইহাই 'শ্রীদশমূল-শিক্ষা' গ্রন্থ-প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

উপসংহারে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীবিজয়ের মুখে যে কথা বলাইয়াছেন, তাহাই আমরা পুনরাবৃত্তি ও হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়া এই গ্রন্থের নিবেদন সমাপ্ত করিতেছি,—

"এই অপূর্ব্ব 'দশমূল' আমাদের সকলের কণ্ঠহার হউক। প্রতিদিন আমরা এই 'দশমূল' পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিব।"

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপাকণাপ্রার্থী—

শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

[শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিকী বিরহতিথি।

২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ]

বিষয়-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

শ্রীদশমূল

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতাং-
স্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ
গৌরচন্দ্রং ভজে তম্ ॥ ১ ॥ *

অন্বয়—ইহ (সংসারে) আম্নায়ঃ (গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত] বেদবাক্য) হরিং (শ্রীহরিকে) পরমং তত্ত্বং (পরম তত্ত্ব) সর্ব্ব-শক্তিং (সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন) রসাব্ধিং (অখিলরসামৃতসিন্ধু) প্রাহ (বলিয়া নির্দ্দেশ করেন) [তথা (সেইরূপ)] তদ্বিভিন্নাংশান্

* 'হরৌ গৌরচন্দ্রং ভজে তম্' স্থলে পাঠান্তর—'জগান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ'।

(তাঁহার বিভিন্নাংশ) জীবান্ চ (জীবসকলকেও) প্রকৃতিকবলিতান্ (মায়াগ্রস্ত) ভাবাৎ (ভাব অর্থাৎ ভাব-ভক্তি দ্বারা) তদ্‌বিমুক্তান্ (মায়াবিমুক্ত), সকলমপি (চিদ-চিৎ সমস্ত বিশ্বই) হরেঃ (শ্রীহরির) ভেদাভেদ-প্রকাশং (অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ), শুদ্ধভক্তিং (শুদ্ধভক্তিই) সাধনং (একমাত্র সাধন), যৎপ্রীতিমেব (শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই) সাধ্যং (সাধ্যবস্তু) [প্রাহ (বলিয়া নির্দ্দেশ করেন)]; ইতি (এবম্বিধ বেদবাণী) হরৌ (শ্রীগৌরহরি) উপদিশতি (উপদেশ করিতে থাকিলে অর্থাৎ উপদেশকারী) তং গৌরচন্দ্রং (সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে) ভজে (ভজন করি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, শ্রীহরিই পরমতত্ত্ব; তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃত-সিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু। এবম্বিধ দশটী তত্ত্ব উপদেশকারী ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

বিকাশিনী টীকা

অধুনা সমাসেন শ্রীগৌরচন্দ্রোপদিষ্টং তত্ত্বং বদতি 'আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বমিতি। তং গৌরচন্দ্রং ভজে। যঃ আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বমিতি বাক্যেন আম্নায়স্য প্রমাণত্বমেবঞ্চ তদুদিতানি নববিধানি প্রমেয়াণি উপদিশতি। প্রমেয়াণি যথা। প্রথমং হরিরেবৈকতত্ত্বং, দ্বিতীয়ং স হরিঃ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টঃ। তৃতীয়ং স হরির্নিখিল-রস-সমুদ্রঃ। চতুর্থং জীবাস্তু হরের্বিভিন্নাংশকাঃ। পঞ্চমং জীবানাং কেচন প্রকৃতিকবলিতাঃ। ষষ্ঠং জীবানাং কেচন প্রকৃতিবিমুক্তাঃ। সপ্তমং চরাচর-বিশ্বস্য হরেরচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশমাত্রম্। অষ্টমং শুদ্ধভক্তিরেব বদ্ধজীবস্য প্রয়োজনসাধনম্। নবমঞ্চ ভগবৎপ্রীতিরেব প্রয়োজনরূপং সাধ্যতত্ত্বম্। শ্লোকেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্টং সম্বন্ধা-ভিধেয়-প্রয়োজনাত্মকং তত্ত্বং সূচিতম্ ॥ ১ ॥

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িতবেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতিবিষয়াংস্তান্নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নো
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২ ॥

অন্বয়—হরিদয়িতবেধঃপ্রভৃতিতঃ (শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরা হইতে) [প্রাপ্তঃ (প্রাপ্ত)] স্বতঃসিদ্ধঃ বেদঃ (স্বতঃসিদ্ধ বেদ) নঃ (আমাদের সম্বন্ধে) প্রত্যক্ষাদি-

প্রমিতিসহিতং সংপ্রাপ্তং প্রমাণং (প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিত সংপ্রাপ্ত প্রমাণ) তথা (সেইরূপ) নববিধান্ (নয়প্রকার) তান্ প্রমিতিবিষয়ান্ (তৎপ্রমিতিবিষয়) সাধয়তি (সাধন করেন); তথা (সেই বিচারে) তর্কাখ্যা যুক্তি (তর্কোত্থ-যুক্তি) শক্তিরহিতা (শক্তিরাহিত্যহেতু) ন প্রবিশতি (প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্যবিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

টীকা—অথ তদপ্রাকৃতদশমূলং তত্ত্বং বিশিনষ্টি দশশ্লোকৈঃ 'স্বতঃসিদ্ধ' ইতি। অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ ঋগিত্যাদি-রচনেন বেদ এব স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণম্। তত্র ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূবেত্যাদি মুণ্ডকবাক্যানুসারেণ ভগবৎ-প্রিয়ানুচর-ব্রহ্মপ্রভৃতিতঃ যানি বেদবাক্যানি শিষ্টসম্প্রদায়ে প্রাপ্তানি তান্যেব 'বেদ'-পদবাচ্যানি, নান্যানি কল্পিতবচনানি। তানি স্বতঃসিদ্ধ-বেদবচনানি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসহকারেণ নঃ অস্মাকং সম্বন্ধে তানি নববিধানি প্রমেয়াণি সাধয়ন্তি। তথা চ

শ্রীজীববিরচিত-'তত্ত্বসন্দর্ভঃ'। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষ-চতুষ্টয়দুষ্টত্বাৎ সুতরামচিন্ত্যালৌকিকবস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎ-প্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ-পুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিকজ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃত-বচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যা-শ্চর্য্য-স্বভাবং বস্তুবিবিদিষতাং প্রমাণম্। তচ্চানুমতং তর্কা-প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদৌ। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদি'ত্যাদৌ। 'শাস্ত্রযোনিত্বাদি'ত্যাদৌ। শ্রুতেশ্চ শব্দ-মূলত্বাদিত্যাদৌ। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ-মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদ-মিত্যাদি। তদেবমিতিহাসপুরাণয়োর্ব্বেদত্বং সিদ্ধম্। ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যরূপস্য সর্ব্ববেদান্তসারভূতস্য মূঢ়জনানাদৃতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তু সর্ব্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপাদিতং তত্রৈব। অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশিক্ষয়া স্বতঃসিদ্ধবেদবাক্যানি তদর্থনির্ণায়ক-পুরাণেতিহাসবচনানি তথা বেদানুগতপ্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্তজ্ঞান-মপি পরমার্থনির্ণয়ে প্রমাণমিতি স্পষ্টীকৃতম্। বেদবিরুদ্ধ-তর্কস্তু অচিন্ত্যবিষয়ে ন যোগ্যঃ। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা। যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥ যত্নেনাপাদিতোঽপ্য-

প্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যত ॥' ইত্যাদি শাস্ত্রবচনাৎ ॥ ২ ॥

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিবসুরেশপ্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ (ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত) হরিঃ তু (শ্রীহরিই) একং তত্ত্বং (একমাত্র পরমতত্ত্ব), প্রকৃতিরহিতং (শক্তিশূন্য) যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) ইদমেব (ইহাই) তত্তনুমহঃ (শ্রীহরির অঙ্গকান্তি), বিশ্বজনকঃ (জগৎকর্ত্তা) জগদনুগতঃ (জগৎ-প্রবিষ্ট) পরাত্মা (পরমাত্মা) তস্যাংশঃ (শ্রীহরির অংশমাত্র), সঃ (সেই শ্রীহরিই) নবজলদকান্তিঃ (নব-নীরদকান্তি) চিদুদয়ঃ (চিৎস্বরূপ) রাধাকান্তঃ (শ্রীরাধাবল্লভ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎ-প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই শ্রীহরিই আমাদের নব-নীরদ-কান্তি চিৎ-স্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৩ ॥

টীকা—স্বতঃসিদ্ধো বেদ ইতি শ্লোকেন প্রমাণরূপং প্রথমতত্ত্বং প্রদর্শয়ন্ নববিধানি প্রমেয়াণি বিশদয়তি নব-শ্লোকৈঃ হরিস্ত্বেকমিতি। তত্র হরিমিহ পরমং তত্ত্বমাদৌ দর্শয়তি। বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতো হরিরেব একং তত্ত্বম্। স তু নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ রাধাকান্তঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এব। উপনিষদুদিতং যদ্‌ব্রহ্ম ইদমেব তস্য রাধাকান্তস্য তনুমহঃ অঙ্গকান্তিঃ। 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি বচনেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি-বচনেন চ তস্য ভগবতো ভাসা ইদং সর্ব্বং ব্রহ্মলক্ষণং বস্তু বিভাতীতি সিদ্ধং ভবতি। যস্তু জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ পরমাত্মা সোঽপ্যস্য কৃষ্ণস্য অংশ এব। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ইতি সিদ্ধম্। 'ভগ'-শব্দার্থস্তু 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥' ইতি। অতএব শ্রুতৌ চ 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥' শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপং তু 'সর্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥ ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ। অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ॥' ইত্যাদি-সিদ্ধান্তবাক্যেন অপ্রাকৃতস্বরূপস্য ভগবতঃ সর্ব্বোর্দ্ধ-সীমাপরিচয়ঃ। তথা চ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে। খলু স্বরূপভূত-ভেদবিশেষমনস্যসন্ধায়ায়ত্তস্বরূপমাত্রং তদানীমবশিষ্টং ভবতি,

তদেব ব্রহ্মাখ্যম্। তচ্চ বিশেষ্যমাত্রম্। স্বরূপশক্তিবিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠত্বেন শ্রীভগবতা পৃথগিব তত্রানুভূয়তে। তদেব নির্ব্বিশেষত্বেন স্পর্শরূপাদিরহিতস্যাপি তস্য ভগবৎপ্রভারূপমুৎপ্রেক্ষ্য তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিষ্টম্। ততঃ স্পর্শরূপাদিমাধুরীধারিতয়া সবিশেষস্য সাক্ষাৎ ভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ সুতরামেব তৎ সিধ্যতি। তথা চ পরমাত্ম-সন্দর্ভে। যদ্যপি পরমাত্মত্বং বৈকুণ্ঠেঽপি প্রভোরপি। তদপি চ ভগবত্তাঙ্গং তৎস্যাদিত্থং জগদ্গতং বাচ্যম্। সর্ব্বান্তর্যামিপুরুষ এব ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যাদৌ পরমাত্মত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। অস্য পরমাত্মনো মায়োপাধিতয়া পুরুষত্বং তূপচরিতমেব। শ্রুতয়োঽপ্যেনং শুদ্ধত্বেনৈব বর্ণয়ন্তি। 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।' অথাস্যাবির্ভাবে যোগ্যতা প্রাগ্বৎ ভক্তিরেব জ্ঞেয়া (জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ)। আবির্ভাবস্তু ত্রিধা। 'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥' তত্র প্রথমো 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি', 'স ঐক্ষত' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অয়মেব সঙ্কর্ষণ ইতি মহাবিষ্ণুরিতি চ। অথ দ্বিতীয়ঃ পুরুষস্তৎস্রষ্টা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদ্যুক্তেঃ সমষ্টিজীবান্তর্যামী তেষাং ব্রহ্মাণ্ডাত্মকানাং

বহুভেদাদ্বহুভেদঃ। তৃতীয়োঽপি পুরুষো 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরশ্নন্নভিচাকশীতি ॥' ইত্যাদ্যুক্তো ব্যষ্ট্যন্তর্যামী তেষাং ভেদাদ্বহুভেদা ইতি। কোঽসৌ হরিরিতি প্রশ্নোত্তরে শ্রুতিশ্চ। 'স ব্রহ্মণা বিসৃজতি। স রুদ্রেণ বিলাপয়তি, সোঽনুৎপত্তিরলয় এক এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ' ইতি। 'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমি'তি চ। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' ইতি ছান্দোগ্য-বচনেন শ্রীরাধাবল্লভস্য মুক্তোপাস্যত্বমপি শ্রূয়তে ইতি। অতএব নিষ্কর্ষঃ। অদ্বয়জ্ঞানাত্মকং তত্ত্বং বিবিদিষতাং জ্ঞানযোগেন অতন্নিরসনপ্রক্রিয়য়া নির্ব্বিশেষব্রহ্ম এব প্রথমা প্রতীতিঃ। সূক্ষ্মস্থূলানুসন্ধানরূপাষ্টাঙ্গযোগেন সমাধিসাধন-প্রক্রিয়য়া অবতারনিদানাত্মকপরমাত্মা এব দ্বিতীয়া প্রতীতিঃ। বিশুদ্ধভক্তিযোগেন তদনুগ্রহসাধন-প্রক্রিয়য়া ভগবানেব তৃতীয়া প্রতীতিঃ। স ভগবান্ সান্দ্র-সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপভূতাচিন্ত্যবিচিত্রানন্তশক্তিযুক্তঃ। ধর্ম্মত্বম্ এব ধর্ম্মিত্বং নির্ভেদ এব নানাভেদবত্ত্বম্। নির্ব্বিশেষ এব সবিশেষত্বং পরমৈশ্বর্য্যম্ এব পরমমাধুর্য্যবত্ত্বং অরূপিত্বম্ এব স্বরূপিত্বমপ্রাকৃতত্বম্ এব প্রপঞ্চ-বিজয়িত্বং ব্যাপকত্বম্ এব মধ্যমত্বং সত্যমেবেত্যাদি-পরস্পরবিরুদ্ধানন্তগুণনিধিঃ। স্থূল-সূক্ষ্মবিলক্ষণ-স্বপ্রকাশাখণ্ড-স্ব-স্বরূপভূত-ব্রহ্ম-পরমাত্মাশ্রয়াত্মক-

রূপঃ নিত্যশ্রীবিগ্রহবিশিষ্টঃ। স্বানুরূপস্বরূপশক্ত্যাবির্ভাবলক্ষণ-শ্রীসুশোভিতবামাংশঃ। স্বরূপশক্তিবিলাসলক্ষণাদ্ভুতগুণলীলাদি-ময়ঃ পরমপুরুষঃ। মায়িকব্রহ্মাণ্ডাতীতবিশুদ্ধচিন্ময়নিজ-ধামস্থ বিরাজমানোঽপি লীলয়া স্বরূপশক্তিবলেন বৈকুণ্ঠহেয়-প্রতিচ্ছবিরূপপ্রাপঞ্চিকজগতি স্বেন ধাম্না স্বপরিকরেণ ভক্তানুগ্রহতৎপরঃ সন্নাবির্ভবতি ক্রীড়তি চ। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', 'কৃষ্ণে পরমপুরুষ' ইত্যাদিনা কৃষ্ণধাম-কৃষ্ণরূপ-কৃষ্ণ-পরিকর-কৃষ্ণলীলাদি সর্ব্বমচিন্ত্যচিন্ময়ব্যাপারবিশেষঃ। চিৎ-কণত্বাৎ তদীয়জীবোঽপি তদ্দ্রষ্টুং তল্লীলাং প্রবেষ্টুং শক্তো ভবতি তদনুগ্রহাৎ। কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞাস্তু প্রাকৃতবুদ্ধ্যা তদনা-দৃত্য জড়ব্যতিরেকবুদ্ধিসংজাতব্রহ্মতত্ত্বং, জড়প্রবিষ্টাংশরূপ-পরমাত্মতত্ত্বং জড়শক্তিতত্ত্বাদিকঞ্চ বহুমানয়ন্ তত্তন্মতবাদাদিষু পরিভ্রমন্তি যাবৎ পূর্ব্বসুকৃতিবলেন আধুনিকসৎসঙ্গবলেন চ বিশুদ্ধকৃষ্ণভজনাধিকারং ন লভন্তে ॥ ৩ ॥

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং
ত্রিপদিকাম্।

স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—সঃ (সেই পরমপুরুষ) পরাখ্যায়াঃ শক্তেঃ (পরাশক্তি হইতে) অপৃথক্ অপি (অভিন্ন হইয়াও) স্বে মহিমনি (স্ব-মহিমস্বরূপে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্বতন্ত্রেচ্ছঃ (স্বেচ্ছামর) জীবাখ্যাং (জীবশক্তি) স্বাম্ (স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি) অচিদভিহিতাং (অচিদাখ্যমায়াশক্তিরূপ) ত্রিপদিকাং (ত্রিপদিকা) তাং শক্তিং (সেই শক্তিকে) সকলবিষয়ে (সমস্ত বিষয়ব্যাপারে) প্রেরণপরঃ (প্রেরণপর হইয়া) বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ (নির্ব্বিকার) অয়ং পরমপুরুষঃ (এই পরমপুরুষ) বিজয়তে (নিত্য বিরাজমান) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছামর। সেই পরমপুরুষ স্বমহিম-স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি-রূপত্রিপদিকা শক্তিকে উপযুক্তবিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকার পরম-তত্ত্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান ॥ ৪ ॥

টীকা—শ্রীহরেঃ সর্ব্বশক্তিত্বং দর্শয়তি 'পরাখ্যায়া' ইতি। স ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ। স্বস্য পরাখ্যশক্তেরপৃথগপি। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদ' ইতি ন্যায়াৎ শক্তিতো ন পৃথক্। স্বীয়াভেদাখণ্ড-মহিমনি স্থিতোঽপি। তামেকাং চিদচি-জ্জীবক্রিয়াভেদেন ত্রিপদিকাং শক্তিং তত্তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্রেচ্ছতয়া

প্রেরণপরঃ স্বয়ং স্বেচ্ছাময়ঃ পরমপুরুষঃ তত্তচ্ছক্তি-বিকারাস্পৃষ্টঃ সন্ বিজয়তে। শক্তিশক্তিমতোর্মধ্যে কস্য প্রাধান্যমিতি সংশয়োঽত্র বিদ্যতে জড়ধিয়াম্। জড়বুদ্ধয়স্তু শক্তেঃ প্রাধান্যং স্থাপয়ন্তি, শক্তিং বিনা শক্তিমদ্‌বস্তুনঃ প্রতীতির্নাস্তীতি বাদ-মাত্রোদ্ভাবনয়া। শক্তিস্তু ধর্ম্মবিশেষঃ। শক্তিমত্তত্ত্বস্যেচ্ছাং বিনা শক্তিক্রিয়া ন সিধ্যতি। 'স ঐক্ষত, স ইমান্ অসৃজত' ইতি শ্রুতেঃ। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' ইতি স্মৃতেশ্চ। লোকেঽপি বস্তুশক্তিঃ সর্ব্বত্রৈব বর্ত্ততে। অবি-চালিতা সা তু জড়বৎ ক্রিয়াহীনা। চলক্রিয়ায়াং মূলতশ্চৈ-তন্যবস্তু এব কারণম্। শক্তেরিচ্ছাশক্তিরস্তীতিবচনং নিরর্থক-বাগাড়ম্বরমাত্রম্। ইচ্ছা তু শক্তিবৎ শক্তিমচ্চৈতন্যবস্তুনো ধর্ম্মান্তরমিতি জ্ঞেয়ম্। অতশ্চৈতন্যাত্মককৃষ্ণস্তু স্বতন্ত্রেচ্ছ ইতি বাক্যপ্রয়োগঃ সার্থকঃ। শ্রুতৌ পরাশক্তির্বর্ণ্যতে। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥' ইতি। তত্রৈব চিৎপদিকা বর্ণ্যতে। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেক ইতি। তত্র চ জীবপদিকা বর্ণ্যতে। "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাম্। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ইতি। তত্র চাচিৎপদিকা বর্ণ্যতে। ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধ ইতি। ভগবৎসন্দর্ভে। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা। অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণে নৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেণ চাবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-চিদেকাত্ম-শুদ্ধজীবরূপেণ। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণ চ। ইতি একমাত্রতত্ত্বস্য চতুর্ধাত্বম্। তদেবং সর্ব্বাভির্মিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্। স চ ভগবান বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষ এব যথা শ্রীমদ্ভাগবতে। যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনু-পূর্ব্ব্যাঃ। তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকার-মহং প্রপদ্যে ইতি ॥ ৪ ॥

স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরত-
স্তথা সংবিচ্ছক্তিপ্রকটিতরহোভাবরসিতঃ।
তথা শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—সঃ (সেই পুরুষোত্তম) হ্লাদিন্যাশ্চ (হ্লাদিনী শক্তির) প্রণয়বিকৃতেঃ (প্রণয়বিকারে) হ্লাদনরতঃ (সর্ব্বদা

অনুরক্ত), তথা (তদ্রূপ) সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ (সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা রসিতস্বভাব) তয়া শ্রীসন্ধিন্যা (সেই শ্রীসন্ধিনীশক্তিদ্বারা) কৃতবিশদতদ্ধাম-নিচয়ে (প্রকটিত শ্রীহরির শ্রীবৃন্দাবনাদিধামসমূহে) ব্রজরস-বিলাসী (ব্রজরসবিলাসী) [কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ)] রসাম্ভোধৌ (রসসাগরে) মগ্নঃ (মগ্নভাবে) বিজয়তে (বিরাজমান) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—'হ্লাদিনী', 'সম্বিৎ' ও 'সন্ধিনী'। হ্লাদিনীর প্রণয়বিকারে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্ব্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্ম্মলবৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্ন-ভাবে বিরাজমান ॥ ৫ ॥

টীকা—শ্রীহরের্নিখিলরসাধারত্বং বিশদয়তি স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চেতি। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বরূপশক্তেহ্ল াদিনীবৃত্তেঃ প্রণয়-বিকৃতিকৃতহ্লাদনব্যাপারে রতঃ। পুনঃ তচ্ছক্তেঃ সম্বিদ্-বৃত্তিপ্রকটিত-প্রকাশিতরহস্যানাং ভাবেন রসিতঃ। পুনশ্চ তচ্ছক্তেঃ সন্ধিনীবৃত্তিকৃততদুপযোগি-চিদ্ধামনিচয়ে রসাম্ভোধৌ রসসমুদ্রে মগ্নো ভূত্বা ব্রজরসবিলাসী সন্ বিজয়তে। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ

হেবানন্দয়তি। ইত্যাদিশ্রুতিষু তস্য হ্লাদিনীশক্তিপরিচয়ঃ। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বেদবচনেষু তস্য সম্বিচ্ছক্তিপরিচয়ঃ। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হেয সংব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদিবাক্যেষু সন্ধিনীশক্তিপরিচয়ো দ্রষ্টব্যঃ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে। অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্বেন চ বিরাজতে। যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্তত্বপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎসংজ্ঞামাপ্নোতি। একস্যৈব তত্ত্বস্য সত্ত্বাচ্চিত্ত্বাদানন্দত্বাৎ শক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে। তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥" তত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী। তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী। এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সম্বিদিতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং তস্যা স্ত্রয়াত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ং স্বরূপশক্তির্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তচ্চান্যনিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্ বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানং চেদাধারশক্তিঃ। সংবিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা।

যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে। এবম্ভূতানন্তবৃত্তিকা যা স্বরূপশক্তিঃ সা ত্বিহ ভগবদ্ধামাংশ-বর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরেব। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে। ননু মায়া খলু শক্তিঃ। শক্তিশ্চ কার্য্যক্ষমত্বং তচ্চ ধর্ম্মবিশেষঃ তস্য কথং লজ্জাদিকম্। উচ্যতে। এবং সত্যপি তাসাং শক্তীনাম-ধিষ্ঠাতৃদেবাঃ শ্রূয়ন্তে। যথা কেনোপনিষদি মহেন্দ্রমায়য়োঃ সংবাদঃ। রসবিচারঃ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। বিভাবৈরনু-ভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামা-নীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ। তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন-হেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাপরে॥ কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ। উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনম্। অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ-ভাবানাম-ববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্‌ভাস্বরাখ্যয়া। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমালোকানপেক্ষিতা। লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ। কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মনমুদ্‌ভটম্। প্রাণস্ত বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্। তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী॥ তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোহপি তে। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্ম্মিবদ্‌বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে। নির্ব্বেদোহথ বিষাদদৈন্যং গ্লানি-শ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ। শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ। মোহ-মৃতিরালস্য-জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ। স্মৃতিরথ বিতর্ক-চিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষোৎসুকত্বঞ্চ। ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ। সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥ অথ স্থায়ী ভাবঃ। অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে। স্থায়ী ভাবোহত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ। পরমানন্দ-তাদাত্ম্যাদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ॥ রহস্যস্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি। তথাপ্যুজ্জ্বলনীলমণৌ। স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো

ভাব ইত্যপি ॥ বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥ এতেন রসসমুদ্রস্য কৃষ্ণস্য রসলীলা সঙ্কেতেন বর্ণিতা। রসো বৈ স ইতি শ্রুত্যুক্ত্যা কৃষ্ণ এব পরমরসঃ ॥ স তু নিত্যমখণ্ডত্বেঽপি রসরূপেণ বিচিত্রলীলাপরঃ। প্রকটাপ্রকটভেদেন লীলাপি দ্বিবিধা। অপ্রকট-লীলায়া নিত্যবর্ত্তমানত্বে ন ভূতভবিষ্যদ্বিভাগঃ কালাতীতত্বাত্তস্যাঃ। প্রকটলীলাবর্ণনং তু কৃতিসাধ্যম্। তদপি অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্বিগাহতাম্। স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো যথা। এতৎ সর্ব্বং ভক্তিপূতচেতসা বেদিতব্যং নতু যুক্তিবিচারেণ ॥ ৫ ॥

স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতি-পতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ
স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—ঋদ্ধাগ্নেঃ (প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে) স্ফুলিঙ্গা ইব স্ফুলিঙ্গের ন্যায়) সূর্য্যস্য এব (চিৎসূর্য্যস্বরূপ) হরেঃ (শ্রীহরির) চিদণবো (চিৎপরমাণুস্বরূপ) জীবনিচয়াঃ (অনন্ত জীব) অপৃথক্ অপি (অপৃথক্ হইয়াও) তু (কিন্তু) তদ্ভেদ-বিষয়াঃ (শ্রীহরি হইতে নিত্য পৃথক্); ইহ (সংসারে);

মায়া (মায়াশক্তি) যস্য (যাঁহার) বশে [অস্তি] (বশীভূতা) [পরন্তু যঃ স্বয়ং (কিন্তু যিনি স্বয়ং)] প্রকৃতিপতিঃ ঈশ্বরঃ প্রকৃতির অধীশ্বর); স জীবঃ (সেই জীব) মুক্তঃ অপি (মুক্ত হইয়াও) স্বগুণতঃ (স্বভাবানুসারে) প্রকৃতিবশ-যোগ্যঃ (মায়াপ্রকৃতির বশযোগ্য) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণকণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্। ঈশ্বর ও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ ধর্ম্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্য বশীভূতা দাসী আছেন এবং যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর তিনি ঈশ্বর ; যিনি মুক্ত অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া-প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব ॥ ৬ ॥

টীকা—ভগবত্তত্ত্বং সমালোচ্যাধুনা তদ্বিভিন্নাংশরূপং জীবস্বরূপং লক্ষয়তি। স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিতি। সূর্য্যস্থানীয়স্য হরেঃ কিরণপরমাণব এব জীবসমূহাঃ। তে তু ঋদ্ধাগ্নেঃ সমৃদ্ধাগ্নেঃ স্ফুলিঙ্গা ইব। অণুংশত্বাত্তে চ হরেঃ সকাশাৎ নিত্যং পৃথক্। তটস্থশক্তিত্বাত্তেঽপি ভগবত্যাপৃথক্ শক্তি-শক্তিমতোরভেদন্যায়াৎ। হরিরেব ঈশ্বরঃ প্রকৃতিপতিঃ মায়াধীশঃ। মায়া তু তস্য বিধিকরীতি হরেঃ প্রভুতা। জীবস্তু

স্বভাবতঃ নিত্যং বদ্ধমুক্তাবস্থাভেদেঽপি মায়াবশযোগ্যঃ ইতি জীবেশ্বরয়োঃ ভেদো বিচারিতঃ। শ্রুতয়ঃ। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। শ্রীগীতোপনিষদ্‌বাক্যানি। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ তত্ত্বসন্দর্ভে। যর্হ্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্মমায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং তর্হ্যেব তন্মায়াবিষয়তাপন্নমবিদ্যাপরিভূতং চেত্যযুক্তমিতি। জীবেশ্বরবিভাগোঽবগতঃ। ততশ্চ স্বরূপসামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তৎ দ্বিতীয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব দুষ্টমিত্যাগতম্। ন চোপাধিতারতম্যময়পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ। তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং তর্হ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদ-বিষয়ত্বাসম্ভবঃ।

নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি উপাধি-সম্বন্ধাভাবাৎ বিম্বপ্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধি-পরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে নত্বাকাশস্য দৃশ্যত্বাভাবাদেব। তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামান্যা-ধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎপদার্থপ্রভাবস্তত্র কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতং সম্মতম্। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-চিদেকাত্ম-শুদ্ধজীবরূপেণাবতিষ্ঠতে। পরমাত্মসন্দর্ভে। একস্য পুরুষস্য নানাত্বমুপপাদ্য তস্য পুনরংশা বিব্রিয়ন্তে। তত্র দ্বিবিধা অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ বিভিন্নাংশাস্তটস্থশক্ত্যা-ত্মকা জীবা ইতি। স্বাংশাস্তু গুণ-লীলাদ্যবতারভেদেন বিবিধাঃ। অন্যত্র চ। অথ পরমাত্মপরিকরেষু জীবস্তস্য তটস্থ-লক্ষণম্। প্রীতিসন্দর্ভে চ। তদেবং তস্য রশ্মিপরমাণু-স্থানীয়াংশত্বে সিদ্ধে তদ্বৎ। সর্ব্বস্যামপি দশায়াং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিস্বরূপধর্ম্মা অপি সিধ্যন্তি। তদ্বদেব চ পরমেশ্বর-শক্ত্যনুগ্রহেণৈব তে কার্য্যক্ষমা ভবন্তি। তত্র প্রকৃতি-বিকারময়কর্ত্তৃত্বাদিকং তদীয়মায়াশক্তিময়ানুগ্রহেণ। অতএব তৎসম্বন্ধাৎ সংসারঃ। স্বরূপশক্তিসম্বন্ধান্মায়ান্তর্দ্ধানে সংসার-নাশঃ। পাদ্মোত্তরে জীবস্বরূপব্যাখ্যা। জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞান-গুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপ-স্বরূপভাক্। অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা॥

অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যো-ঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যোঽশোষ্যোঽক্ষর এবচ ॥ এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ। মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি ॥ তথান্যত্র। অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ ॥ শ্বেতাশ্বতরে। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ অন্যত্র শ্রুতৌ। এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি। জীবস্বরূপশ্চ শ্রূয়তে। যো বিজ্ঞানেন তিষ্ঠন্নিতি। সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি। অত্র জীবকর্ত্তৃত্বং পরেশাধীনং তস্মাৎ জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা পরেশস্ত হেতুকর্ত্তা ইতি ভাষ্যকৃন্মতম্। জীবস্য বদ্ধাবস্থায়াং দৌর্ব্বল্যাৎ তস্য মায়াপরিভূতত্বম্। মুক্তাবস্থায়ামপি স্বগুণতঃ অণুস্বভাবতঃ তদ্দৌর্ব্বল্যং স্যাদেব তথাপি তদবস্থায়াং স্বরূপ-শক্তিবিলাসঃ অনুগ্রহতঃ অণোরপি জীবস্য তচ্ছক্তিবিশেষ-বলাৎ ন মায়াদৌরাত্ম্যসম্ভবঃ। তস্মাৎ জীবানাং তদবস্থায়াম্ অপুনরাবৃত্তি-লক্ষণা সম্পত্তির্ভবতি। ভক্তিবলরহিতানাং কর্ম্মজ্ঞানাশ্রিতানাস্ত তদবস্থায়ামপি পতনাশঙ্কা রক্ষকা-ভাবাৎ ॥ ৬ ॥

স্বরূপার্থৈর্হীনান্নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—হরেঃ (শ্রীহরির) মায়া (মায়াশক্তি) স্বরূপার্থৈ-হীনান্ (স্বরূপবিস্মৃত) নিজসুখপরান্ (নিজসুখপর) কৃষ্ণ-বিমুখান্ (শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ) দণ্ড্যান্ (দণ্ড্য) [অতএব (অতএব)] গুণনিগড়জালৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়সমূহ দ্বারা) কলয়তি (কবলিত করেন) তথা (সেইরূপ) স্থূলৈ-লিঙ্গৈঃ (স্থূল-লিঙ্গদেহরূপ) দ্বিবিধবরণৈঃ (দ্বিবিধ আবরণ দ্বারা) ক্লেশনিকরৈঃ (ক্লেশসমূহদ্বারা) মহাকর্ম্মালানৈঃ (মহা কর্ম্মবন্ধনদ্বারা) পতিতান্ (পতিত জীবগণকে) স্বর্গ-নিরয়ৌ (স্বর্গ ও নরকে) নয়তি (লইয়া বেড়ান) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপবিস্মৃত, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য, পতিত জীব-সকলকে শ্রীহরির মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণ-নিগড়-সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান ॥ ৭ ॥

টীকা—তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ। অন্যস্ত্বনাদিতঃ এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবতস্তদীয়জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ। তত্র প্রথমোঽন্তরঙ্গাশক্তিবিলাসানুগৃহীতনিত্যভগবৎপরিকররূপঃ। অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন বদ্ধমুক্তভেদেন জীবোঽপি দ্বিবিধঃ। তত্র প্রকৃতিকবলিতস্য জীবস্য বদ্ধলক্ষণং বদতি স্বরূপার্থৈরিতি। স্বরূপার্থঃ স্বরূপজ্ঞানং স্বীয়চিদেকস্বরূপজ্ঞানং তদ্রহিতান্ স্বরূপজ্ঞানশূন্যান্ ইত্যর্থঃ। নিজসুখপরান্ হরিভজনসুখং পরিত্যজ্য নিজেন্দ্রিয়সুখমাত্রানুসন্ধানপরান্ কামিনঃ। কৃষ্ণবিমুখান্ কৃষ্ণএব মম সর্ব্বস্ব ইতি জ্ঞানং বিস্মৃত্য জড়সুখভোগবাঞ্ছাপরান্, অতএব দণ্ড্যান্ দণ্ডযোগ্যান্ জীবান্। হরের্মায়াশক্তিঃ স্বীয়সত্ত্বাদিগুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি ভাবয়তি বধ্নাতি ইত্যর্থঃ। পুনশ্চ স্থূলং ভূতময়ম্। লিঙ্গং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারময়মাবরণম্। তেন তান্ আবরয়তি। ক্লেশনিকরৈঃ ক্লেশাস্তু পাপ-পাপবীজাবিদ্যাভেদেন ত্রিবিধাঃ। কর্ম্মজড়মদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্যমনাদিবিনাশি চ ভবতি। কর্ম্মালানৈঃ কর্ম্ম এব আলানং বন্ধনস্তম্ভস্তৈঃ। মায়া তু তান্ পতিতান্ বদ্ধজীবান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ স্বর্গ-নরকৌ নয়তি প্রাপয়তি। মায়াত্র

বহিরঙ্গা শক্তিঃ। তত্র শ্রুতয়ঃ। তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। ভগবৎসন্দর্ভে। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তি-ময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। তয়েতি তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু লঘু-গুরুভাবেন বর্ত্তত ইতি। পরমাত্মেত্যত্র নামাভিন্নতাজনিতভ্রমহানায় সংগ্রহ-শ্লোকাঃ। মায়া স্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা। প্রধানেঽপি ক্বচিৎ দৃষ্টা তদ্‌বৃত্তির্মোহিনী চ সা। আদ্যে ত্রয়ে স্যাৎ প্রকৃতিশ্চিচ্ছক্তিস্ত্বন্তরঙ্গিকা। শুদ্ধজীবেঽপি তে দৃষ্টে তথেশজ্ঞানবীর্যয়োঃ। চিন্মায়াশক্তিবৃত্ত্যোস্তু বিদ্যাশক্তি-রুদীর্য্যতে। চিচ্ছক্তিবৃত্তৌ মায়ায়াং যোগমায়া সমাস্মৃতা। প্রধানাব্যাকৃতাব্যক্তং ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতৌ পরম্। ন মায়ায়াং ন চিচ্ছক্ত্যাবিত্যাহুঃ বিবেকিভিঃ॥ তত্ত্বসন্দর্ভে। মায়ায়া জীবমোহনকর্ত্তৃত্বং ভগবতস্তু তত্রোদাসীনত্বং মতং বক্ষ্যতে চ বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকথ্যন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ। অত্র বিলজ্জমানয়া ইত্যনেন ইদমায়াতি। তস্যা জীবসম্মোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি তথাপি ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য ইতি দিশা জীবানা-মনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাস্ফুরণময়রূপা-

বেশঞ্চ করোতি। শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদভয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছন্নুপদিশতি। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ গোবিন্দভাষ্যে। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যাদ্বিচিত্রজগজ্জননী। কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানঃ যুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদি-পরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎপরিবর্ত্তমানো প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়-দ্রব্যবিশেষ ইতি॥ ৭॥

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্ম্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে॥ ৮॥

অন্বয়—যদা (যখন) ভ্রামং ভ্রামং (ভ্রমণ করিতে করিতে) কদাচিৎ (কখনও) হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং (হরিরসগলিত বৈষ্ণবকে) সংপশ্যন্ (সন্দর্শন করত) তদনুগমনে (সেই বৈষ্ণবের অনুগমনে) রুচিযুতঃ (রুচি-

বিশিষ্ট) [ভবেৎ (হয়)], তদা (তখন) কৃষ্ণাবৃত্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি আবৃত্তিক্রমে) সঃ (সেই জীব) শনৈঃ (অল্পে অল্পে) মায়িকদশাং (মায়িকদশা) ত্যজতি (ত্যাগ করে) স্বরূপং (নিজ স্বরূপ) বিভ্রাণঃ (লাভ করত) বিমলরসভোগং (বিমল কৃষ্ণসেবারসভোগ) কুরুতে (করেন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে ; কৃষ্ণ-নামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিতে যোগ্য হন ॥ ৮ ॥

টীকা—ভগবদ্ভক্তিভাবাৎ প্রকৃতিমুক্তানাং জীবানাং স্বরূপং বিবক্ষয়া বদ্ধজীবানাং স্ব-স্বরূপলাভপ্রক্রিয়ামাহ যদা ভ্রামং ভ্রামমিতি। যদা যস্মিন্ কালে কর্ম্মমার্গাশ্রিত-নানা-যোনিভ্রমণসময়ে কদাচিৎ সঞ্চিতভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতিবলেন মায়াবদ্ধজীবস্য হরিভক্তিরসগলিতং চিত্তং যস্য স এবম্ভূতং বৈষ্ণবজনং সংপশ্যন্ তদনুগমনে তচ্চরিত্রানুসরণে রুচির্জায়তে তদা তদনুসরণরূপকৃষ্ণাবৃত্তিঃ স্যাৎ। কৃষ্ণনামাদ্যনুশীলনং স্যাদিত্যর্থঃ। মায়াদূষিতদশাং ক্রমেণ ত্যজতি। স্বীয়চিৎ-স্বরূপপ্রাপ্তিরূপমুক্তিং লব্ধা বিমলরসভোগং প্রেমভক্ত্যাস্বাদং

স লভতে ॥ শ্রুতিবচনানি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ এবমেবৈষঃ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ। মুক্তানাং লক্ষণানি। আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ ॥ তত্র শ্রীভাগবতবচনানি। ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ এষা গতিরেব দুর্লভা। রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ। প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ সূত্রভাষ্যে চ। বলবতা সৎসঙ্গেন কষায়পাকে বিদ্যা ভবতীত্যাহ, অপি স্মর্য্যতে। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ইত্যাদিভাগবতবচনাৎ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ

স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ৮ ॥

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতি-
র্বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্ণঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—চিদচিদখিলং সর্ব্বং (সমস্ত চিদচিজ্জগৎ) হরেঃ শক্তেঃ (শ্রীহরির শক্তির) পরিণতিঃ স্যাৎ (পরিণতি); বিবর্ত্তং (বিবর্ত্তবাদ) সত্যং নো (সত্য নহে) [তৎ (তাহা)] কলিমলং (কলিকালের মল) শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধম্ (শ্রুতি-জ্ঞান-বিরুদ্ধ); হরেঃ (শ্রীহরির) ভেদাভেদৌ (ভেদাভেদ তত্ত্বই) সুবিমলং (সুবিমল) শ্রুতিবিহিততত্ত্বম্ (শ্রুতিসম্মত তত্ত্ব), ততঃ (সেই তত্ত্ব হইতেই) নিত্যবিষয়ে (নিত্যতত্ত্বে) প্রেম্ণঃ (প্রেমের) নিতরাং (অতিশয়) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি; বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞান-বিরুদ্ধ; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমলতত্ত্ব,

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥

টীকা—মায়াবাদ-প্রতিষেধেন সর্ব্বং চিদচিৎ জগৎ শ্রীহরেরচিন্ত্য-যুগপৎ-ভেদাভেদপ্রকাশং শিক্ষয়তি হরেরিতি। সর্ব্বং চিদচিৎ অখিলং জগৎ ভগবচ্ছক্তেঃ পরিণতিঃ পরিণাম এব। যস্তু ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদঃ স ন সত্যম্। স এব শব্দপ্রমাণবিরুদ্ধকলিমলমিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বং চিদচিদখিলং জগৎ ভগবচ্ছক্তেরচিন্ত্য-যুগপৎ-ভেদাভেদাবেব। ইদমেব সুনির্ম্মলবেদপ্রমাণসিদ্ধং তত্ত্বম্। এতেন নিত্যবিষয়ে পরব্রহ্মণি নিত্যলক্ষণঃ প্রেমৈব সিধ্যতি। বিবর্ত্তচিন্তনাদৌ প্রেম্নঃ অনিত্যত্বাৎ তৎসিদ্ধির্ন ভবতীতি সংক্ষেপসিদ্ধান্তঃ। শ্রুতিঃ। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। গীতোপনিষদি চ ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ভাগবতে চ। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভে।

প্রাদেশিকস্থাপ্যগ্নের্দীপাদের্দাহকস্থাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না-প্রভা যথা তৎপ্রকাশবিস্তারঃ। তথা ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃতবিস্তার ইদমখিলং জগদিতি। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশ্যঃ স্যুঃ ইত্যাদিকং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিত্যাদিকং শ্রীভাগবতাদিষু। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হীতি ব্রহ্মসূত্রে। তত্র দ্বৈতান্যথা অনুপপত্ত্যাপি ব্রহ্মণি অজ্ঞানাদিকং কল্পয়িতুং ন শক্যতে অসম্ভবাদেব। ব্রহ্মণ্যচিন্ত্যশক্তিসদ্‌ভাবস্য যুক্তিলব্ধত্বাৎ শ্রুত-ত্বাচ্চ দ্বৈতান্যথানুপপত্তিশ্চ দূরে গতা। ততশ্চ অচিন্ত্যশক্তি-রেব দ্বৈতোপপত্তৌ কারণং পর্য্যবস্যতি। তস্মান্নির্ব্বিকারাদি-স্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামা-দিকং ভবতি। চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসবলোহ-চালনাদিবৎ। তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাদিতি। ততস্তস্য তাদৃশশক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়াশব্দ-শ্চেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়েতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বমেব। তস্মাৎ পরমাত্মশক্তিপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ। তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে ন তু স্বরূপে-ণেতি গম্যতে যথৈব চিন্তামণিঃ। কচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং

ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বং শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে। নিমিত্তাংশো মায়া উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তির্নিমিত্তম্। তদ্ ব্যূহময়ী তুপাদানমিতি বিবেকঃ। অতএব শ্রুতাবপি বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানঞ্চেতি কস্যচিৎ বিভাগস্যাচেতনতা শ্রূয়তে ॥ ৯ ॥

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণা-
স্তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গানি শ্রদ্ধাপবিতহৃদয়ঃ সাধয়তি বা
ব্রজে সেবালুব্ধো বিমলরসভাবং স লভতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়—শ্রুতিঃ (শ্রবণ) কৃষ্ণাখ্যানং (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন) স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ (স্মরণ-বন্দন-অর্চ্চনাদিবিধিসমূহ) তথা (সেইরূপ) দাস্যং (দাস্য) সখ্যং (সখ্য) পরিচরণং (পরিচর্য্যা) আত্মদদনমপি (এবং আত্মনিবেদন) নবাঙ্গানি (নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গ) শ্রদ্ধাপবিতহৃদয়ঃ (শ্রদ্ধা-পূতচিত্ত) সাধয়তি বা (অনুশীলন করত) ব্রজে সেবালুব্ধঃ (ব্রজে সেবালুব্ধ) সঃ (জীব) বিমলরসভাবং (বিমলরসভাব) লভতে (লাভ করে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্ত্যঙ্গ শ্রদ্ধা-পূতচিত্তে

অনুশীলন করত ব্রজে সেবালুব্ধ জীব বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

টীকা—এতাবৎ সম্বন্ধজ্ঞানমালোচ্যাভিধেয়তত্ত্বং বদতি। অভিধেয়ং ভগবদ্বৈমুখ্যবিরোধন্যায়াৎ তৎসাম্মুখ্যমেব। তচ্চ তদুপাসন-লক্ষণং ভক্তিরেবাভিধেয়ং বস্তু। অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ইতি লক্ষণেন শুদ্ধা ভক্তিঃ লক্ষিতা শ্রীরূপেণ। ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥ অগ্রতো বক্ষ্যমানায়াস্ত্রিধা ভক্তেরনুক্রমাৎ। দ্বিশঃ ষড়্ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তিতমিতি তন্মাহাত্ম্যং সূচিতং তেনৈব। গ্রন্থেঽস্মিন্ তদঙ্গানি বিব্রিয়ন্তে শ্রুতিরিতি। শ্রুতি-রিত্যাদি নবাঙ্গানি যঃ সাধয়তি স বিমলরসভাবং লভতে। তত্র সাধনভক্তের্লক্ষণং ক্রিয়তে শ্রীরূপেণ। কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ তৎসাধনমপি দ্বিবিধং বৈধীভক্তিসাধনং রাগানুগাভক্তিসাধনঞ্চ। সাধু-শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধামূলং যৎ সাধনং তৎ বৈধীভক্তিসাধনম্। যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তি-রূপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ইতি বৈধীভক্তিলক্ষণং শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দৃশ্যতে। সা শ্রদ্ধা তু আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্য-

তীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিরিতি লক্ষণেন লক্ষিতা। ব্রজজনসেবা-লোভমূলং যৎ সাধনং তদেব রাগানুগাভক্তিসাধনম্। শেষোক্তমেব প্রবলং ঝটিতি ফলপ্রদঞ্চ। জ্ঞান-কর্ম্মাদীনাং নাভিধেয়ত্বং মুক্তি-ভুক্তি-ফলসাধকত্বাৎ প্রেমসাধনাযোগ্যত্বাচ্চ। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদি-বেদবচনপ্রমাণানি বহবঃ সন্তি। কর্ম্ম-জ্ঞানাদীনাং ন সাক্ষাদভিধেয়ত্বম্। শ্রুতৌ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত-স্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ভাগবতে। অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ অতঃ সুকৃতিবলেন সাধুসঙ্গলাভানন্তরং যা শরণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধা উদয়তি তয়া। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবন-মর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনমিতি ভক্তের্নবাঙ্গানি লক্ষিতানি। তত্র শ্রুতিঃ শ্রবণম্। স চ শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। মহজ্জনোচ্চারিতনামাদেঃ শ্রবণস্য বিশেষমাহাত্ম্যম্। ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাময়-শব্দানাং জিহ্বাস্পর্শ এব কীর্ত্তনম্। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্মৃতিরেব স্মরণম্। তচ্চ স্মরণ-ধারণাধ্যানানুস্মৃতিসমাধিভেদাৎ

পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্। পূর্ব্বচিন্তিতবিষয়াৎ সমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণমেব ধারণা। বিশেষরূপেণ রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্। অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং তদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিঃ। পাদসেবনং পরিচর্য্যা তত্র স্বস্মিন্নকিঞ্চনত্বসেবাযোগ্যত্ববুদ্ধিস্তথা সেব্যবস্তুনি সচ্চিদানন্দঘনত্ববুদ্ধিশ্চ কার্য্যা। শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-স্পর্শন-পরিক্রমানুব্রজন-তুলসী-বৈষ্ণবসেবন-ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-দ্বারকাদিতীর্থদর্শনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যা। অর্চ্চনং তদাগমোক্তাবাহনাদিক্রমকম্। যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। আবাহনক্রমো যথা। আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥ তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্। ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তস্থাপনং সন্নিরোধনম্॥ সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্। নৈবেদ্যার্পণ-বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্ম্মাল্যধারণ-চরণামৃতপানাদীনি অর্চ্চনাঙ্গানি। ভগবজ্জন্মদিন-কার্ত্তিকব্রতৈকাদশীব্রতমাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্। বন্দনমেব নমস্কারঃ। নমস্কারে একহস্তকৃতত্ব-বস্ত্রাবৃতদেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠবামভাগাত্যন্তনিকট গর্ভমন্দিরগতত্বাদিময়া অপরাধাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ। দাস্যং তচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য দাসম্মন্যত্বম্। নমঃস্তুতিসর্ব্বকর্ম্মার্পণপরিচর্য্যাচরণ-স্মৃতি-কথাশ্রবণাত্মকং দাস্যমিতি সিদ্ধান্তিতম্। স্তুতি-

বিজ্ঞপ্তিঃ। সা চ সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা, লালসাময়ী-ভেদেন বিবিধা। সখ্যম্। তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাব-লক্ষণম্। আত্মনিবেদনম্। তচ্চ দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্। তৎকার্য্যং চাত্মার্থচেষ্টা-শূন্যত্বং তন্ন্যস্তাত্মসাধনসাধ্যত্বম্। তদর্থচেষ্টাময়ত্বঞ্চ। শ্রীহরি-ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভক্তিসম্বন্ধে যান্যন্যানি বাক্যানি কথিতানি তানি যথা। ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ। সালোক্যাদি-স্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে॥ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবা-জুষাং মতা॥ কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥ তত্রাপ্যে-কান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশ-প্রসাদো-ঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥ সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা। নিষিদ্ধা-চারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতম্॥ তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপ-

বর্জ্জিতঃ। অনবাপ্তশ্রমং পূর্ণং যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভিপ্সিতঃ। সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায়
যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ॥ যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যা-
ত্তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥
অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে। অবিক্লবমতি-
র্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥ শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং
যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥
পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্। বিশুদ্ধস্য
হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥ যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি
কথিতানি হ। প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ।
কেষাঞ্চিৎ ক্বচিদঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলম্। বহির্ম্মুখ-
প্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যফলং রতিঃ॥ সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং
ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাম্। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি-প্রবেশায়ো-
পযোগিতা॥ ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ।
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতুপ্রায়ে সতাং মতে॥ সুকুমার-
স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা। কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি
সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি॥ রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে
হরেঃ। বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-

বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতা-হান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা ॥ কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা। ইত্যেষাঞ্চ ন যুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যাঙ্গান্তরপাতিতা ॥ সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা। স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥ অথ রাগানুগাভক্তিসাধনং শ্রীরূপ-গোস্বামিনা বিবৃতম্। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ রাগানুগা-বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে ॥ ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে ॥ সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা ॥ কামাদ্ গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ আনুকূল্যবিপর্য্যাসাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ। স্নেহস্তু সখ্য-বাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ত্তিতা ॥ কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপ-যোগোঽত্র সাধতে। ভক্ত্যাবয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তি-রুদীরিতা ॥ যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্। তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ। কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে ॥ সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং

যা নয়তি স্বতাম্। যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥ ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে। আসাং প্রেম-বিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্। তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা। অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীণাং বল্লভা মতাঃ। যদৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা॥ রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্ দ্বিধা রাগানুগা চ সা। কামানুগা চ সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে॥ রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥ তত্তদ্ ভাবাদি-মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥ বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনা-বধি। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥ কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥ সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজ-লোকানুসারতঃ॥ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥ সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি। যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥ লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ

ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিত-মুদ্রয়া॥ অত্র শ্রীজীবঃ। পিতৃত্বাদ্যভিমানো হি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্ত্রত্বেন তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। অত্রাদ্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমানেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎপরিকরেষু তদুচিত-ভাবনাবিশেষেণ অপরাধাপাতাৎ॥ পুনঃ শ্রীরূপঃ। কৃষ্ণ-তদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা। পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥ বৈধীভক্তিস্তু কৈশ্চিৎ মর্য্যাদামার্গ ইত্যুচ্যতে॥ ১০॥

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজন-জন-ভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎসুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স
লভতে॥ ১১॥

অন্বয়—ইহ (সংসারে) স্বরূপাবস্থানে (স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে) মধুররসভাবোদয়ে (মধুররসে ভাবোদয় ঘটিলে) সঃ (সেই জীব) ব্রজে (ব্রজে) রাধাকৃষ্ণস্বজনজন-ভাবং (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগত ভাব) হৃদি (হৃদয়ে) বহন্ (পোষণ করত) পরানন্দে পরানন্দতত্ত্বে) প্রীতিং (প্রীতি) জগদতুলসম্পৎসুখং (জগতের মধ্যে অতুল

সম্পৎসুখ) বিলাসাখ্যে তত্ত্বে (বিলাসাখ্যতত্ত্বে) পরম-পরিচর্য্যাং (পরমপরিচর্য্যা) লভতে (লাভ করে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়—ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগতভাব হৃদয়ে উদিত হয় ; ক্রমশঃ পরানন্দ-তত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পৎসুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্য্যা লাভ হয়—ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই ॥ ১১ ॥

টীকা—তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনৈর্মায়িকদশা-মিত্যাদিবাক্যপ্রয়োগেন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সাধনভক্ত্যনুশীলনেন কিংভবতীতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্য প্রয়োজনতত্ত্বমাহ স্বরূপাবস্থান ইতি। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিরিতি ভাগবত-বচনানুসারেণ জীবানাং স্বরূপাবস্থানমেব মুক্তিরিত্যায়াতি। অহং শুদ্ধচিৎকণঃ কৃষ্ণানুগততত্ত্ববিশেষঃ। জগৎসম্ভোগাদি-কার্য্যং মম পতনমেব। কৃষ্ণচরণামৃতসেবাসুখমেব মমৈব গতিরিতি বিচিন্ত্য কৃষ্ণচরণপীযূষপানতৎপরঃ সন্ স জীবঃ শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুররসানাং মধ্যে অধিকারভেদেন মধুররস এব মুখ্যোত্তম ইতি ভাবনয়া তদ্রসমাস্বাদয়তি। সুতরাং স্বরূপাবস্থানসময়ে মধুররসভাবোদয়ো হি পরম-প্রয়োজনলাভঃ। তৎপ্রাপ্ত্যা। ব্রজে চিজ্জগতি। রাধাকৃষ্ণ-

স্বজনজনভাবং রাধাকৃষ্ণয়োর্যে স্বজনাঃ পরিকরজনাঃ তেষাং জনঃ কৈঙ্কর্য্যরতস্তস্য ভাবং সেবাদিকার্য্যবিষয়কস্বভাবং স্বস্য হৃদি বহন্ গৃহ্নন্। পরানন্দে সচ্চিদানন্দে কৃষ্ণবিষয়ে প্রীতিম্। জগদতুলসম্পৎসুখং জগতি যদতুলসম্পৎসুখং তৎ। পুনঃ রাধাকৃষ্ণবিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং দাস্যং লভতে। সিদ্ধান্তবাক্যানি যথা। ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি কিন্তু স্বরূপশক্ত্যানন্দসাররূপা। প্রীতিঃ খলু ভক্ত-চিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি বিশ্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়ে-নাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নব-নবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধচমৎকারেণ উন্মাদয়তি চ। সা চ প্রীতিরূপা ভক্তিঃ ক্রমেণ পাল্যানামাশ্রয়াত্মিকা। ভৃত্যানাং দাস্যাত্মিকা। লাল্যানাং প্রণয়াত্মিকা চ জ্ঞেয়া। কুত্রায়মিতি ভাবেন অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী প্রীতির্বাৎসল্যম্। মৎসমমধুরশীলবান্ যো নিরুপাধিমৎপ্রণয়াশ্রয়বিষয় ইতি ভাবেন মিত্রত্বাভিমান-ময়ী প্রীতির্মৈত্র্যাখ্যা দ্বিবিধা। পরস্পরনিরুপাধিকোপকার-রসিকতাময়ী সুহৃদাখ্যা। সহবিহারশালী প্রণয়ময়ী সখ্যাখ্যা চেতি। অথ কান্তোঽয়মিতি প্রীতিঃ কান্তভাবঃ। এষ এব প্রিয়তাশব্দেন শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ পরিভাষিতঃ। প্রিয়স্য ভাবঃ প্রিয়তেতি। লৌকিকরসিকৈরত্রৈব রতিসংজ্ঞা স্বীক্রিয়তে।

এষ এব তত্তুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাসু কামাদিশব্দেনাপ্যভিহিতঃ। স্মরাখ্যঃ কামবিশেষস্তন্যঃ বৈলক্ষণ্যাৎ। কামসামান্যং খলু স্পৃহা সামান্যাত্মকম্। প্রীতিসামান্যস্তু বিষয়ানুকূল্যাত্মক-স্তদনুগতবিষয়স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষ ইতি লক্ষিতম্। অতো দ্বয়োঃ সমানপ্রায়চেষ্টত্বেঽপি কামসামান্যস্য চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্য-তাৎপর্য্যা। পুরুষপ্রয়োজনং তাবৎসুখপ্রাপ্তিঃ দুঃখনিবৃত্তিশ্চ। শ্রীভগবৎপ্রীতৌ তু সুখপ্রাপ্তিত্বং দুঃখনিবৃত্তিত্বঞ্চাত্যন্তিক-মিতি। তথা শ্রুতিঃ। যেনাহং নামৃতঃ স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যামিতি। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। তস্মাৎ প্রীতিরেব পুরুষ-প্রয়োজনত্বেন সর্ব্বদা অন্বেষ্টব্যা। অত্র এতাবদেব বক্তব্যম্। এতদ্ রহস্যং শ্রীগুরুচরণাশ্রয়োণাত্মনি জ্ঞাতব্যং চিদনুশীলনপ্রক্রিয়য়া ॥ ১১ ॥

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্‌বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—কঃ প্রভুঃ (প্রভু কে ?) কঃ জীবঃ (জীবই বা কে ?) ইদম্ অচিৎ বিশ্বং (এই অচিৎ বিশ্বই) কথম্ বা (বা কিরূপ) এতান্ অর্থান্ (এই সকল বিষয়) বিচার্য্য

(বিচার করিয়া) হরিভজনকৃৎ (হরিভজনশীল) শাস্ত্রচতুরঃ (শাস্ত্রচতুর) হরিদাসঃ (স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হরিদাস) অভেদাশাং (অভেদাশা) ধর্ম্মান্ (সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম) সকলমপরাধং (সকল প্রকার অপরাধ) পরিহরন্ (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হরিজনৈঃ (সাধুসঙ্গে) হরের্নামানন্দং (শ্রীহরিনামানন্দ) পিবতি (পান করেন) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ কে ? আমি জীবই বা কে ? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি ? এই-সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকল প্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিদাস-স্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন ॥ ১২ ॥

টীকা—পূর্ব্বোক্তদশশ্লোকেন সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনং বিশদয়ন্ জীবকর্ত্তব্যতা প্রদর্শিতা প্রভুঃ ক ইতি। জীবানাং কঃ প্রভুঃ। কোঽহমসৌ জীবঃ। ইদং চিদচিদ্ বিশ্বং কথং বা। সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনমূলকং এতদর্থত্রয়ং বিচার্য্যম্। য এব শাস্ত্রার্থচতুরঃ স হরিভজনপরোভবতি। স চ হরিদাসাভিমানেন ভক্তজনসঙ্গেন চ হরের্নামানন্দং পিবতি আনন্দস্য রসরূপত্বাৎ পানসম্বন্ধঃ সঙ্গচ্ছতে। তত্ত্বমস্যাদিজ্ঞানম্ অষ্টাঙ্গযোগাদিসাধনং পরিত্যাজ্য কথং বুদ্ধিমতাং হরিনামকীর্ত্তনাদৌ স্পৃহা ভবেদিত্যাস্তাশঙ্কা নামানন্দপানং

ব্যবস্থাপ্যতে ? উচ্যতে। শ্রুতৌ। ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎসদিত্যাদি। হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্। তস্মাদস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণব-ব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে। পাদ্মে। নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোরিতি। নামাভাসস্য মুক্তি-দত্বং শ্রূয়তে, কিন্তু তস্য প্রেমদত্বং ন শ্রূয়তে ইতি নাম-রহস্যম্। নামাপরাধশূন্যানাং শুদ্ধনামমাত্রানুশীলনাৎ নাম্নঃ প্রেমদত্বম্ উক্তম্। নামাপরাধাস্তেতে পাদ্মোক্তাঃ। ১। সতাং নিন্দা, নামপরাণাং সাধূনাম্ অশ্রেষ্ঠতাস্থাপনরূপা নিন্দা। ২। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্নামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননম্। ভগবতো নামরূপগুণ-লীলাদৌ জড়বুদ্ধ্যা ভগবতস্তেষাং পৃথগ্‌জ্ঞানম্। অথবা শ্রীশিবঃ শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ পৃথক্ শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর ইতি মননং শিবাদের্বিষ্ণোরবতারত্বাৎ। ৩। গুর্ব্ববজ্ঞা। নামতত্ত্বগুরূণাং ব্রহ্মজ্ঞানাদিশিক্ষয়া গুর্ব্বপেক্ষাহীনমননম্।

৪। শ্রুতি-তদনুগতশাস্ত্রনিন্দনম্। তত্তচ্ছাস্ত্রে নামমাহাত্ম্যং দৃষ্ট্বা তত্তন্নিন্দনম্। ৫। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদোঽয়মিতি মননম্। ৬। হরের্নামানি কল্পিতানি ইতি চিন্তনম্। নামনামিনোরভেদত্বাৎ তদ্বিশ্বাস এব অপরাধঃ। ৭। নাম-বলেন পাপাচরণম্। নাম্নঃ গ্রহণাৎ প্রাক্ যৎ যৎ পাপং কৃতং তৎসর্ব্বং নামগ্রহণেন বিধ্বংসিতং ভবতি। ততো ন পাপপ্রবৃত্তিঃ। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ইতি গীতাবচনাৎ পূর্ব্বপাপসম্বন্ধোঽপি অত্যল্পকালেন নামপূতস্বভাবেন পরাজিতো ভবতি। কিন্তু যে তু নামবলেন পুনঃ পাপাচরণং কুর্ব্বন্তি তে কিল নামাপরাধিনঃ। ৮। অন্যশুভক্রিয়াভি-র্নামসামান্যমননম্। নাম্নঃ চিন্তামণিত্বাৎ স্বরূপাভিন্নত্বাচ্চ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপত্বে সিদ্ধেঽন্যজ্ঞানকর্ম্ম-যোগতীর্থযাত্রাদি-শুভক্রিয়া তৎসমা ন ভবতি। যে তু অন্যপুণ্যকর্ম্মণা সহ নাম্নঃ সামান্যং পশ্যন্তি তে ত্বপরাধিনঃ। ৯। অশ্রদ্দধানাদৌ নামোপদেশঃ। শ্রদ্ধয়া বিনা নাম্নি নাধিকারঃ অশ্রদ্দধানে স্বপ্রতিষ্ঠাদিস্বার্থলাভার্থং যঃ নামোপদেশঃ স এব অপরাধঃ। ১০। অহং মম ইত্যভিমানেন সহ নামগ্রহণম্। অহং ধনী, অহম্ অত্যুচ্চবর্ণী, অহং বৈষ্ণবঃ সুতরাং পূজনীয়ঃ, অহং জ্ঞানীত্যাদিমিথ্যাভিমানদূষিতচিত্তানাং ভগবন্নামগ্রহণং কৈতবম্। অতএবাপরাধঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভুণা শ্রীশিক্ষাষ্টকে

যদ্‌গদিতং তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি তদপি সঙ্গমনীয়ং দশমাপরাধ-পরিহারে তৃণাদপি বাক্যতাৎপর্য্যম্। সপ্তমাপ-রাধপরিহারে তরোরপি সহিষ্ণুনেত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যম্। তিতিক্ষাত্র পাপদমনতাৎপর্য্যকা। অমানীতি বাক্যেন নবমঃ অপরাধঃ পরিহৃতঃ। মানদশব্দেনান্যঃ সপ্ত-সংখ্যকাপরাধঃ পরিহরণীয়ঃ। নামপরায়ণস্য সাধোঃ, নাম-নামিনোরভেদজ্ঞানস্য, নামতত্ত্বদেশিকস্য, নামতত্ত্ব-প্রকাশকশাস্ত্রস্য, নামমাহাত্ম্যং সত্যমিতি স্থাপকস্য, নাম এব অপ্রাকৃতবস্তু ন তু কল্পিতমিতি নির্ণায়কস্য, নাম এব সর্ব্বসংক্রিয়াবিলক্ষণরূপেণ শ্রেষ্ঠমিতি সিদ্ধান্তস্য সম্মানকরণং মানদত্বম্। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ইতি ভাগবত-বচনানুসারেণ কৃষ্ণে প্রেমাচরণং তদ্‌ভক্তেষু মৈত্র্যাচরণং চিদচিদ্‌জ্ঞানহীনেষু বিষয়মুগ্ধেষু কৃপাচরণং, দ্বিষৎসু মায়াবাদ-নাস্তিকবাদদূষিতভগবৎস্বরূপবিদ্বেষিষু জীবস্য নিত্যকৃষ্ণদাস্য-জ্ঞানাং বিদ্বেষিষু চ উপেক্ষাচরণমেব যথাযোগ্যং সর্ব্বত্র মানপ্রদানমেবেত্যুপদিষ্টম্। এতান্ অপরাধান্ পরিহরন্। ধর্ম্মান্ প্রেমেতরফলপ্রদান্ সর্ব্বপ্রকার-বৈদোক্তানপি ধর্ম্মান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যাদি-গীতাবাক্যাৎ পরিহরন্।

অভেদাশাং মুক্তিস্পৃহাম্ । সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সাযুজ্যভেদেন মুক্তিরপি পঞ্চবিধাঃ । তত্র সাযুজ্যমুক্তের্ভক্তিবিরোধাৎ তৎ ন্যক্কৃতম্ । ভগবৎ-সেবাদ্বারভূতং সালোক্যাদিচতুষ্টয়মপি ন স্পৃহনীয়ং তত্তৎ-ফলানামনিবার্য্যকত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া ভক্তিসাধকানাং তত্তৎ স্পৃহায়া ভক্তিবাধকত্বাচ্চ ॥ ১২ ॥

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—জনঃ (জীব) দশমূলং (দশমূল) সংসেব্য (সেবনপূর্ব্বক) অবিদ্যাময়ং (অবিদ্যারূপ আময়) হিত্বা (নাশ করিয়া) সাধুসঙ্গতঃ (সাধুসঙ্গ হইতে) ভাবপুষ্টিং (ভাবপুষ্টি) তথা তুষ্টিং (এবং তুষ্টি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই দশমূল সেবন করত জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংসপূর্ব্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন ॥ ১৩ ॥

টীকা—এতদ্দশমূলসেবনফলমাহ সংসেব্য দশমূলমিতি । যথা লোকে দশমূলপাচনং সেবিত্বা জ্বররূপমাময়ং দূরী-করোতি তথেদমপ্রাকৃতদশমূলসেবনেন সুকৃতস্য জনস্য স্বরূপ-জ্ঞানাৎ অবিদ্যারূপ আময়ঃ নশ্যতি । জীবস্বভাবো যো

হরৌ ভাবঃ তস্য পুষ্টির্ভবতি। ইতরতত্ত্বে বৈরাগ্যরূপা তুষ্টিশ্চ জায়তে। প্রকারান্তরেণ ভাগবতে। ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈব ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ অর্থশ্চায়ম্। প্রপদ্যমানস্য হরিং ভজতঃ পুংসঃ ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা পরেশানুভবঃ প্রেমাস্পদভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তিঃ তয়োর্নিবৃত্তস্য ততোঽন্যত্র গৃহাদিষু বিরক্তিঃ ইত্যেষ ত্রিকঃ এককালঃ ভজনসমকাল এব স্যাৎ যথাশ্নতো ভুঞ্জানস্য তুষ্টিঃ সুখং পুষ্টিরুদরভরণং ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চানুগ্রাসং স্যুঃ। ভক্ত্যাদীনাং তু তুষ্ট্যাদয়ঃ ক্রমেণৈব দৃষ্টান্তাঃ জ্ঞেয়াঃ। উত্তরত্রাপ্যেতৎ ক্রমেণৈব। ভক্তিতুষ্ট্যোঃ সুখৈকরূপত্বাৎ। পুষ্ট্যনুভবয়োরাত্মভরণৈকরূপত্বাৎ। ক্ষুদপায়বিরক্ত্যোঃ শান্ত্যেকরূপত্বাৎ। যদ্যপি ভুক্তবতোঽন্নেঽপি বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে ভগবদনুভবিনস্তু বিষয়ান্তর এবেতি বৈধর্ম্ম্যং তথাপি বস্ত্বন্তরবৈতৃষ্ণ্যাংশ এবাত্র দৃষ্টান্তো গম্যতে॥ ১৩॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

শ্রীদশমূল-চতুষ্টয়

(১)

শ্রীআম্নায়-দশমূল

প্রমাণম্

১ ওঁ অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগিত্যাদি। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি।

১। 'ওঁ অস্য……বেদমিত্যাদি।' (বৃঃ আঃ ২।৪।১০) —মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা—সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ।

প্রমেয়ম্

সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনমূলকং নব প্রমেয়ম্

কৃষ্ণঃ। ২ তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি। একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিত্যাদি।

উপনিষৎ-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক-শব্দে ঋষিগণকৃত অনুষ্টুবাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্রশব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থ-সূত্র-সকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্র-সম্বন্ধে আচার্য্যগণকৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই আম্নায়-শব্দে কথিত। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'তন্ত্বৌপনিষদং……পৃচ্ছামি।'—আমি উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'শ্যামাচ্ছবলং……প্রপদ্যে।' (ছাঃ ৮।১৩।১)—শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণ-প্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসার-ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্'—এক অদ্বয়বস্তু শক্তি-পরিণতি-ক্রমে বহুপ্রকারে দৃষ্ট হন।

সম্বন্ধঃ

কৃষ্ণশক্তিঃ। ৩

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী-জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

৩। 'ন তস্য······ক্রিয়া চ' (শ্বেঃ ৬।৮)—সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ। অতএব, জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়-রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা-বিশিষ্ট। এইরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না; যেহেতু, তাহা অবিচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অবি-চিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য-শক্তির নাম পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

কৃষ্ণধামরসঃ। ৪ দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। রসো বৈ সঃ।

জীবঃ। ৫ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্ন-স্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ॥

৪। 'দিব্যে ব্রহ্মপুরে······প্রতিষ্ঠিত ইতি।' (মুঃ ২।২।৭) —অপ্রাকৃত ব্রহ্মপুর পরব্যোম-ধামে এই পরমাত্মা নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

'রসো বৈ সঃ।' (তৈত্তিঃ ২।৭)—পরমতত্ত্বই রস। রসতত্ত্বের স্বরূপ এই—শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তিক্রমে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি যখন রতিরূপা হয়, তখন তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। সেই স্থায়ী ভাবে যখন যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী সামগ্রীরূপ ভাব সংযুক্ত হইয়া স্থায়ী ভাবরূপ রতিকে স্বাদ্যস্বরূপ কোন চমৎকার অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

মায়াবদ্ধজীবঃ। ৬

তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥

বদ্ধঃ মুক্তঃ জীবঃ। ৭

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

৫। 'যথাগ্নেঃ.....ব্যুচ্চরন্তি।' (বৃঃ আঃ ২।১।২০)—অগ্নির যেরূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'তস্য বা এতস্য......লোকস্থানঞ্চ' (বৃঃ আঃ ৪।৩।৯)—সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়-জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থান-স্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব উভয়স্থানই দেখিতে পান। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৬। 'তস্মিংশ্চান্যো.....সন্নিরুদ্ধঃ।' (শ্বেঃ ৪।৯)—সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়াকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৭। 'সমানে বৃক্ষে...বীতশোকঃ ॥' (মুঃ ৩।১।২ ; শ্বেঃ ৪।৭)—সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া

পরস্পর-সম্বন্ধঃ । ৮ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগদিতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি চ ইত্যাদি ॥

শোক করিতে করিতে পতিত হন। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পা'ন, তখন বীতশোক হইয়া জীব তাঁহার মহিমা লাভ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৮। 'ঈশাবাস্যমিদং···জগৎ।' ইত্যাদি (ঈশঃ ১)—জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তি-সম্বন্ধযুক্ত। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তি-সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীর-যাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সে সকলই ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যতো বা······সংবিশন্তি' ইত্যাদি। (তৈত্তিঃ ৩।১) —'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে', এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদানকারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা-কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে',—এই বাক্যদ্বারা করণকারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ-

অভিধেয়ং নববিধাঃ। ৯ — আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদি ॥

প্রেম প্রয়োজনং। ১০ — যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যামিতি। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥

দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ...নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬)—অয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং নিরন্তর একান্তভাবে ধ্যান করিতে হইবে।

১০। 'যেনাহং নামৃতা···কুর্য্যা' ইতি (বৃঃ আঃ ২।৪।৩)—মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব, তাহার দ্বারা কি করিব?' 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' (তৈত্তিঃ ২।৭)—সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)। 'আনন্দং ব্রহ্মণো...... কুতশ্চন।' (তৈত্তিঃ ২।৪)—সেই পরব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইয়া কেহ কখনও গর্ভবাসাদি দুঃখ হইতে ভীত হয় না।

(২)

শ্রীভগবদ্‌গীতা-দশমূল

প্রমাণং বেদশাস্ত্রং ১

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ।
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ ২

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

১। 'বেদ্যং······যজুরেব চ।' (গীঃ ৯।১৭)—আমিই পবিত্র ওঙ্কার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং······ইহার্হসি॥' (গীঃ ১৬।২৪)—অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

২। 'মত্তঃ······গণা ইব॥' (গীঃ ৭।৭)—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ

কৃষ্ণশক্তিঃ ৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

গাঁথা থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করে। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৩। 'ভূমিরাপোঽনলো·····প্রলয়স্তথা॥' (গীঃ ৭।৪-৬)—ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানের নামই ভগবজ্ জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই যে, 'আমি—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তি-সম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাহার স্বরূপ নাই,—সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য জগৎসম্বন্ধি-তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য'স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই 'নিত্য', তাহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—

'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা-শক্তি'ও বলা যায়; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটি তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি 'মহাভূত' এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র;—এই প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্য্য-ভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক' তত্ত্ব। এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত।

এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা-প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ,—এই উভয় জগতের 'উপযোগী' বলিয়া জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা যায়।

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ—এই দুই প্রকৃতি হইতেই নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপে আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

কৃষ্ণরসঃ ৪

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

৪। 'অব্যক্তং……অনুত্তমম্ ॥' (গীঃ ৭।২৪)—যাহারা নির্ব্বিশেষবুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'অবজানন্তি……মহেশ্বরম্ ॥' (গীঃ ৯।১১)—আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময়, আমারই অনুগ্রহে আমার শক্তি সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি—সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড় জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, তাহাও কেবল আমার অনুগ্রহ ও শক্তিপ্রভাবমাত্র। আমি —জড়-বিধিসকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্য-

জীবঃ ৫

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥

স্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করেন, উহা—তাহাদের মায়াবদ্ধা বুদ্ধির কার্য্য-মাত্র; আমার পরমভাব তাহা নয়। আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমাকারস্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি—যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল আমার অচিন্ত্য শক্তিক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকসমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; অতএব, অবিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারা আমাকে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দতনু' বলিয়া বুঝিতে পারেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৫। 'মমৈবাংশো......সনাতনঃ।' (গীঃ ১৫।৭)—আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ—দ্বিবিধ, অর্থাৎ

বদ্ধজীবঃ ৬

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ; স্বাংশক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদিরূপে লীলা প্রকাশ করি ; বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কররূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ-প্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে ; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহঙ্কারের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা— মুক্তদশা ও বদ্ধদশা ; উভয় দশায়ই জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধশূন্য। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৬। 'শরীরং......ইবাশয়াৎ॥' (গীঃ ১৫।৮)—মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নহে। জীব এই স্থূল শরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে সে সেই শরীর-সম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের

আশয় পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব সূক্ষ্মভূত-সহকারে একটী স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

'ন মাং দুষ্কৃতিনো......ভাবমাশ্রিতাঃ ॥' (গীঃ ৭।১৫)—দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা—'মূঢ়', 'নরাধম', 'মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান' ও 'আসুর-ভাবাশ্রিত'-ভেদে চারি প্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণই মূঢ় ; ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসঙ্কল্প। 'নরাধম' শব্দে মানবগণের হৃদ্‌গত উচ্চভাবরহিত নিরীশ্বরনৈতিক ও কল্পিত-ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কার্য্যবিৎ পুরুষ-গণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান' পুরুষ,—যাহারা চিদ্‌বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্টমত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই আসুরভাবাশ্রিত, যাহারা দম্ভাহঙ্কার, স্বার্থ, ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত সাধুদিগকে হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপবাক্য এই যে, যাহারা সর্ব্বসময়েই সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য তাহারাই 'দুষ্কৃত'। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

মুক্তিঃ ৭

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

৭। 'মামুপেত্য......পরমাং গতাঃ॥' (গীঃ ৮।১৫)—মহাত্মা ভক্ত যোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী......তরন্তি তে॥' (গীঃ ৭।১৪)—এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-দ্বারা বা অন্য দেবতা-প্রপত্তি-দ্বারা মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন না।
(শ্রীভক্তিবিনোদ)

মায়া-জীবেশ্বর-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

৮। 'ময়া ততমিদং⋯ ⋯ভূতভাবনঃ॥' (গীঃ ৯।৪-৫) —অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি-স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি; চৈতন্যস্বরূপ আমাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়; আমি—পূর্ণ বিভুচৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন; কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব।

যেহেতু আমি বলিলাম যে,—আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত; যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে আমার

অভিধেয়ম্। ৯

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান করিয়া আমার শক্তিকার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। 'মহাত্মানস্তু......উপাসতে॥' (গীঃ ৯।১৩-১৪)—হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎ-প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারাই মহাত্মা; তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ-ফলদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদ-রূপ শুষ্কজ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজন করেন।

সেই বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক,

প্রয়োজনম্। ১০

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়-ব্রত হইয়া অর্থাৎ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি ব্রতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসার-নির্ব্বাহকালে ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন।
(শ্রীভক্তিবিনোদ)

১০। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো……বহাম্যহম্॥' (গীঃ ৯।২২) —তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যের (ত্রয়ীর) উপাসক-সকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহ-যাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং পালন-কার্য্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগবিহিত বিষয়সমূহ

স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়-ভোগ অনায়াসে হয়; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব, ভক্তদিগের কামনা না থাকিলেও আমি তাঁহাদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করি; আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু প্রতীকো-পাসকেরা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করত পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়; তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তগণের কিছু-মাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু, তাঁহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাবমোচন সম্পাদন করি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'সমোঽহং……চাপ্যহম্ ॥' (গীঃ ৯।২৯)—আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি;—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

(৩)

শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল

প্রমাণং বেদশাস্ত্রম্। ১

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসঞ্জিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ। ২

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥

১। 'কালেন নষ্টা······মদাত্মকঃ ॥' (ভাঃ ১১।১৪।৩)—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ-ভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

কৃষ্ণশক্তিঃ। ৩

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নমুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥

২। 'যদ্দর্শনং······আত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥' (ভাঃ ১২।৮।৪৯) হে ভগবন্! একমাত্র বেদেই ভবদীয় রহস্য-প্রকাশক জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্যযোগাদি মার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয় স্বরূপ-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদি-বাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিরূপ (অনুরূপ নহে) বা প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপ-জ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করিতেছি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

কৃষ্ণরসঃ। ৪

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা
স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

৩। 'যচ্ছক্তয়ো······অনন্তগুণায় ভূম্নে॥' (ভাঃ ৬।৪।৩১)—প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সম্বাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা পুরুষকে আমি নমস্কার করি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যো বা······শক্তিধাম্নঃ॥' (ভাঃ ১১।৪।২)—অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণ। যিনি তাহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি। ভূমির রেণুসকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও অখিলকালে অখিলশক্তি-ধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে পারা যায় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৪। 'মল্লানামশনিঃ······সাগ্রজঃ॥' (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)—অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয়। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গে উপস্থিত হইলেন,

জীবঃ। ৫

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥

তখন যাহার যে রস সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীররসপ্রিয় মল্লসকল দেখিল যে, সাক্ষাদ্ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদিত হইলেন। মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন। সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল স্বজন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত্ত অসদ্‌রাজসকল শাসনকর্ত্তৃ-রূপে কৃষ্ণকে দেখিল। পিতা-মাতা অতি সুন্দর শিশু দর্শন করিলেন। ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিল। শান্তরসের পরম-যোগিসকল পরতত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'একস্যৈব……তথেতরঃ॥' (ভাঃ ১১।১১।৪)—ভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব! হে মহামতে! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদি বিদ্যাকর্ত্তৃক মুক্ত হন। এস্থলে অংশ শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্‌বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের

ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না; সেরূপ অংশ হইলে মূলবস্তু খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ যেরূপ জ্বালিত হয়, সেরূপ অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণপ্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক-মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুইপ্রকার;—একপ্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বমহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশলক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব-স্ব-কার্য্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম্ম পায় না। জীব বিভিন্নাংশ। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

বদ্ধজীবঃ। ৬

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥

জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৭

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥

৬। 'সুপর্ণাবেতৌ·····ভূয়ান্॥' (ভাঃ ১১।১১।৬)—এই সংসারবৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পর সদৃশ ও সখারূপ দুইটী পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী পিপ্পলফল-রূপ অন্ন খাইতেছেন। অপর পক্ষীটী অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীয়ান্। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৭। 'আত্মনমন্যঞ্চ·····নিত্যমুক্তঃ।' (ভাঃ ১১।১১।৭)—অপিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে ও অন্য পক্ষীটীকে জানেন। পিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে বা অন্য পক্ষীটীকে জানেন না। পিপ্পলাদ পক্ষী অবিদ্যাযুক্ত আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ।

জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

অপিপ্পলাদ বিদ্যাময়; অতএব নিত্যমুক্ত। অপিপ্পলাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন; আর তাঁহার পিপ্পল ফল খাইতে হয় না। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৮। 'অহমেবাসমেবাগ্রে······সোঽস্ম্যহম্॥' (ভাঃ ২।৯।৩২)—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ-সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'ঋতেঽর্থং .... যথা তমঃ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৩)—পূর্ব্বশ্লোকে পরম-তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু, স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। সেই মায়া-তত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। স্বরূপ-তত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপ-তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়া-বৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দু'টী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতর বস্তু দুইরূপে প্রতীত হয়,—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে 'তমঃ' অর্থাৎ 'অন্ধকার' বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ-স্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব, ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব; এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই,—আত্ম-তত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ-ব্যতীত ইতর-স্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা

'মায়া' এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম, অজ্ঞান ও মায়া। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'যথা মহান্তি ভূতানি···ন তেষ্বহম্ ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৪)—যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল জগৎকে প্রকাশ করত তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার, চিদ্বিগ্রহের কিরণ-পরমাণু-স্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমল প্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং······সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥' (ভাঃ ২।৯।৩৫)—যিনি আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক-দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য,

অভিধেয়ম্। ৯

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়
উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্‌গুরুচরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

৯। তস্মাদ্ গুরুং......উপশমাশ্রয়ম্॥' (ভাঃ ১১।৩।২১) কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শাব্দে অর্থাৎ শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন,

তিনিই সদ্‌গুরু। শাস্ত্রজ্ঞ এবং শুদ্ধভক্তই সদ্‌গুরু। বিশেষ-রূপে জানিয়া সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

'শ্রবণং কীর্ত্তনং……আত্মনিবেদনম্ ॥' (ভাঃ ৭।৫।২৩) শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই (কয়টাই) নবলক্ষণা ভক্তি। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'বিক্রীড়িতং……অচিরেণ ধীরঃ ॥' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)—যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূ-দিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা ভক্তি লাভ করত হৃদ্‌রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।' (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

প্রয়োজনম্। ১০

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

১০। 'স্মরন্তঃ…তনুম্ ॥' (ভাঃ ১১।৩।৩১)—অঘসমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সঞ্জাত প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত…নির্বৃতাঃ ॥' (ভাঃ ১১।৩।৩৩)—শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয়-

তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয়-পরিষ্কৃতির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্ট ভাবলক্ষণ বলিতেছেন। কৃষ্ণের সুভদ্রলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও লৌকিক-চেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় সুগীত মধুসূদন, মুরারি প্রভৃতি নাম বিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। এস্থলে স্বল্প হৃদয়-বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি। (শ্রীভক্তি-বিনোদ)

'ন পারয়েঽহং···প্রতিযাতু সাধুনা॥' (ভাঃ ১০।৩২।২২) —হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহু জীবনেও আমি নিজ সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব, তোমরা নিজকার্য্যদ্বারা পরিতুষ্ট হও। (শ্রীভক্তিবিনোদ)

শ্রীচরিতামৃত-দশমূল

প্রমাণং বেদশাস্ত্রম্ । ১ — বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪)

সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ । ২ — পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২১।৩৪)

কৃষ্ণ-শক্তিঃ । ৩ — কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন প্রধান ।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫০)

রসঃ । ৪ — কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৬)

জীবঃ । ৫ — বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯)

বদ্ধ- কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
জীবঃ। ৬ এই দোষে মায়া-পিশাচী গলায় বাঁধিল॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

মুক্তিঃ। ৭ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪-১৫)

জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪ ; মঃ ২০।১০৮)

অভিধেয়ম্। ৯

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮ ; মঃ ২২।৫)

প্রয়োজনম্। ১০

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হইতে প্রেমা হয়।
সেই প্রেমা—প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৯ ; মঃ ২৩।১৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

(প্রথম গুটি)

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ?

উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য আমাদিগকে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করিব।

প্র। গুরু-পরম্পরা কাহাকে বলে ?

উ। গুরুদিগের আদিগুরু—ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদিকবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্য-

ক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি?

উ। তাহাদের নাম যথা—

(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

(২) তিনি অখিল-বেদবেদ্য

(৩) বিশ্ব—সত্য

(৪) ভেদ—সত্য

(৫) জীব—শ্রীহরিদাস

(৬) জীবসকলের অবস্থাভেদে তারতম্য

(৭) ভগবচ্চরণপ্রাপ্তির নাম মোক্ষ

(৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু

(৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'—এই তিনটী প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রশ্ন। ভগবান্ কে?

উত্তর। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট

এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ পরশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের ভক্তি-বৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম—ভগবান্।

প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার?

উ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু, সেই শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট; তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে পরা শক্তি বলা যায়। যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম সেই শক্তির দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্র। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন?

উ। ভগবান্ একটী বস্তু এবং শক্তি একটী বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অপৃথক্।

প্র। ভগবান্ যদি একমাত্র পরমতত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন?

উ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগবানের নিত্য গুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের স্বল্প প্রকাশ অনুসারে ভগবৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রধান-প্রকাশ, সেখানে

পরব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার ?

উ। স্বরূপ—একই প্রকার চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্ব্বাকর্ষক, লীলাময় ও বিশুদ্ধপ্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয়-ভেদসকলকে নানাপ্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই নিত্যানন্দস্বরূপ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি ?

উ। চিজ্জগতের মধ্যে পরমরমণীয় বিভাগের নাম —শ্রীবৃন্দাবন ; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য-শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভ হয়। সেই লীলায় শোক, ভয় বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অজস্র চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি ?

উ। প্রতিবন্ধক দুইটী—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধি।

প্র। জড়বুদ্ধি কি ?

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কর্ম্ম যে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবনধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে ; কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন ভাগে বিভাগ করে ; নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে ; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে ; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না ; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর কর্ম্মকে 'কর্ত্তব্য' মনে করে।

প্র। নির্ব্বিশেষবুদ্ধি কি ?

উ। যে ধর্ম্মদ্বারা জড় জগতে দ্রব্যসকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাহাকে 'বিশেষ' বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবা-মাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়ে ; তিনি আর বস্তুভেদ দেখিতে পান না ; অগত্যা আপনাকে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয়াবস্থায় নীত করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না ; চিৎসুখ-রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিন্ময়বিশেষ-সম্পন্ন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্য-(যুক্ত) প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল ?

উ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড়ধর্ম্মাধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা—শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত, শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীবহৃদয়ে উদয়—কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপার কৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাতে জড়যুক্তিদ্বারা দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হয়, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে জীবের রসলাভ হয় না।

প্র। বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কি হইবে?

উ। অন্যান্য ধর্ম্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অবশেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। খণ্ডধর্ম্ম-সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্যবুদ্ধিই জীবের চরম জ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়

তিনি অখিলবেদ-বেদ্য

প্রশ্ন। ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে জানা যায় ?

উত্তর। জীবের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্র। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান কি ?

উ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব; তাহা চিদ্‌বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য; তাহাকেই 'বেদ' বা 'আম্নায়' বলে। বদ্ধজীবের সহিত সেই সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র।

প্র। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় কি না ?

উ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অতীত; তজ্জন্যই তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্ব্বদাই ভগবত্তত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্র। যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হন, তবে

আমাতেও যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি ?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্ব্বজীবের শুদ্ধসত্তায় আছে। বদ্ধসত্তার তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধকস্বরূপে লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্র। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্—ভক্তিগ্রাহ্য ; তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব ?

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম 'ভক্তি' ; পরতত্ত্বের সম্বেদনকে কেহ 'জ্ঞান' বলেন, কেহ 'ভক্তি' বলেন।

প্র। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন ?

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন ; তাহা ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞান ও তদ্ব্যতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্র। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ?

উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ বই আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্ম্মসকলও চরমে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ অবস্থায় বিষয় ও নির্ব্বিষয় উভয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে; অতএব তিনি অখিল-বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব—সত্য

প্রশ্ন। কেহ বলেন—এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়া-নির্ম্মিত। ইহাতে বাস্তব কথা কি?

উত্তর। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। 'সত্য', ও 'নিত্য' এই দুইটী বিশেষণের অর্থ—পৃথক্; বিশ্ব নিত্য নয়, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন সময় নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরতা বুঝাইবে।

প্র। মায়া কি?

উ। ভগবানের যে একমাত্র পরশক্তি আছে, তাঁহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট তিনটী বিক্রমের

পরিচয় আছে। সেই তিনটী বিক্রম—(১) চিদ্‌বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্‌বিক্রম হইতে ভগবত্তত্ত্বের স্বীয় স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ। জীববিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াছে; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ—সত্য

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্যপদবাচ্য, তখন তাঁহাদের ভেদ কি কাল্পনিক?

উত্তর। না। ভগবান্—বিভুচৈতন্য এবং জীব—অণু-চৈতন্য, তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ভগবান্—স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্র। ভেদ কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্র। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার?

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্র। তাত্ত্বিক-ভেদ কি প্রকার?

উ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে 'তাত্ত্বিক' ভেদ বলে।

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহা 'ব্যবহারিক,' না 'তাত্ত্বিক'?

উ। তাত্ত্বিক।

প্র। কেন?

উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্র। তবে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায়?

উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, 'তুমি জীব, জড়-জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, তুমি বিভুচৈতন্য।'

প্র। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা যাইবে না?

উ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়;

ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্র। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়?

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ-তত্ত্বসকলই সামঞ্জস্য লাভ করে; ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্র। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয়?

উ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্য-'ভেদাভেদ-মত'ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্র। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত?

উ। নির্ব্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না।

প্র। সবিশেষবাদ কাহার মত?

উ। সবিশেষবাদ—সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত।

প্র। বৈষ্ণবদিগের কয়টী সম্প্রদায়?

উ। চারিটী সম্প্রদায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত।

প্র। ইঁহাদের মতে কি কি বিষয়ের ভেদ ?

উ। ইঁহাদের মতের বাস্তব ভেদ নাই; ইঁহারা সকলে সবিশেষবাদী। ইঁহারা কেবল-অভেদবাদ মানেন না। ইঁহারা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবচ্ছক্তি স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ—নিতান্ত অন্ধমত; তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই মত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ্য বস্তু—বিশেষণান্বিত, অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে কেবল-অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতকে তিরস্কার-পূর্ব্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্র। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন ?

উ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, কেবল-অদ্বৈত-বাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অন্য তিন মতের কোন

প্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে মতে, যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব—শ্রীহরিদাস

প্রশ্ন। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি?

উত্তর। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্র। জীবের বৈধর্ম্ম্য কি?

উ। অভেদবাদ স্বীকারপূর্ব্বক স্বীয় নির্ব্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। সে সমস্ত কার্য্যকে কেন বৈধর্ম্ম্য বলি?

উ। জীব—চিন্ময়; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম—আনন্দ বা প্রীতি। নির্ব্বিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ-(বৈশেষিক) বাদে জীবের চিদ্ধর্ম্মের বিশেষ হানি। নির্ব্বিশেষবাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। জড়গত সুখ কাহারা অন্বেষণ করেন?

উ। কর্ম্মজড় পুরুষগণই কর্ম্মমার্গে স্বর্গাদি জড়সুখ অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাহারা অন্বেষণ করেন?

উ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহারা এবং ষড়ঙ্গ-যোগিগণ বিভূতিফলে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়জগতের সুখ বা নির্ব্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল?

উ। জীবের নিজসুখ রহিল। প্রাগুক্ত দুই প্রকার সুখই সোপাধিক; নিজসুখানুভূতিই নিরুপাধিক।

প্র। নিজসুখানুভূতি কি?

উ। জড়সম্বন্ধরহিত জীবের যে শুদ্ধচৈতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ, তাহাই নিজসুখ।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের তারতম্য

প্রশ্ন। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে?

উত্তর। তারতম্য আছে।

প্র। কতপ্রকার তারতম্য আছে?

উ। দুইপ্রকার তারতম্য—স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত তারতম্য।

প্র। জীবের উপাধি কি ?

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি।

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল ?

উ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহাদের কৃষ্ণসাম্মুখ্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে স্বার্থ মনে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্ম্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবদ্ধ হইলেন।

প্র। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; কেন তাহা না করিলেন ?

উ। এবিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত, তাহা হইলে জীবের স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত; তাহাতে চিদ্বস্তুর যে স্বতন্ত্রানন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্র। জীবের স্বরূপ কি ?

উ। জীব চিদ্বস্তু; আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। পঞ্চপ্রকার। চিজ্জগতে যে পাঁচটী নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্র। পাঁচ প্রকার রস কি কি ?

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্র। ঐ পাঁচটী শব্দের অর্থ বলুন।

উ। (১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণানুরক্তির নাম—শান্তরতি; (২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—দাস্যরতি; (৩) সম্বন্ধযুক্ত, সম্ভ্রমহীন, অথচ বিশ্রম্ভযুক্ত কৃষ্ণানুরক্তির নাম—সখ্যরতি; (৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—বাৎসল্যরতি এবং (৫) সৌন্দর্য্যযুক্ত রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম—শৃঙ্গার-রতি।

প্র। রতি ও রসে ভেদ কি?

উ। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-(চতুষ্টয়) যোগে রতি পুষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার?

উ। তিন প্রকার; যথা—(১) আচ্ছাদিত-চেতন জীব, যেমন বৃক্ষাদি; (২) সঙ্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী; (৩) মুকুলিত-চেতন জীব, যেমন ভক্তিশূন্য নর।

প্র। মুক্ত ও বদ্ধবিচারে জীব কত প্রকার?

উ। তিন প্রকার; যথা—(১) নিত্যমুক্ত অর্থাৎ জড়াতীত; (২) বদ্ধমুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে, কিন্তু আবদ্ধ নয়; (৩) নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ।

প্র। ইহার মধ্যে কাহারা নিত্যবদ্ধ ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ।

প্র। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার ?

উ। দুই প্রকার—(১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধন-ভক্ত; (২) পূর্ণবিকচিত-চেতন অর্থাৎ (স্থায়ী) ভাবভক্ত।

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে ?

উ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে ?

উ। চিজ্জগতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্র। মুকুলিতচেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার ?

উ। অনেক প্রকার; তত্ত্বলাঘব-প্রক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে ছয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—

(১) অসভ্য মূর্খ নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

(২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি-সম্পন্ন নর—যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন—ম্লেচ্ছাদি।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর-নীতিপরায়ণ নর, যেমন—বৌদ্ধাদি।

(৪) কল্পিত-ঈশ্বরবাদ-(বিশ্বাস) যুক্ত নীতি-পরায়ণ; যেমন—কর্ম্মবাদিগণ।

(৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

(৬) নির্ব্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্র। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপযোগিতার তারতম্যানুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-লাভই—মোক্ষ

প্রশ্ন। মোক্ষ কত প্রকার?

উত্তর। লোকে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযুজ্যনির্ব্বাণ ও একত্ব-নামলব্ধ যে মোক্ষ-চিন্তা, তাহা নির্ব্বিশেষবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ; জীবের তাহা চিন্তনীয় নয়; ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা একপ্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদাভেদই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক-একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি?

উ। বিশুদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি।

প্র। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়লাভকে কেন মোক্ষ বলিব?

উ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সম্বন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচন-কার্য্যটী ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া ফলদান করত পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণচরণামৃতপানানন্দই নিত্যফলরূপে অবস্থিত; অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব?

প্র। একটী উদাহরণ দিয়া বলুন।

উ। দীপ প্রজ্বলিত হওয়া ও অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকার-নাশ—মোক্ষস্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃতস্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য; আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, কোন সময় হইয়া থাকে; আলোক-প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব।

নবম অধ্যায়

অমল কৃষ্ণভজনই—মোক্ষজনক

প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতলাভরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায়?

উত্তর। অমল কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণামৃত লাভ হয়।

প্র। অমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে ?

উ। জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণসান্মুখ্য লাভের জন্য যে সাধ্যমত মলশূন্য ভজন করেন, তাহারই নাম অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। কৃষ্ণ-ভজনের মল কি কি ?

উ। ভোগবাঞ্ছা, নির্ব্বিশেষগতি-বাসনা ও সিদ্ধিকামনা —এ' তিনটী ভজন-মল।

প্র। ভোগবাঞ্ছা কাহাকে বলে ?

উ। ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখভোগ, পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ও শুষ্কবৈরাগ্যগত শান্তিসুখ, এই তিনপ্রকার ভোগবাঞ্ছা।

প্র। ইন্দ্রিয়-বিষয়-ত্যাগ, পরকালে সুখজনক ধর্ম্মত্যাগ ও বৈরাগ্য বিসর্জ্জন করিলে কিরূপে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং বিষয়াগ্রহজনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে ?

উ। ইন্দ্রিয়বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গল-জনক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না এবং শান্তিজনক বৈরাগ্যকে অনাদর করিতে হইবে না। তত্তদ্বিষয়ে যে ভোগবাঞ্ছা ও আগ্রহ তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

প্র। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় ?

উ। 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পর্য্যন্ত সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কার্য্য কর। ঐসকল কার্য্য এইরূপে

কর, যেন তদ্দ্বারা তোমার কৃষ্ণ-ভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের সুন্দর সাহায্য হয়; কোন প্রকারেই যেন তদ্দ্বারা ঐ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা না হয়। যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের দ্বারা ভক্তিবৃত্তির পুষ্টি কর; তাহা হইলে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোন্নতির সাধক হইবে।

প্র। জড়ীয় কর্ম্মসমূহই চিত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা করিতে গেলে কিরূপে চিৎস্বভাবের পুষ্টি হইবে?

উ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তি-জনিত ভাববিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত কর; কৃষ্ণ-প্রসাদ-সেবন, কৃষ্ণগুণানু-কীর্ত্তন, কৃষ্ণচরণ-স্পৃষ্ট তুলসীচন্দন আঘ্রাণ, কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণসম্বন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর স্পর্শন ও কৃষ্ণদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াসকলদ্বারা তোমার আত্মার কৃষ্ণানুরক্তি উদ্দীপিত কর। ক্রমশঃ সকল কর্ম্মই কৃষ্ণার্পিত হইলে তাহারা ভাবোদয়ের বাধক না হইয়া সাধক হইয়া পড়িবে।

প্র। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করি এবং অভ্যাসদ্বারা বাসনা নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে জ্ঞান-সমাধিক্রমে কৃষ্ণ-ভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে কি না?

উ। না। চিত্তগতরাগ ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আছে, যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট; যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটী সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে পর্য্যন্ত রাগ পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিবে না। রাগের স্রোতোমুখে যদি উৎকৃষ্ট বিষয় রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদ্গত হইয়া পড়িলে পূর্ব্ব-বিষয় সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্ব্বে যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাই অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। তবে সমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলি?

উ। কর্ম্মাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-মুক্তিবাঞ্ছার সহিত যে কৃষ্ণভজন তাহা 'সমল'; তদ্দ্বারা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না।

প্র। অমল কৃষ্ণভজনের সংক্ষেপ ব্যবস্থা বলুন।

উ। নিষ্পাপভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্য্যে যাহা কিছু ন্যায়পর হইয়া করা যায়, তাহাকে কৃষ্ণভক্তির সহকারি-রূপে 'গৌণী ভক্তি' বলিয়া অবলম্বন কর, যে কিছু অবসর পাও তাহাতে কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কর।

প্র। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি?

উ। নয় প্রকার; যথা—(১) শ্রবণ; (২) কীর্ত্তন; (৩)

কৃষ্ণস্মরণ ; (৪) পাদসেবন ; (৫) অর্চ্চন ; (৬) বন্দন ; (৭) দাস্য ; (৮) সখ্য ; (৯) আত্মনিবেদন।

প্র। এ সকল অনুশীলনদ্বারা কি হইবে?

উ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে।

প্র। প্রেম কি?

উ। বাক্যের দ্বারা বলা যায় না ; তাহা রস ; অতএব আস্বাদনদ্বারা অবগত হও।

প্র। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য?

উ। বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, কর্ম্মজড়তা, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্ক-জ্ঞান ও অপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হয়।

প্র। বিকর্ম্ম কতগুলি ও কি কি?

উ। বিকর্ম্ম অনেক প্রকার ; নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবল পাপ, যথা—(১) দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, (৩) ক্রূরতা, (৪) জীবহিংসা, (৫) পরস্ত্রীলোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরদ্রব্য-লোভ, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব্ব, (১২) চিত্তবিভ্রম, (১৩) অপবিত্রতা, (১৪) জগন্নাশ-কার্য্য ও (১৫) পরের অপকার।

প্র। অকর্ম্ম কি কি?

উ। নাস্তিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব।

প্র। কর্ম্ম কি?

উ। পুণ্যকর্ম্ম-সকলকে কর্ম্ম বলে ; পুণ্যকর্ম্ম অনেক প্রকার,তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান—(১) পরোপকার, (২) গুরুজনের সেবা, (৩) দান, (৪) জগদ্‌বৃদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রতা, (৭) সরলতা, (৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্য্য করা, (১১) যুক্তবৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার।

প্র। কর্ম্মজড়তা কি ?

উ। পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যে জড়ীয় লাভ হয়, তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া চিদুন্নতির যত্ন হইতে পরাঙ্মুখ হওয়ার নাম কর্ম্ম-জড়তা।

প্র। শুষ্ক বৈরাগ্য কি ?

উ। চেষ্টা করিয়া যে বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু-বৈরাগ্য ; ভক্তি বৃদ্ধি হইলে যে বৈরাগ্য স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরক্তি—'যুক্তবৈরাগ্য'।

প্র। শুষ্কজ্ঞান কি ?

উ। যে জ্ঞান চিত্তত্ত্বের বিশেষকে দেখিতে না পায়, তাহার নামই শুষ্কজ্ঞান।

প্র। অপরাধ কত প্রকার ?

উ। অপরাধ দুই প্রকার—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

প্র। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি প্রকার ?

উ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করত শুদ্ধজ্ঞান-লাভপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে অমল ভজন হয়।

দশম অধ্যায়

শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান—তিনটী প্রমাণ

প্রশ্ন। প্রমাণ কি?

উত্তর। যাহাদ্বারা সত্য নিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে।

প্র। প্রমাণ কয় প্রকার?

উ। তিন প্রকার।

প্র। কি কি?

উ। শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্র। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলি?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানাবতারস্বরূপ অখিল-বেদই শব্দ-প্রমাণ,—ইহাই সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠ; যেহেতু ঐ প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

প্র। কেন প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা 'ঈশ্বর ও পরলোক' লক্ষিত হয় না?

উ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; অনুমান

কেবল তদ্দৃষ্টে কোন প্রকার ব্যাপ্তি-বোধ। ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান করিতে পারে।

প্র। তবে পরমার্থতত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি ?

উ। শব্দপ্রমাণ-দ্বারা যাহা লব্ধ হয় তাহার পারিপাট্য-সিদ্ধিকার্য্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্য্যকারক হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(দ্বিতীয় গুটি)

শ্রীহরিনাম

পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও পরাধীন। একমাত্র ভগবান্ই জীবের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। জীব অণুচৈতন্য, অতএব পরম-চৈতন্যের অধীন ও সেবক। পরমচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ই জীবের আশ্রয়। এই জড়জগৎ মায়া-নির্ম্মিত। জড়জগতে জীবের অবস্থিতি কেবল দণ্ড্যজনের কারাবাস। ভগবদ্-বৈমুখ্যবশতঃ জীবের মায়া-সংশ্রব। ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীবই মায়াবদ্ধ। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত।

বদ্ধজীবগণ সাধনক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ় রজ্জু ছেদ করিতে সক্ষম হন। মহর্ষিগণ অনেক বিচার করিয়া তিন প্রকার সাধন নির্ণয় করিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মাঙ্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঐ সমস্ত কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল সেই সমুদায় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ফলগুলি পৃথক্ করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে,—স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখ-ভোগ, সামর্থ্য, রোগশান্তি ও উচ্চকার্য্যে অবকাশ, ইহারাই প্রধান ফল। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিকে পৃথক্ করিলে আর সমস্ত ফলই মায়িক বলিয়া প্রতীত হইবে। স্বর্গভোগ, মর্ত্ত্যসুখভোগ, ঐশ্বর্য্যাদি সামর্থ্য, যাহা কর্ম্মদ্বারা জীব লাভ করে, সে সমুদায় নশ্বর। ভগবানের কালচক্রে সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইসকল ফলদ্বারা মায়াবন্ধ বিনাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাহা কালক্রমে বাসনা-যোগে আরও দৃঢ় হইতে থাকে। উচ্চকার্য্যের অবকাশরূপ ফলটিও, যদি উচ্চকার্য্য বাস্তবিক করা না হয়, তবে নিরর্থক হইয়া উঠে; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাব-অনুসারে সাংসারিক ও শারীরিক কর্ম্মের বিভাগদ্বারা অনায়াসে মানবের সংসার ও শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তাহা হইলে হরিকথা আলোচনার অনেক অবকাশ লাভ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উক্তরূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও হরিচর্চ্চার দ্বারা হরিকথায় রতি না লাভ করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্যটি কেবল পরিশ্রমমাত্র। কর্ম্মদ্বারা নিশ্চয়-রূপে ভবসিন্ধু পার হওয়া যায় না, ইহা সংক্ষেপে বলিলাম।

জ্ঞানচর্চ্চা জীবের উচ্চগতি-লাভের সাধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানের ফল আত্মশুদ্ধি। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় জীব জড়াশ্রিত হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আমি জড় নই, চিদ্বস্তু। এরূপ জ্ঞান স্বভাবতঃ 'নৈষ্কর্ম্ম্য' নামে অভিহিত হয়। যেহেতু চিদ্বস্তুর নিত্যধর্ম্ম যে চিদাস্বাদন, তাহা তাহাতে আরম্ভ হয় না। এ অবস্থার ব্যক্তিই আত্মারাম। কিন্তু যখন চিদাস্বাদনরূপ চিৎক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন আর নৈষ্কর্ম্ম্য থাকে না। এইজন্য নারদ বলিয়াছেন যে,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নিরঞ্জন জ্ঞান যে পর্য্যন্ত অচ্যুতভাব-বিহীন থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার শোভা নাই।

যদি বল তবে কি হয়, অতএব ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

পরমচৈতন্য হরিতে এমত একটি অসাধারণ গুণ আছে যে, সমস্ত জড়মুক্ত আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ভক্তিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করে।

অতএব কর্ম্ম সদবকাশ প্রদানপূর্ব্বক এবং জ্ঞান স্বীয় নৈষ্কর্ম্ম্যস্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ভক্তিসাধন করাইতে নিযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে সাধন-অঙ্গ বলা যায়। তাহাদের নিজের কোন সাধনাঙ্গতা স্বীকৃত হয় নাই। এইজন্য ভক্তিকেই সাধন বলা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির আশ্রয়ে কোন কোন সময়ে সাধন হয়, কিন্তু ভক্তি স্বভাবতঃই সাধনরূপা ; যথা একাদশে ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

হে উদ্ধব! কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, বেদ-

পাঠ, তপস্যা বা বৈরাগ্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না, কিন্তু তীব্র ভক্তিই কেবল আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে।

ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিবার কারণ ভক্তি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সাধনভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই প্রধান সাধনাঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটি বিষয়েরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্ব্ব-বীজস্বরূপ। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল। এতন্নিবন্ধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্যগতি নাই। 'কলিকাল' শব্দদ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বকালেই হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই। বিশেষতঃ কলিকালে অন্য মন্ত্রাদিসাধন দুর্ব্বল হওয়ায় কেবল হরিনামই একমাত্র অবলম্বনীয়, যেহেতু হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্।

হরিনাম যে কি পদার্থ, তাহা পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূত-মিত্যর্থঃ ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার দুইপ্রকার আবির্ভাব, অর্থাৎ নামিরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিমান্ যে পুরুষ, তাঁহার সমস্ত প্রকাশই তাঁহার শক্তি-প্রকাশ মাত্র। শক্তিই তাঁহার আধাররূপ পুরুষকে অন্যের নিকট প্রকাশ করেন। শক্তির দর্শনপ্রভাব দ্বারা কৃষ্ণরূপ প্রকাশিত হয় এবং আহ্বয়-প্রভাব দ্বারা কৃষ্ণনাম বিজ্ঞাপিত হয়। অতএব কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও চৈতন্য-রসবিগ্রহস্বরূপ। নাম সর্ব্বদা পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে বিভক্তিযোগ দ্বারা "কৃষ্ণায়, নারায়ণায়" ইত্যাদি মন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণনাম বলিবামাত্র কৃষ্ণরস চিত্তক্ষেত্রে সহসা উদয় হয়। নাম সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অর্থাৎ জড়ীয় অক্ষরাদির ন্যায় জড়াশ্রয় নয়। নাম কেবল চৈতন্য-রসমাত্র। নাম সর্ব্বদাই মুক্ত, অতএব নিত্যমুক্ত; কখনই জড় হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যাঁহারা নামরস পান করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই ব্যাখ্যা বুঝিতে সক্ষম। যাঁহারা নামে জড়ত্ব আরোপ করেন, স্বয়ং নামের চৈতন্যরসাস্বাদনে

অক্ষম, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, সর্ব্বদাই আমরা যে নামোচ্চারণ করি, তাহা জড়ীয় অক্ষর আশ্রয় করিয়া থাকে, এস্থলে নামকে জড়জাতবস্তু বলিতে হইবে, ইহাকে নিত্যমুক্ত বলিতে পারি না। এই বহির্ম্মুখ তর্ক নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

প্রাকৃত বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দের, তত্তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্তি যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আনন্দ দ্বারা হাস্য, স্নেহ দ্বারা ক্রন্দন, প্রীতি দ্বারা নৃত্য যেরূপ অপ্রাকৃত রসের ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, তদ্রূপ কৃষ্ণনামরসের জিহ্বা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধন-কালে যে নামের অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়। তাহাকে ছায়াসংজ্ঞিত নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে

জীবের ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অনেকস্থলে অপ্রাকৃত নামে রুচি হইয়াছে। বাল্মীকি ও অজামিলের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিলে ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যরস-বিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। অপ্রাকৃত নামোদয় হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া চক্ষে জলধারা ও দেহে সাত্ত্বিক-বিকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব ভাগবতে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

জীব যখন হরিনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় অবশ্য বিকৃত হইবে, নেত্রে জলধারা বাহির হইবে এবং গাত্ররুহে হর্ষের উদয় হইবে। যিনি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াও এরূপ বিকার লাভ না করেন, তাঁহার হৃদয় অপরাধ দ্বারা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে।

নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করা সাধকের নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অপরাধ বর্জ্জন করিতে গেলে অপরাধ কতপ্রকার, তাহা জানা আবশ্যক।

হরিনাম-সম্বন্ধে দশপ্রকার অপরাধ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে ; যথা,—

(১) সাধুনিন্দা ।

(২) ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান-করণ ।

(৩) গুর্ব্ববজ্ঞা ।

(৪) সচ্ছাস্ত্র-নিন্দন ।

(৫) হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা বলিয়া স্থিরকরণ ।

(৬) হরিনামে প্রকারান্তরে অর্থকল্পন ।

(৭) নামবলে পাপাচরণ ।

(৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যজ্ঞান ।

(৯) অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ ।

(১০) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস ।

সাধুভক্তগণের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রকাশ ও সাধুচরিত্র মহাজনগণের নিন্দা করিলে হরিনামের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব যিনি নামাশ্রয় করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণব-অবজ্ঞা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য। বৈষ্ণবদিগের কার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইলে সহসা নিন্দা না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিবেন। অতএব সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করাই নিতান্ত আবশ্যক ।

ভগবান্ হইতে শিবাদি দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করা হরিনামাপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয়। শিবাদি দেবতার ভগবান্ হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। শিবাদি দেবতাগণ ভগবানের গুণাবতার অথবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মাননা করিলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। যাঁহারা মহাদেবকে একটি পৃথক্ দেবতা বলিয়া শিব ও বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহারা মহাদেবের ভগবত্তা স্বীকার করেন না। তাহাতে তাঁহারা বিষ্ণু ও শিব উভয়ের প্রতি অপরাধী হন। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সেরূপ ভেদ-জ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটি নামাপরাধ। যাঁহা হইতে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তিনিই আচার্য্যরূপী ভগবৎপ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দৃঢ়ভক্তি করিয়া হরিনামে অচলা শ্রদ্ধা লাভ করা কর্ত্তব্য।

সচ্ছাস্ত্রনিন্দন-কার্য্যটি অবশ্য পরিত্যজ্য। অনাদি বেদশাস্ত্র ও তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্র—যাহাতে ভাগবতধর্ম্ম জানা যায়, সেই শাস্ত্রকে নিন্দা করিলে হরিনামাপরাধ হয়; বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই হরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥

এবম্বিধ সচ্ছাস্ত্র নিন্দা করিলে হরিনামে কিরূপে রতি হইবে ?

অনেকে মনে করেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে হরিনামের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা নামের প্রশংসামাত্র। যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের হরি-নামের ফলোদয় হয় না; অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে যেরূপ রুচি-উৎপাদনের জন্য ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে, হরিনামের ফলশ্রুতিকে যাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

নির্ব্বিদ্যমান অকুতোভয়-অভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের হরিনামের ফলোদয় হয়।

নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদিগ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'নাম' চৈতন্যরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেস্থলে নিরপরাধপূর্ব্বক নামরসাশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম-উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষরস্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণবজনগণ ঐ নামাপরাধ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

অনেকে হরিনামাশ্রয় করিয়া মনে করেন যে, আমরা সমস্ত পাপের একটি ঔষধ লাভ করিয়াছি। সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপাচরণ করিয়া পুনরায় হরিনাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পাপ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি নামাপরাধী। যিনি নামাশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্তুতে আসক্তি করেন না। তাঁহাদের পাপাচরণ সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা কেবল শাঠ্যমাত্র। এই অপরাধটি অত্যন্ত গুরুতর, সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

অনেকে মনে করেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দানাদি ধর্ম্ম, তীর্থযাত্রাদি চেষ্টা-সকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রূপ।

এরূপ যাহাদের বুদ্ধি, তাহারা নামাপরাধী। নাম সর্ব্বদাই চিদ্রসস্বরূপ। অন্যান্য সমস্ত সৎকর্ম্মই জড়ময়। অতএব নাম হইতে তাহারা বিজাতীয়। যাঁহারা নামের সহিত ঐ সকল শুভকর্ম্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নামরস আস্বাদন করেন নাই। হীরক ও কাচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য শুভকর্ম্মে তদ্রূপ বস্তুগত ভেদ আছে।

অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি নামাপরাধী। শূকরকে মুক্তাফল দিলে যেমত কোন কার্য্য হয় না, কেবল মুক্তাফলের অবমাননা হয়, তদ্রূপ নামের প্রতি যাহাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহাদিগকে নামোপদেশ করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যান্য জীবের যাহাতে হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা হইলে নামোপদেশ করিবে। যে সকল লোক আপনাদিগকে গুরু-অভিমান করত অপাত্রে হরিনাম উপদেশ করেন, তাঁহারা নামাপরাধক্রমে অধঃপতিত হন।

নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা তাহাতেই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা না করিয়া অন্যান্য সাধনোপায়রূপ কর্ম্ম-জ্ঞানের আশ্রয়ত্যাগ না করেন, তাঁহারাও নামাপরাধী।

এবম্বিধ দশ প্রকার নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে না পারিলে হরিনাম উদিত হয় না।

কলিজননিস্তারক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগজ্জীবের নানাবিধ ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাপেক্ষা আপনাকে সামান্যজ্ঞান করিয়া ও বৃক্ষের অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অভিমানশূন্য ও অপরকে সম্মান করত জীব হরিনামকীর্ত্তনে অধিকারী হন। ব্যবহার-শুদ্ধির সহিত হরিনাম-গ্রহণের ব্যবস্থাই এই বচনের মুখ্য তাৎপর্য্য। যিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন, তিনি কখনই সাধুনিন্দা করেন না, শিবাদি দেবতাকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা অবমাননা করেন না, গুরুর প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা করেন না, সচ্ছাস্ত্রের নিন্দা করেন না, হরিনামের মাহাত্ম্যকে যথার্থ বলিয়া জানেন। শুষ্কজ্ঞানজনিত তর্কদ্বারা 'হরি'-শব্দে নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করেন না, নামবলে পাপাচরণ করেন না, অন্যান্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমানতা স্থাপন করেন না, অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দিয়া নামের প্রতি উপহাস-উৎপত্তি করেন না এবং নামেতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন না। তিনি স্বভাবতঃ এই দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে উপহাস করিলে

বা তাঁহার অপকার করিলেও তিনি তাহার প্রতি উপকার করিতে বিমুখ হন না। তিনি জগতের সমস্ত কার্য্য করিতেও স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া কোন প্রকার অভিমান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের দাস জানিয়া সর্ব্বদা জগতের সেবায় ব্রতী হন।

এবম্বিধ অধিকারী ব্যক্তির মুখে যখন হরিনাম উচ্চারিত হয়, তখন অন্তঃস্থিত চিজ্জগৎ হইতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় চিৎ-ফলক ব্যাপ্ত হইয়া জগজ্জীবের মায়াবিকাররূপ অন্ধকার শান্তি করিয়া থাকে। অতএব হে মহাত্মগণ! অপরাধশূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির আশ্রয়-গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বন-পূর্ব্বক এই দুস্তর সমুদ্র পার হউন। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার

দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(তৃতীয় গুটি)

নাম

সম্প্রতি অনেকে নামগান করিতেছি বলিয়া নানাবিধ অশুদ্ধভাব-সংযুক্ত গানসকল গাইয়া থাকেন। তাহা ভাল নয়। প্রথমে এইমাত্র দ্রষ্টব্য যে, নাম-গানে কেবল ভগবল্লীলা-সূচক নাম থাকিবে, আর কোন বাজে কথা থাকিবে না। তবে যদি শুদ্ধভক্তিসম্মত দুই একটি ভাব থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। মুক্তি ও ভুক্তিপিপাসাসূচক কোন কথা থাকিলে নামের নামত্ব থাকে না, নামাভাস হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-কৃত নাম ও ভাবসূচক গান ব্যতীত কোন বাজে গান করা উচিত নয়। যে যে রূপ নাম গান করা উচিত, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহাজন-

মত-সম্মত এই কয়েকটি পদ প্রকাশ করা হইতেছে। নামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ এই সকল নাম ও এইরূপ নামগান করিবেন ও করাইবেন। শুদ্ধভাবসূচক নাম পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

প্রথম গীত

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম—গান যথারাগ।

নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।

(১)

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাই-সুন্দর।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর॥
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত॥

(২)

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন॥

লক্ষ্মী প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্রশোক-নিবারক ॥
লক্ষ্মীপতি পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর ॥

(৩)

আর্য্যধর্ম্মপাল পিতৃগয়া-পিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা ॥
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক।
নাম-সংকীর্ত্তন-যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ॥
অদ্বৈতবান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন।
নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন ॥

(৪)

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয়।
গোদ্রুমবিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয় ॥
কোলদ্বীপপতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর ॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন।
জগাই-মাধাই-আদি দুর্ব্বৃত্ত-তারণ ॥

(৫)

নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা।
অধম পড়ুয়া-দণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ।
পরিব্রাজ-শিরোমণি উৎকল-পাবন॥

(৬)

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শনসুখী যতি॥
নির্দ্দণ্ডী সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয়॥
পুরটসুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দসখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্ত্তা॥

(৭)

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ॥
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্ত্তক।
গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক॥

কুলিয়াপ্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্ব্বজীব-ত্রাণ॥

(৮)

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্রসঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট বল্লভের রঙ্গী॥
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কট-বৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্ত-প্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন॥
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে নেচে গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁর পড়ে রাঙ্গাপায় রে॥

দ্বিতীয় গীত

জয় গোদ্রুম-পতি গোরা।
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন, বৃন্দাবনভাববিভোরা।
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাসশরণ, কৃষ্ণভক্তমানস-চোরা॥

তৃতীয় গীত

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর।
গৌড়-চিত্ত-গগন শশধর॥

কীর্ত্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর ॥

চতুর্থ গীত

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু-নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ।
স্বরূপ রূপ সনাতন পুরী রামানন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য

(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের জন্য
বিংশোত্তর-শত নাম-সংকীর্ত্তন)

প্রথম গীত

নগরে নগরে গোরা গায়—

(১)

যশোমতী-স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজজনের জীবন ॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী পূতনা-ঘাতন।
দুষ্ট তৃণাবর্ত্তহন্তা শকট-ভঞ্জন ॥
নবনীত-চোর দধিহরণ-কুশল।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দগোপাল ॥

(২)

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজ-জন-পাল ॥
বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্ম-বিমোহন।
ধেনুক-নাশন কৃষ্ণ কালিয়-দমন ॥
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর।
ভাণ্ডীর-কাননলীল দাবানল-হর ॥

(৩)

নটবর গুহাচর শরত-বিহারী।
বল্লবী-বল্লভদেব গোপীবস্ত্রহারী ॥
যজ্ঞপত্নীগণ প্রতি করুণার সিন্ধু।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসি-বন্ধু ॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দ-রক্ষিতা মুকুন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ ॥

(৪)

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর।
ললিতা-বিশাখা-আদি সখী-প্রাণেশ্বর ॥
নবজলধরকান্তি মদনমোহন।
বনমালী স্মেরমুখ গোপী-প্রাণধন ॥

ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর॥

(৫)

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান-সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী॥
মানস-গঙ্গার দানী প্রসূন-তস্কর।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর॥
গোকুল-সম্পদ গোপদুঃখ-নিবারণ।
উন্মাদ-দমন ভক্ত-সন্তাপ-হরণ॥

(৬)

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলী-বাদক॥
গোপীগীত-শ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী॥
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশী-নিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্ল-প্রহরণ॥

(৭)

বসুদেবসুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্তিধ্বজ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকী-গর্ভজ॥

কুব্জাকৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন॥
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল।
পাণ্ডববান্ধব শিশুপালাদির কাল॥

(৮)

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্ম-তেজাধার।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর॥
নগরে নগরে গোরা গায়।
ভকতিবিনোদ তছু পায়॥

দ্বিতীয় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে। গোপীবল্লভ শৌরে॥
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে॥

তৃতীয় গীত

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ।

গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ।

অনঙ্গ-সুখদকুঞ্জবিহারী গোবিন্দ॥

চতুর্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।

গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।

যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন, যামুনতীর-বনচারী॥

পঞ্চম গীত

রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ।

রাধামাধব রাধাপ্রমোদ।

রাধারমণ, রাধানাথ, রাধাবরণামোদ॥

রাধারসিক, রাধাকান্ত, রাধামিলনমোদ॥

ষষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।

জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ॥

জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।

জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের আজ্ঞা

অপার-রসপয়োনিধি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি গৌড়জন-চিত্ত-চকোর-সুধাকর শ্রীশ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু একদিবস নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে, ১৩শ অধ্যায়ে ইহা লিখিত আছে,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিয়াছিলেন। "বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা"—এই কথাগুলিতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ আজ্ঞা লক্ষিত হয়। "বল কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার অর্থ এই যে,—হে জীব, তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কর। "ভজ কৃষ্ণ" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে জীব, তোমরা নামের কৃপ-

গুণ-লীলারূপ পাপড়ীগুলি প্রস্ফুটিত কর এবং সেই নামরূপ পুষ্পের সুখভোগ কর। "কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে,—হে কৃষ্ণ-ভক্তগণ! সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া সেই নামপুষ্পের মধুস্বরূপ পরমরস ভোগ কর। আমরা এই গুটিতে প্রথম আজ্ঞাটি কিয়ৎপরিমাণে বুঝাইয়া দিব। পরে অন্যান্য গুটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার বিশেষ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, সকলে নিরন্তর হরিনাম কর। নিরন্তর হরিনাম কর,—এই আজ্ঞার এইরূপ তাৎপর্য্য নয় যে, দেহ-চেষ্টা, গৃহকার্য্য ও অন্যের প্রতি ব্যবহারশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর। দেহ-চেষ্টাশূন্য হইলে অল্পক্ষণেই দেহনাশ হইতে পারে। সে-স্থলে হরিনাম আর কিরূপে কে করিবে? যখন নিরন্তর হরিনাম লইতে মানবগণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তখন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদি—সকলেই স্বীয় স্বীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া হরিনাম করিবেন, ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য। স্বীয় স্বীয় অবস্থায় সুন্দররূপে অবস্থিত থাকা আবশ্যক। কেননা, সেই সেই অবস্থায় দেহচেষ্টা সুন্দররূপে চলিবে, অকালে দেহপাত হইবে না। দেহচেষ্টা ও অন্যের সহিত ব্যবহার দেহচেষ্টার অনুগত।

সে-সমস্তই সুন্দররূপে চলিবে। তবে সেই সকল চেষ্টা নিষ্পাপ ও নিরুপদ্রবভাবে আচরিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম আজ্ঞাটি যখন প্রচার করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
"বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৮২-৮৪)

প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নাম-প্রচারের আজ্ঞা লাভ করিয়া গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে গিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে জীব, কৃষ্ণই জীবের জীবন। কৃষ্ণনামই জীবের ধন। তোমরা নিরন্তর সেই নামের আলোচনা কর। কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবে যে, দেহ-গেহাদি-চেষ্টায় যেন কোন-প্রকার অনাচার না হয়।" 'অনাচার' শব্দের অর্থ অসদাচার। অনৃত-ভাষণ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য, চৌর্য্য, লাম্পট্য, পরের অপকার, জীবহিংসা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বহুবিধ পাপই অসদাচার বা অনাচার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এইরূপ 'অনাচার' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্, সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর॥

অনাচার ছাড়িয়া হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেওয়ায় পক্ষান্তরে সদাচার আচরণপূর্ব্বক হরিনাম লইবার উপদেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

প্রভু কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি অধর্ম্ম-পথ একেবারে পরিত্যাগ কর। আর অধর্ম্ম-আচরণ করিও না। কেবল অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না, কিন্তু যত্ন-সহকারে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন কর। ধর্ম্ম যথা (শ্রীভাঃ ১১।৭।৮-১২),—

সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্॥
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্॥

অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সত্য, দয়া, সদ্বিষয়-অভ্যাস, শৌচ, তিতিক্ষা, ঈক্ষা অর্থাৎ যুক্তাযুক্তবিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধু-সেবা, ক্রমবৈরাগ্য, জীবের অপগতিবিচার, বৃথালাপ-নিবৃত্তি, আত্মানুসন্ধান, যথাযোগ্যপাত্রে অন্নাদি বণ্টন করিয়া গ্রহণ, অতিথিকে দেবতাবুদ্ধি, সর্ব্বমানবে কৃষ্ণসম্বন্ধদর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, হরিস্মরণ, সেবা, পূজা, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই ত্রিশটী ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিবে।

হে ভ্রাতৃবর্গ! জীবনযাত্রার জন্য যে ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই কর এবং নিরন্তর হরিনাম করিতে থাক, এইমাত্র উপদেশ।

শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(চতুর্থ গুটি)

নামতত্ত্ব-শিক্ষাষ্টক

ভাই হে !

অনন্ত-কল্যাণ-গুণরত্নাকর চিদচিদ্বিশিষ্ট পরমমহেশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মাবতারী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি অপার-সংসার-সাগর-পতিত চিদ্বর্গের কল্যাণবিস্তার-করণাভিপ্রায়ে সর্ব্বাদৌ বেদ-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে সেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য-বিজ্ঞাপনার্থে নারায়ণ-নারদ-কপিল-ব্যাসাদি ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিখিল স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করেন। পুনশ্চ স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রচার-করণাভিপ্রায়ে নৃহরি-বামন-রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন। কিন্তু ক্রমশঃ দুস্তর কলিকালরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইলে জীবের চিত্তাকাশ

অত্যন্ত কলুষিত হইল। তখন পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে উদিত হইয়া জীবনিচয়ের নিত্যকল্যাণ-সাধনার্থে সর্ব্ববেদসার স্বীয় নামামৃত বর্ষণ করত কলিপীড়িত জীবের সমস্ত অবিদ্যাক্লেশ দূর করিলেন। সেই সচ্চিদানন্দ শচী-তনয় স্বীয় শ্রীমুখবিগলিত পরম-পীযূষস্বরূপ শিক্ষাষ্টক জগজ্জীবকে বিতরণ করেন। সেই শিক্ষাষ্টক অদ্য আমরা গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ ১॥

প্রভু কহিলেন,—হে জীবনিচয়! চিত্তদর্পণের মার্জ্জন-স্বরূপ, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণস্বরূপ, বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনস্বরূপ, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন-স্বরূপ এবং সর্ব্বাত্মতর্পণ-স্বরূপ বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন॥ ১॥

পদ—ঝাঁকি লোফা

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা॥

চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥

হেলা ভবদাব-নির্ব্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ক্লেশ-নিবৃত্তি॥

শ্রেয়ঃকুমুদ-বিধু-জ্যোৎস্নাপ্রকাশ।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥

বিশুদ্ধবিদ্যাবধূ-জীবনরূপ।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥

আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকীর্ত্তি।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি॥

পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্রেম-বিধাতা॥

ভক্তিবিনোদ-স্বাত্ম-স্নপনবিধান।
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান॥ ১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

হে কৃষ্ণ! তুমি স্বীয় নাম বহুপ্রকার করত তাহাতে স্বীয় সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছ। আবার সেই নামসকল স্মরণের কোন কালের নিয়ম কর নাই। জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া, কিন্তু হে ভগবন্! আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে, তোমার তাদৃশ নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না॥ ২॥

(লোফা)

তুহুঁ দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখায়লি আনি'॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলায়লি করুণা-নিদানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥ ২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩॥

যিনি তৃণাপেক্ষা হীন হইয়া দৈন্য স্বীকার করেন, বৃক্ষ অপেক্ষা নিজে ক্ষমাশীল, স্বয়ং অমানী ও অপরের প্রতি মানপ্রদ হন, তিনিই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের একমাত্র অধিকারী ॥ ৩ ॥

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার ।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার ।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন ।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন ॥
জীবননির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে ।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে ॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয় ।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয় ॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা ।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন ।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন ॥

ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু-পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

হে জগদীশ! তোমার নিকট ধন, জন বা সুকবিত্ব কামনা করি না। জন্মে জন্মে যেন ঈশ্বর-স্বরূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ॥ ৪ ॥

(ঝাঁকি লোফা)

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥
নিজকর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥

বিপদে সম্পদে তাহা থাকু সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউ নামের প্রভাবে॥
পশু পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥ ৪॥

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥

হে নন্দনন্দন! আমি বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি। তথাপি আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর। কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর॥ ৫॥

(ছোট দশকুশী)

অনাদি করমফলে, পড়ি' ভবার্ণবজলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥

আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা॥

জ্ঞান-কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্মধূলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥ ৫॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

হে কৃষ্ণ! আমার সেদিন কবে হইবে, যেদিন তোমার নামগ্রহণসময়ে আমার নয়নে অশ্রুধারা গলিত, বদনে গদ্গদ বচন ও সর্ব্বশরীরে পুলক ব্যাপ্ত হইবে?॥ ৬॥

(ছোট দশকুশী—লোফা)

অপরাধফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বার বার॥

দীন-দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ॥
কব তুয়া নাম-উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দর দর লোর॥
গদগদ স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরব॥
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ কম্প স্তম্ভ হবে বার বার॥
বিবর্ণ শরীরে হারায়ব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ॥
মিলব হামার কিয়ে ঐছন দিন।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৭॥

গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষসকল যুগবৎ প্রতীত হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ধারা পতিত হইতেছে এবং সকল জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে॥ ৭॥

(ঝাঁকি লোফা)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল॥

জানিলাম মায়াপাশে এ জড় জগতে।
গোবিন্দবিরহে দুঃখ পাই নানামতে॥

আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল॥

কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয়॥

নিমেষ হইল মোর শতযুগ সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়॥

ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লও হে তাহারে সাথে॥ ৭॥

অধিকারিভেদে সপ্তম গীত

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর সহিতে না পারি ।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ-নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে ।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে ॥
দেখিয়া যুগল-ধন, ব্যাকুল হইল মন,
জ্ঞানহারা হইনু তখন ।
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হৈল মানি,
আর নাহি ভেল সে-দর্শন ॥

(ঝাঁকি লোফা)

সখি গো কেমতে ধরিব পরাণ ।
নিমেষ হইল যুগের সমান ॥

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল ॥

ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

আমি কৃষ্ণপদে পতিতা কিঙ্করী। তিনি আলিঙ্গনপূর্ব্বক অথবা পদমর্দ্দন দ্বারা আমাকে পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, আমার প্রতি সেইরূপ করুন; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ বই আর কেহ নন ॥ ৮ ॥

(দশকুশী)

বন্ধুগণ ! শুনহ বচন মোর ।

ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,

দেখা দেয় চিত্তচোর ॥

বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাইলে,

হয় আঁখি অগোচর ।

পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,

দুঃখের না থাকে ওর ॥

জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ ।

যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ ॥

দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,

বলে মোরে প্রণয়-বচন ।

পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,

প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥

যাহে তার সুখ হয়, সেই সুখ মম ।

নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম ॥

ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে,

তাহে জানে প্রাণেশ্বর ।

তার সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,

সে কভু না হয় পর ॥ ৮ ॥

অধিকারিভেদে অষ্টম গীত

(দশকুশী)

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে ।
রাধা সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে ॥
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন ।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ ॥
কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি',
মধুর বচন বলে ।
তাম্বূল লইয়া, খায় দুইজনে,
মালা লয় কুতূহলে ॥
অদর্শন হয় কখন কি ছলে ।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে ॥
যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণদাসী ।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে ।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে ॥

ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজ সখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায় ॥ ৮ ॥

(নৃত্যগীত-সমাপ্তিকালে)—

জয় শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র গোরাচাঁদ কী জয়। জয় প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ কী জয়। জয় শ্রীশান্তিপুরনাথ কী জয়। জয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কী জয়। জয় শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ কী জয়। জয় শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়। জয় শ্রীনামহট্ট কী জয়। জয় শ্রীশ্রোতৃবর্গ কী জয়।

শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক ঝাড়ুদার
দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ
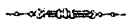
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(পঞ্চম গুটি)

নাম-মহিমা

কলিযুগপাবনাবতার অপার-কৃপাপারাবার শ্রীমদ্ গোদ্রুম-চন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসিয়া উৎকল ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত-প্রভুকে নাম ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্ত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধামবৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়া-

ছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামিপ্রবর যে নামমহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা অদ্য আপনাদের নিকট আমি গান করিতেছি; কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করত শ্রীহরিনামের মহিমা অনুভব করুন।

(১)

নিখিলশ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনিরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

হে হরিনাম! নিখিল বেদের শিরোভূষণ রত্নমালাস্বরূপ উপনিষৎসকল স্বীয় কিরণ দ্বারা তোমার পাদপদ্মের আরাত্রিক করিতেছে। তুমি নিত্যমুক্ত জীবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে উপাস্য হইয়াছ; আমি তোমার চরণাশ্রয় করিলাম ॥ ১ ॥

প্রথম গীত

(ললিত—একতালা ও দশকুশী)

শ্রীরূপবদনে, শ্রীশচীকুমার,
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার ॥ ১ ॥

যো নাম সো হরি, কছু নাহি ভেদ,
(সো) নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥ ২ ॥

সবু উপনিষদ, রত্নমালাদ্যুতি,
ঝকমকি চরণসমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে ॥ ৩ ॥

চৌদ্দ ভুবনমাহ, দেব-নর-দানব,
ভাগ যাঁকর বলবান্।
নামরস-পীযূষ, পিবই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান ॥ ৪ ॥

নিত্যমুক্ত পুন, নাম-উপাসনা,
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নামবিরহ নাহি জানে ॥ ৫ ॥

সবুরস আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করলুঁ আশ্রয়।
নামচরণে পড়ি', ভক্তিবিনোদ কহে,
তুয়া পদে মাগহুঁ নিলয় ॥ ৬ ॥

(২)

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥

হে নামধেয়! মুনিসকল তোমাকে গান করিয়া থাকেন। তুমিই জগতের রঞ্জক। তুমিই চিন্ময় অক্ষরাকৃতি। অনাদরের সহিত কিয়ৎপরিমাণে তোমাকে উচ্চারণ করিলেও জীবের সমস্ত উগ্রতাপ তুমিই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া থাক। তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় গীত

(ললিত—দশকুশী)

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার ॥ ১ ॥
জয় হরি কৃষ্ণ রাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানসরঞ্জন।

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥ ২ ॥

ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তি ধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥ ৩ ॥

আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার ॥ ৪ ॥

তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে ॥ ৫ ॥

(৩)

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্নাম-দিবাকর! জগতে এমন পণ্ডিত কে আছেন, যিনি তোমার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হন? তোমার আভাস যখন উদয় হয়, তখন প্রাতঃকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সৌরকরের ন্যায় তমসাচ্ছন্নরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার বল এতদূর যে, তুমি স্বল্পকালমধ্যে সেই আচ্ছাদন দূর করিয়া তত্ত্বান্ধপুরুষদিগের চক্ষু ভক্তিসাক্ষাৎকারের উপযোগী করিয়া দাও ॥ ৩ ॥

তৃতীয় গীত

(বিভাষ—একতালা)

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যাবিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়াবিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী ॥ ১ ॥
হরিনাম-প্রভাকর, অবিদ্যাতিমিরহর,
তোমার মহিমা কে বা জানে।
কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চস্বরে সকল বাখানে ॥ ২ ॥
তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায় ॥ ৩ ॥

অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
তত্ত্বান্ধনয়নে করেন বিধান ॥ ৪ ॥
সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরি-বিষয়িণী মতি ॥ ৫ ॥
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার ॥ ৬ ॥

(৪)

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা লাভ করিয়াও ভোগ বিনা প্রারব্ধ-কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না। কিন্তু হে নাম, বেদসকল কহিতেছেন,—তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ হইয়া যায় ॥ ৪ ॥

চতুর্থ গীত

(ললিত—দশকুশী)

জ্ঞানী জ্ঞানযোগ, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে ॥ ১ ॥

তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু ।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু ॥ ২ ॥

কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর ।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ॥ ৩ ॥

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয় ।
কর্ম্মজ্ঞানবন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভবক্ষয় ॥ ৪ ॥

ভকতিবিনোদ, বাহু তুলে' কয়,
নামের নিশান ধর ।
নাম-ডঙ্কাধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর ॥ ৫ ॥

(৫)

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো !
কমল-নয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ! ॥ ৫ ॥

হে নামধেয় ! তোমার অঘদমন, যশোদানন্দন, নন্দসূনু, কমলনয়ন, গোপীচন্দ্র, বৃন্দাবনেন্দ্র, প্রণতকরুণ ও কৃষ্ণ ইত্যাদি অনেকস্বরূপে আমার রতি বিশেষরূপে সমৃদ্ধি লাভ করুক ॥ ৫ ॥

পঞ্চম গীত

(ললিত বিভাষ—একতালা)

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ ।
যশোদানন্দন, গোকুলরঞ্জন,
নন্দতনয় রসকূপ ॥ ১ ॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্তহন,
শকটভঞ্জন গোপাল ।
মুরলীবদন, অঘবক-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল ॥ ২ ॥

কেশীমর্দ্দন, ব্রহ্মবিমোহন,
সুরপতি-দর্পবিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপীবিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী ॥ ৩ ॥

রাধিকারঞ্জন, রাসরসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদিগণ-অবতারী ॥ ৪ ॥

গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালিয়-শাতন, গোকুলরক্ষণ,
রাধাভজন-সুখশালী ॥ ৫ ॥

ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাশ,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ॥ ৬ ॥

(৬)

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬॥

হে নাম ! তোমার বাচ্য ও বাচকভেদে দুইটি স্বরূপ উদিত হইয়াছে ; তথাপি আমরা নিশ্চয় জানিয়াছি যে, বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপ অধিকতর করুণাময় ; যেহেতু তোমার বাচ্যস্বরূপে জীব অপরাধী হইয়াও বাচকস্বরূপের উচ্চারণ দ্বারা উপাসনা করত সদানন্দ-সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হন ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ গীত

(বিভাষ—ঝাঁকি লোফা)

বাচ্য ও বাচক দুই স্বরূপ তোমার ।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥ ১ ॥
বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম ।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥ ২ ॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥ ৩ ॥
কিন্তু জানিয়াছি, নাথ, বাচক-স্বরূপ ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময় এই অপরূপ ॥ ৪ ॥

নাম নামী ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণে অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি'॥ ৬ ॥

অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥ ৭ ॥

বিগ্রহ-স্বরূপে বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥ ৮ ॥

ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥ ৯ ॥

(৭)

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম! গোকুলমহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥ ৭ ॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি গোকুলমহোৎসব, পূর্ণস্বরূপ, রম্য-চিদ্ঘনসুখস্বরূপ এবং আশ্রিত লোকের আর্ত্তিসমূহ-বিনাশ-কারক। তোমাকে আমি বার বার নমস্কার করি॥ ৭ ॥

সপ্তম গীত

(ললিত ঝিঁঝিট—একতালা)

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বার বার॥ ১ ॥

গোকুলের মহোৎসব আনন্দসাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ॥ ২ ॥

তুমি কৃষ্ণ পূর্ণবপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান ॥ ৩ ॥

যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তার আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার ॥ ৫ ॥

সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥ ৬ ॥

অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদে করে তুয়া গান ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে ॥ ৮ ॥

(৮)

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্যাসমাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥ ৮॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদমুনির বীণা দ্বারা প্রকটতা লাভ করত সুধাতরঙ্গের নির্যাস-স্বরূপ মাধুরীপূর হইয়াছ। তুমি রসের সহিত আমার রসনায় অজস্র স্ফূর্ত্তি লাভ কর॥ ৮॥

অষ্টম গীত

(মঙ্গল বিভাষ—একতালা)

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকারমণ-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে॥ ১॥
অমিয়ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণযুগলে গিয়া।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া॥ ২॥
মাধুরীপূর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।

কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥ ৩ ॥

পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমে দেয় ঘন কোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
বল বল হরি বোল ॥ ৪ ॥

সহস্রানন, পরমসুখে,
'হরি, হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নামরস সবে পায় ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস ॥ ৬ ॥

নাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত

নাম—৯

(বিভাষ)

যশোমতী-নন্দন, বরজবর-নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান।
গোপী-পরাণধন, মদন-মনোহর,
কালিয়-দমন-বিধান ॥ ১ ॥

অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥ ২ ॥

ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়াল।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপাল ॥ ৩ ॥

যামুনতটচর, গোপীবসনহর,
রাসরসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥ ৪ ॥

দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই।

সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই ॥ ১ ॥

বড় মজার কথা তায়।

শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায় ॥ ২ ॥

যত ভক্তবৃন্দ বসি'।

অধিকারী দেখে' নাম বেচ্ ছে দর কষি' ॥ ৩ ॥

যদি নাম কিন্‌বে ভাই।

আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই ॥ ৪ ॥

তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।

দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম ॥ ৫ ॥

বড় দয়াল নিত্যানন্দ।

শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম আনন্দ ॥ ৬ ॥

একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।

গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল ॥ ৭ ॥

দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।

জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা ॥ ৮ ॥

অমনি ছাড়ে মায়াজাল।

গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥ ৯ ॥

আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥ ১০ ॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥ ১১ ॥

নাম—২

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ আমার মন।
(নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন)
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে' প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥ ১ ॥
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)
(ওহে) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন ॥ ২ ॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(ওহে) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন ॥ ৩ ॥
(কৃষ্ণ-রতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
শেষে বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥ ৪ ॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

দীনহীন শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা

(ষষ্ঠ গুটি)

নাম-প্রচার

আজ্ঞা-টহল

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন ।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥

১। 'নদীয়া'—নয়টি দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। 'গোদ্রুমে'—উক্ত নয়টি দ্বীপের মধ্যে গোদ্রুম বা গাদিগাছায়। 'নিত্যানন্দ মহাজন'—শ্রীমহাপ্রভু কলিজীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ঘরে ঘরে নামপ্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহাটের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক মহাশয়গণই এই

কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পয়সা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নহে।

শ্রদ্ধাবান্ জন হে!

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ২ ॥

২। টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,—"হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি আপনার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, আপনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণ-ভজন করুন ও কৃষ্ণশিক্ষা করুন। কৃষ্ণনাম করুন অর্থাৎ নামাভাস ছাড়িয়া চিন্ময় নাম করুন।" নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। ছায়া-নামাভাস সহজেই ক্রমশঃ সর্ব্বার্থসাধক 'নাম' হয়। যেহেতু, তাহাতে একটু অজ্ঞানতমঃ থাকিলেও ভক্তিপ্রতিকূল ভোগ-মোক্ষবাসনা-গন্ধ থাকে না। তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরা প্রথমে ঐ প্রকার নামাভাস করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে

নামরসে অভিজ্ঞ হইয়া শুদ্ধনামগানে সক্ষম হন। তাঁহারাও ধন্য। ভুক্তিমুক্তিফলকামীদিগের মধ্যেই প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র অভীষ্ট অনায়াসে নামের নিকট লাভ করে বটে, কিন্তু শুদ্ধনামচিন্তামণি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভোগ-মোক্ষ-সম্বন্ধীয় ভক্তিপ্রতিকূল-বাসনা তাহাদিগকে সহজে ছাড়ে না। বিশেষ ভাগ্যোদয়ে ভক্ত বা ভগবৎকৃপা দ্বারা অকৈতব-হৃদয় হইলে ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শুদ্ধনামের আশ্রয় পান; কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। যদি বিধিমার্গে রুচি থাকে, তবে তদুচিত শ্রীগুরুচরণে ভজন-তত্ত্ব শিক্ষা করত জীবের নিখিল অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণালোচনা কর। যদি রাগমার্গে লোভ হইয়া থাকে, তবে কোন ব্রজবাসী বা ব্রজবাসিনীর অনুরাগ, চরিত্র অনুকরণপূর্ব্বক যথারুচি ব্রজরস ভজন কর। ব্রজরস-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তদুচিত গুরুকৃপায় ব্রজে নিত্যস্থিতি ও যোগ্য চিন্ময়-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিবে।

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ ৩ ॥

৩। অপরাধ—দশটি। (১) বৈষ্ণববিদ্বেষ ও বৈষ্ণব-নিন্দা। (২) শিবাদি অন্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ঈশ্বরজ্ঞান। সেই সেই দেবতাকে কৃষ্ণবিভূতি বা কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিলে আর ভেদজ্ঞান বা অনেক ঈশ্বরজ্ঞানজনিত দোষ হয় না। (৩) গুরুকে অবজ্ঞা। দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিবে এবং গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ বা তাঁহার নিত্যপ্রেষ্ঠ শুদ্ধতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা। শ্রুতি-শাস্ত্র—বেদ, তদনুগত পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র, তৎসিদ্ধান্তরূপ ভগবদ্গীতাশাস্ত্র, তন্মীমাংসাদর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, তদ্বিস্তাররূপ ইতিহাস ও সাত্বত-তন্ত্রসকল এবং তত্তচ্ছাস্ত্রসমূহের বিশদব্যাখ্যাস্বরূপ মহাজন-কৃত ভক্তিশাস্ত্রসমূহ। এই সমস্ত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। (৫) হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ শাস্ত্রলিখিত নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা। (৬) নামের বলে পাপাচরণ। শ্রদ্ধায় নাম করিলে পূর্ব্বপাপসমূহ অনায়াসে বিনষ্ট হয়, আর পাপ করিতে রুচি হয় না।

যদি নামের ভরসায় পাপ করিতে স্পৃহা হয়, সেটি নামাপরাধ। (৭) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া যিনি নামের নিকট ভোগ-মোক্ষরূপফলের আশা করেন, তিনি—নামাপরাধী। (৮) অশ্রদ্ধাবান্, বিমুখ ও শুনিতে ইচ্ছা করেন না এরূপ ব্যক্তিকে হরিনাম দেওয়া অপরাধ। যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহাকে হরিনাম উপদেশ করিবে না; কেবল হরিনামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবার জন্য নামমাহাত্ম্য বলিবে। (৯) নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি। (১০) অহংতা-মমতাপূর্ণ ব্যক্তির হরিনামগ্রহণে অপরাধ হয়। জড়শরীরে আত্মবুদ্ধিক্রমে যিনি শরীরগত অভিমান করেন এবং জড়সম্পত্তিতে স্বকীয়বুদ্ধি করিয়া আসক্ত হন, তাঁহার হরিনামাপরাধ স্বভাবতঃ আছে; যেহেতু তিনি সাধ্য-সাধনের চিন্ময়ত্ব-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! এই দশ অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, জড় জগৎ জীবের কারাগার। জড়াতীত কৃষ্ণলীলাই তোমার প্রাপ্যধন।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥ ৪॥

৪। হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ-জনিত কর্ম্মচক্র তোমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত একটি সদুপায় অবলম্বন কর। প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও বা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসারে বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ও মনকে কৃষ্ণভাব-মিশ্রিতবিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্ম্মুখতাশূন্য হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। কৃষ্ণসেবানুকূল্যরূপ পরমামৃত ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার স্থূললিঙ্গদেহদ্বয় ভঙ্গ করত তোমার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপকে পুনরুদিত করিবে। চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীবহিংসা, কুটিনাটি প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য সমস্তই অনাচার। সে সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সার কথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়াপূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। নামকৃপায় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় কৃষ্ণ তোমার সিদ্ধস্বরূপ-গত নয়নের গোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে।

নগর-কীর্ত্তন

নাম

[১]

গায় গোরা মধুর স্বরে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গৃহে থাক বনে থাক, সদা 'হরি' ব'লে ডাক,

সুখে দুঃখে ভুল না'ক,

বদনে হরিনাম কররে॥ ১॥

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে,

এখনও চেতন পেয়ে,

'রাধামাধব' নাম বলরে॥ ২॥

জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,

ভক্তিবিনোদোপদেশ,

একবার নামরসে মাতরে॥ ৩॥

নাম

[২]

একবার ভাব মনে,

আশাবশে ভ্রমি' হেথা পা'বে কি সুখ জীবনে।

কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ ক'রে গেলে, যাবে কোথা শরীর-পতনে ॥ ১ ॥
কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ অন্য জনে ॥ ২ ॥
ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণনাম-গানে ॥ ৩ ॥

নাম

[৩]

রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই ।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফির্ছে নেচে গৌর-নিতাই ॥
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই ।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
কর্লে ত' আর দুঃখ নাই ॥
(কৃষ্ণ) বল্‌বে যবে, পুলক হ'বে,
ঝর্‌বে আঁখি বলি তাই ।
(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই ॥

(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলে, যখন ও নাম গাই ॥

নাম

[৪]

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥
একবার বল্ রসনা উচ্চস্বরে।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা-জীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেমভরে ॥

(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য করে।
(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনাঘাতন,
ব্রহ্মবিমোহন, ঊর্দ্ধকরে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে ॥

নাম

[৫]

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে॥
(মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে॥
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে॥
(আমি-আমার ব'লে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে॥
(আশার শেষ নাই রে)
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে॥
(নিরাশ ত' সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে॥
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ও-সব ফল পাই রে॥
(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে॥
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

নাম

[৬]

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সঙ্গে ।
নাচই ভাব-মূরতি গোরা রঙ্গে ॥
গাওত কলিযুগ-পাবন নাম ।
ভ্রমই শচীসুত নওদীয়া ধাম ॥
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

নাম

[৭]

হরে কৃষ্ণ হরে ।
নিতাই কি নাম এনেছে রে ।
(নিতাই) নাম এনেছে, নামের হাটে,
শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে ॥
(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দে'খে,
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে ।
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)

এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে রে

(মধুর এই হরিনাম)

এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে

(মধুর এই হরিনাম)

(এ নামাভাসে) অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে ;

এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে ॥

(চিত্ত শীতল হবে)

ভজন-গীত

[১]

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।

(ভজন বিনা গতি নাই রে)

(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ॥

(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)

(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ।

(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)

(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)

(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥

(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)

(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
(যদি ভজন কর্‌বে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর সেন শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

ভজন-গীত

[২]

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট ॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট ॥
(সরল ত' হ'লে না হে)

ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট।
(এ সব ত' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ ॥
(যতনে ছাড় ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট।
(সাধুসঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ॥
(একবার ভেবে দেখ হে)

শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনান্তে নিম্নলিখিত নাম উচ্চারণপূর্ব্বক হরিবোল দিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম হইয়া থাকে।

ভজন-গীত

[৩]

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

গুরুকৃপাজলে নাশি' বিষয়-অনল।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

অনন্যভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

রূপানুগ-বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

ভজন-গীত

[৪]

বোল হরি বোল (৩ বার)

মনের আনন্দে, ভাই, বোল হরি বোল॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

মানব-জন্ম পেয়ে, ভাই, বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

সুখে থাক দুঃখে থাক, বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

সম্পদে বিপদে, ভাই, বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

গৃহে থাক বনে থাক, বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

অসৎসঙ্গ ছাড়ি', ভাই, বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

বৈষ্ণব-চরণে পড়ি' বোল হরি বোল ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)

গৌর-গদাধর বোল (৩ বার)

গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার)

প্রেমধ্বনি

প্রেম্‌সে কহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসপণ্ডিত কী জয়! শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম, রুদ্র-দ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোপ-গোপী-গো-গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবন-রাধাকুণ্ড-যমুনাজী কী জয়! শ্রীতুলসী-দেবী কী জয়! শ্রীগঙ্গাজী কী জয়! শ্রীসুরভিকুঞ্জ কী জয়! শ্রীনামহট্ট কী জয়! শ্রীভক্তিদেবী কী জয়! শ্রীগায়ক, শ্রোতা, ভক্তবৃন্দ কী জয়!! পরে সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীদশমূলের

'আস্বাদন-ভাষ্য'

মঙ্গলাচরণ

পঙ্গুর্ভ্রমতি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্খো বেদার্থবিদ্ভবেৎ।
কৃপালেশেন যস্যাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বরম্ ॥
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥
ভূষয়ন্তং পরাং বিদ্যাং সদানন্দরসাপ্লুতম্।
বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপেন ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদাখ্যং পুরীগোস্বামিনং প্রভুম্।
বাসুদেবাশ্রয়ং বন্দে পরভক্ত্যা নরোত্তমম্ ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥
রূপ-সনাতনৌ বন্দে [illegible]।

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥
শ্রীচৈতন্যমহং বন্দে সাবধূতং প্রভুং বরম্।
সাদ্বৈতং করুণাসিন্ধুং সগণং সস্বরূপকম্॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে দশটী মূলতত্ত্ব জগজ্জীবকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাকেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'দশমূলতত্ত্ব'-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই শিক্ষা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিভাগে বিভক্ত। বেদশাস্ত্র এই 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'-তত্ত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-আকারে শ্রীগৌরসুন্দরোক্ত দশটী তত্ত্ব এই,—(১) আম্নায়বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, (২) কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব, (৩) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, (৪) তিনি অখিল-রসামৃতসমুদ্র, (৫) জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, (৬) তটস্থ-গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কর্ত্তৃক কবলিত, (৭) তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৮) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, (৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন ও (১০) শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-তত্ত্বের বিচার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্র-শিক্ষিত সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার। নবম সিদ্ধান্তে অভিধেয়তত্ত্বের বিচার। দশম সিদ্ধান্তে প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার। বিষয়গুলিকে প্রমাণ ও প্রমেয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম সিদ্ধান্তে প্রমাণ-বিচার এবং দ্বিতীয় হইতে দশম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত প্রমেয়-বিচার। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের

পরিস্ফুতি। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিদ্ধান্তে জীবতত্ত্বের পরিস্ফূতি। অষ্টম সিদ্ধান্তে তদুভয়ের সম্বন্ধ-বিচার। 'ভেদাভেদ'-শব্দে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।

আম্নায়—"আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ। গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ বিশ্বকর্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—বিশ্বকর্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা-নাম্নী শ্রুতিসকলকে আম্নায় বলা যায়। 'প্রমেয়-রত্নাবলী'র নিম্নলিখিত শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং, সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্। মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং, প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥" শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরতমবস্তু, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ হরিচরণসেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। এই মধ্বকথিত নয়টি প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন॥ ১॥

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥" (মুণ্ডক ১।১।১)—বিশ্বকর্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বকে সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সত্য-স্বরূপ অক্ষরপুরুষ পরিজ্ঞাত হন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাস-পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ, সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)—মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র,

অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। 'ইতিহাস'-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি। 'পুরাণ'-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। 'উপনিষৎ'-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। 'শ্লোক'-শব্দে ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। 'সূত্র'-শব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। 'অনুব্যাখ্যা'-শব্দে সেই সূত্রসম্বন্ধে আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি-ব্যাখ্যা। এই সমস্তই 'আম্নায়'-শব্দে কথিত। 'আম্নায়'-শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ। "স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥ প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান। শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ॥ স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য সত্য যেই কয়। লক্ষণা করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১৩২, মঃ ৬।১৩৫, ১৩৭)। গোস্বামীদিগের ষট্সন্দর্ভাদি গ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূর্ব্বোক্ত অনুব্যাখ্যার মধ্যে গণনীয়। অতএব বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, উপনিষৎ, বেদান্তসূত্র, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্য-গ্রন্থাদি সমস্তই আপ্তবাক্য। এই সমস্ত আপ্তবাক্যের বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে লিখিত আছে,—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥ তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ। মনুষ্যাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥ কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ। বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥ যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা। যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥ এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥" শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তিরূপ

জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু-প্রভৃতিকে বলেন। ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ—সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতিসকল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থের দ্বারা নানা বিচিত্র মত প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধমত স্বীকার করেন। অপর সকলেই মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়'-নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদ-সংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। সেই বাণীর নাম আম্নায় (আ—ম্না+ঘঞ্)। যে সকল লোক "পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" * ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধপ্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর। সমস্ত ভাগ্যবান্ লোকই গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত আপ্তবাক্যরূপ আম্নায়কেই প্রমাণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম শিক্ষা। 'তত্ত্বসন্দর্ভে' (৯ম ও ১০ম) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—"অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্বাচ্য-বাচকতালক্ষণ-সম্বন্ধ-তদ্ভজনলক্ষণ-বিধেয়-তৎপ্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনাখ্যানা-

* বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের আদি শিষ্য বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা।

মর্থানাং নির্ণয়ায় প্রমাণং তাবদ্বিনির্ণীয়তে। তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্টত্বাৎ সুতরামচিন্ত্যালৌকিকবস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি। ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাসু সার্ব্বলৌকিকালৌকিকজ্ঞান-নিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।”

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাচ্যবাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধ, তদ্ভজনলক্ষণ বিধেয় ও তৎপ্রেম-লক্ষণ প্রয়োজন—যাহা সূচিত হইয়াছে, সেই তিনটী অর্থ-নির্ণয়ের জন্য প্রমাণ নিরূপণ করিতেছি। মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী; সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু-স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ-পরম্পরা-প্রাপ্ত সার্ব্ব-লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃতবচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য আশ্চর্য্যস্বভাবসম্পন্ন বস্তু-বিজ্ঞানেচ্ছু পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু আপ্তবাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণ-শাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রমাণশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যে লক্ষণ দ্বারা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই লক্ষণ দ্বারা শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস ও তৎসহ শ্রীশুকদেব এবং ক্রমে শ্রীবিজয়ধ্বজ, শ্রীব্রহ্মতীর্থ, শ্রীব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রমিত শাস্ত্র-নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরু-প্রণালী। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয় কৃত ‘শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা’য় গুরুপ্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। বেদান্তসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ। অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥" (শ্রীভাঃ ৭।৯।১৮)—হে নৃসিংহ! দাস আমি আপনার পাদনিলয়স্থ ব্যক্তির সঙ্গক্রমে রাগাদিমুক্ত হইয়া প্রিয়সুহৃৎ ও পরমদেবতা ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত আপনার লীলাকথা বর্ণনাপূর্ব্বক সুমহৎ দুঃখসকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব ॥ ২ ॥

"কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ। পরব্যোমাধিপস্তস্যৈশ্বর্য্যমূর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্ত্তি-বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই। "ব্রহ্ম-রুদ্র-মহেন্দ্রাদি-দমনে রাসমণ্ডলে। গুরুপুত্রপ্রদানাদাবৈশ্বর্য্যং যৎপ্রকাশিতম্॥ নান্য-প্রকাশবাহুল্যে তদ্দৃষ্টং শাস্ত্রবর্ণনে। অতঃ কৃষ্ণপারতম্যং স্বতঃসিদ্ধং সতাং মতে॥" (শ্রীভক্তিবিনোদকারিকা)—শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনে ব্রহ্ম- রুদ্র-ইন্দ্রাদি-দমনে, রাসলীলায় এবং গুরুপুত্রসমানয়নাদি-কার্য্যে যে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা অন্য বহুতরপ্রকাশে কুত্রাপি দেখা যায় নাই। অতএব সাধুলোক বলেন যে,—কৃষ্ণের পারতম্য স্বতঃসিদ্ধ। "তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরি॥" (১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্ মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানে সমর্থ, ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স

বিষুচীর্বসান আবরীবর্ত্তিভুবনেষন্তঃ॥” (ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্) —দেখিলাম এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছেন। এই বেদবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃত্তিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥” (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯ মন্ত্র)—যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডলে অবস্থিত। “তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥ একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥” (শ্রীগোপালোপনিষৎ, পূর্ব্বতাপনী ২১ মন্ত্র) —সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সেই কৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে; তাঁহার নামই সংকীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই ভজন করিবে এবং তাঁহারই পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববশকর্ত্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজ্য। তিনি এক হইয়াও মৎস্যকূর্ম্মাদি, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি, কারণার্ণবশায়ি-গর্ভোদকশায়ী ইত্যাদি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হন। শুকদেবাদির ন্যায় যে সকল ধীর পুরুষ তাঁহার পীঠমধ্যে অবস্থিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখলাভে সমর্থ হন; অন্য কেহই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির উপাসনায় তদ্রূপ সুখলাভে সমর্থ হন না। “অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ, সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা॥” ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক ২।৫।১৪,১৫)—শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ ও পরিচয় দ্বারা গৌণ-

রূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥" (বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১)—শুদ্ধভক্তি ভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন শুদ্ধা ভক্তি লভ্য হয় না। এইজন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি। (শ্রীগীঃ ৭।৭, ১৫।১৫)—হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই। "মুখ্য গৌণবৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৬)—বেদসকল কোনস্থলে মুখ্য বা অভিধাবৃত্তিযোগে, কোনস্থলে গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে, কোনস্থলে অন্বয় বা সাক্ষাদ্-ব্যাখ্যাক্রমে এবং কোনস্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান-ব্যাখ্যার সহিত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ব্যাখ্যা করেন। "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁ'র রূপ॥ বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম। পূর্ণতত্ত্ব যাঁ'রে কহে, নাহি যাঁ'র সম॥ ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁ'র দরশন। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥ জ্ঞানযোগমার্গে তাঁ'রে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম-আত্মরূপে তাঁ'রে করে অনুভব॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ২।১০৬,৬৫,২৪-২৬)। "যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্‌ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা ৫।৪০)—যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত

নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদিবিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

"শক্তিঃ স্বাভাবিকী কৃষ্ণে ত্রিধা চেত্যুপপদ্যতে। সন্ধিনী তু বলং সম্বিজ্‌জ্ঞানং হ্লাদকরী ক্রিয়া॥ শক্তি-শক্তিমতো ভেদো নাস্তীতি সার-সংগ্রহঃ। তথাপি ভেদবৈচিত্র্যমচিন্ত্যশক্তিকার্য্যতঃ॥ সন্ধিন্যা সর্ব্বমেবৈতৎ নামরূপগুণাদিকম্। চিন্মায়াভেদতোঽভেদো বিশ্ববৈকুণ্ঠয়োঃ কিল ॥ সম্বিদা দ্বিবিধং জ্ঞানং চিন্মায়াভেদতঃ ক্রমাৎ। চিন্মায়াভেদতঃ সিদ্ধং হ্লাদিন্যা দ্বিবিধং সুখম্॥ হ্লাদিনী শ্রী-স্বরূপা যা সৈব কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্করী। মহাভাব-স্বরূপা সা হ্লাদিনী বার্ষভানবী॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—শাস্ত্রে কৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে; বল (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্বিৎ) ও ক্রিয়া-(হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন,—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সার। তথাপি অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী-শক্তির কার্য্য। চিদ্‌গত-সন্ধিনী ও মায়াগত-সন্ধিনীভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। চিদ্‌গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্-ভেদে জ্ঞানও দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদ্‌গত-হ্লাদিনী ও মায়াগত-হ্লাদিনীভেদে হ্লাদিনীশক্তি হইতে 'চিৎসুখ' ও 'মায়িক-সুখ' এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হ্লাদিনী-শক্তি কৃষ্ণপ্রিয়দাসী শ্রী-স্বরূপিণী। তিনি মহাভাবস্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ।" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)—সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ-চিৎস্বরূপ; অতএব

জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না। যেহেতু তাহাও অবিচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম—পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া-(হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা। চিচ্ছক্তিবিষয়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা পুরাণে বৈষ্ণবে তু যা। সা চৈবাত্রাত্ম-শক্তিত্বে বর্ণিতা তত্ত্বনির্ণয়ে॥" বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর পরা শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বনির্ণয়ে সেই শক্তিকেই ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা,—

"অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা বা বৈষ্ণবে হ্যনুবর্ণ্যতে। মায়াখ্যয়া চ সা প্রোক্তা হ্যাম্নায়ার্থবিনির্ণয়ে॥" বিষ্ণুপুরাণে যে 'অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞা'-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বেদার্থ-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উহাই 'মায়া'-নাম্নী শক্তি বলিয়া কথিত। তটস্থ জীবশক্তিবিষয়ে,—

"ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ যা শক্তিঃ সা তটস্থা নিরূপিতা। জীবশক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া জীবাশ্চনেকধা॥" বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১ শ্লোক) যে 'ক্ষেত্রজ্ঞা'-নাম্নী শক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই 'তটস্থা' বলিয়া নিরূপিতা হইয়াছে। তাহাকেই 'জীবশক্তি' বলে। সে শক্তি হইতে অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। "বিরোধভঞ্জিকা-শক্তিযুক্তস্য সচ্চিদাত্মনঃ। বর্ত্তন্তে যুগপদ্ধর্ম্মাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ॥ স্বরূপত্বমরূপত্বং বিভুত্বং মূর্ত্তিরেব চ। নির্লেপত্বং কৃপাবত্ত্বমজত্বং জায়মানতা॥ সর্ব্বারাধ্যত্বং

গোপত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যং নরভাবতা। সবিশেষত্বসম্পত্তিস্তথা চ নির্ব্বিশেষতা॥ সীমাবদ্‌যুক্তিযুক্তানামসীমতত্ত্ববস্তুনি। তর্কো হি বিফলস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধাম্নায়ে ফলপ্রদা॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য-বিরোধভঞ্জিকা-নাম্নী একটি শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ্য ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট, অতএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শুষ্কতর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধাবীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আরোহণ করে। আম্নায়-বাক্যসকল অনেক। দুই-একটি এইস্থলে উদ্ধৃত হইল,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯)—ভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন; তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত কর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" (ঈশোপনিষৎ, ৫ম মন্ত্র)—সেই আত্মতত্ত্ব

সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। "কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান। 'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি' নাম॥ 'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে। অন্তরঙ্গা 'স্বরূপশক্তি'—সবার উপরে॥ সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥ আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'। চিদংশে 'সম্বিৎ' যারে জ্ঞান করি' মানি॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫১-১৬০)॥ ৪॥

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি॥" (তৈত্তিরীয় ২।৭)—সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ড তত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন। "বেদার্থবৃংহণং যত্র তত্র সর্ব্বে মহাজনাঃ। অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্॥ সনকাদি-শিব-ব্যাস-নারদাদি-মহত্তমাঃ। শাস্ত্রেষু বর্ণয়ন্তি স্ম কৃষ্ণলীলাত্মকং রসম্॥ লব্ধং সমাধিনা সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপোদিতং শুভম্। অপ্রাকৃতঞ্চ জীবে হি জড়ভাববিবর্জ্জিতে॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—শ্রীমদ্ভাগবতাদি বেদার্থবৃংহণরূপ শাস্ত্রে মহাজনসকল কৃষ্ণাশ্রিত শুদ্ধ রসকে অন্বেষণ করেন। শ্রীসনকাদি, শ্রীশিব, শ্রীব্যাস ও শ্রীনারদাদি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত শাস্ত্রে জড়ভাববিবর্জ্জিত শুদ্ধ জীবে সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ কৃষ্ণকৃপোদিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাত্মক রসকে বর্ণন করিয়াছেন। এবম্ভূত অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এ জগতে জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেবই আনিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ আনেন নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত একটি শ্লোক এস্থলে আলোচ্য— "প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ, কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-

মহামাধুরীষু প্রবেশঃ। কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ১৩০ শ্লোক)—হে ভ্রাতঃ! প্রেমনামক পরমপুরুষার্থ কে শুনিয়াছিল? শ্রীহরিনামের মহিমা কে জানিত? শ্রীবৃন্দাবনের পরমমাধুরীতে কাহার প্রবেশ ছিল? পরমাশ্চর্য্যমাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকারূপা পরা শক্তিকেই বা কে জানিতেন? একমাত্র পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই সমস্ত তত্ত্ব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। রস দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য রস পঞ্চপ্রকার। গৌণ রস সপ্ত প্রকার। পঞ্চ প্রকার মুখ্যরস রতিভেদে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীতে উদিত হয়। শান্তরতি সমা অবস্থায় ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে বিষয় করিয়া দেখে। সান্দ্র-অবস্থায় পরব্যোমনাথকে বিষয়রূপে লক্ষ্য করে। দাস্যরতি ঐশ্বর্য্যপরা হইলে পরব্যোমনাথকে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে; কেবলা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে। সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতি কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিষয় বলিয়া জানে না। "সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ যৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ড, সার। শর্করা, সিতা-মিছরি, উত্তম মিছরি আর॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৭-১৭৯)। সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৩২)—শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই। তথাপি শৃঙ্গার-রস বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। "বিভাবাদ্যৈর্জ্জড়োদ্ভূতৈ রসোঽয়ং ব্যবহারিকঃ। অপ্রাকৃতৈ-বিভাবাদ্যৈ রসোঽয়ং পারমার্থিকঃ॥ পরমার্থরসঃ কৃষ্ণস্তন্মায়াছায়য়া পৃথক্। জড়োদিতং রসং বিশ্বে বিতনোতি বহির্ম্মুখে॥ ভাগ্যবাংস্তং পরিত্যজ্য

ব্রহ্মানন্দাদিকং স্বকম্। চিদ্বিশেষং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণরসাব্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ তস্যৌপনিষদং সাক্ষাৎ পুরুষং কৃষ্ণমেব হি। আত্মশব্দেন বেদান্তা বদন্তি প্রীতিপূর্ব্বকম্॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রী দ্বারা পুষ্ট রতি যেস্থলে রস হয়, উহা ব্যবহারিক। অপ্রাকৃত বিভাবাদি-পুষ্ট রতি যেস্থলে রস হয়, উহা পারমার্থিক। পারমার্থিক রসের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। ছায়ারূপা মায়াতে সে রসের হেয় প্রতিফলন। সুতরাং তাহা চিদ্রস হইতে পৃথক্। বহির্ম্মুখ জড়জগতে জড়ীয় রসেরই বিস্তৃতি। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই স্বগত-ব্রহ্মানন্দাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদ্বিশেষকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসসিন্ধুকে প্রাপ্ত হন। 'বৃহদারণ্যকে' "তস্যৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (আমি উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি), এই বাক্যের উদ্দিষ্ট পুরুষই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। বেদান্তে "আত্ম'-শব্দ উল্লেখ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকেই বর্ণন করিয়াছেন। "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি।" (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২)— আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সর্ব্বস্ব,—জীব এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বরাট্ হন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা পরম-অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীতি-বিশেষ হইলেও স্বরূপবিহীন। ভগবত্তত্ত্বেই সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবৎপ্রকাশ দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যপ্রধান প্রকাশ ও মাধুর্য্যপ্রধান প্রকাশ। ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতির সম্বন্ধে যে শান্তরস আছে, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র। ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-প্রকাশের সম্বন্ধে উপাসকের কেবল-দাস্যরসই উদিত হয়। ভগবদৈশ্বর্য্য এত অধিক ও জীবের ক্ষুদ্রতা এত অধিক যে, পরস্পরের মধ্যে একটী সম্ভ্রমবুদ্ধি না হইয়া আর উপায় নাই। সেই

সম্ভ্রমবুদ্ধিসত্ত্বে জীবের উচ্চরসের অধিকার হয় না। "ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ আমাকে ত' যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে॥ মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥ আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন। সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥ মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতিহীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥ সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম॥ প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ এই শুদ্ধভক্তি লৈঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৪।১৭-২৭)" ॥ ৫॥

"চিৎসূর্য্যঃ পরমাত্মা বৈ জীবাশ্চিৎপরমাণবঃ। তৎকিরণকণাঃ শুদ্ধাশ্চাস্মদর্থাঃ স্বরূপতঃ॥ অচিন্ত্যশক্তিসম্ভূত-তটস্থধর্ম্মতঃ কিল। চিৎস্বরূপস্য জীবস্য মায়াবশ্যঞ্চ সিধ্যতি॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ইতি যদ্ভগবদ্বাক্যং গীতোপনিষদি শ্রুতম্। জীবস্য তেন শক্তিত্বে সিদ্ধে ভেদো ন সিধ্যতি॥ জীবো মায়াবশঃ কিন্তু মায়াধীশঃ পরেশ্বরঃ। এতদাম্নায়-বাক্যাত্তু ভেদো জীবস্য সর্ব্বদা॥ ভেদাভেদপ্রকাশোঽয়ং যুগপজ্জীব এব হি। কেবলাভেদবাদস্যাবৈদিকত্বং নিরূপিতম্॥ মায়াবশত্বধর্ম্মেণ মায়াবাদো ন সম্ভবেৎ। যতো মায়াঽপরাশক্তিঃ পরয়া জীবনির্ম্মিতঃ॥ মায়াবৃত্তিরহঙ্কারো জীবস্তদতিরিচ্যতে। মায়াসঙ্গবিহীনোঽপি জীবো ন হি বিনশ্যতি॥ মায়াবাদভ্রমার্ত্তানাং সর্ব্বং হাস্যাস্পদং মতম্। অদ্বৈতস্য নিষ্কলস্য নির্লিপ্তস্য চ ব্রহ্মণঃ॥ প্রতিবিম্বপরিচ্ছেদো কথং স্যাতাং চ কুত্রচিৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি-

লাভেঽপি কথং নির্ভয়তা ভবেৎ॥ রজ্জুসর্প-ঘটাকাশ-শুক্তিরজত-যুক্তিষু। অদ্বৈতহানিরেব স্যাদযথোদাহৃতেষু বৈ॥ ব্রহ্মলীলা যদা মায়া তদা তস্যাঃ ক্রিয়া কথম্। কস্য বা স্পৃহয়া তস্যাঃ প্রবৃত্তিরূপজায়তে॥ ব্রহ্মেচ্ছা যদি তদ্ধেতুঃ কুতস্তন্নির্ব্বিকারতা। মায়েচ্ছা যদি বা হেতুর্দুর্ভাগ্যং ব্রহ্মণো হি তৎ॥ মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং সর্ব্বং বেদবিরুদ্ধকম্। প্রাকৃতাং যুক্তিমাশ্রিত্য প্রকৃতার্থবিড়ম্বনম্॥ অচিন্ত্যশক্তিবিশ্বাসাজ্ জ্ঞানং সুনির্ম্মলং ভবেৎ। ব্রহ্মণি নির্ব্বিকারে স্যাদিচ্ছাশক্তির্ব্বিশেষতঃ॥ তদিচ্ছাসম্ভবা সৃষ্টিস্ত্রিধা তদীক্ষণশ্রুতেঃ। মায়িকা জৈবিকী শুদ্ধা কথং যুক্তিঃ প্রবর্ত্ততে॥ নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। শ্রুতিবাক্যমিদং লব্ধ্বাঽচিন্ত্যশক্তিং বিচারয়॥ ভেদবাক্যানি লক্ষ্যাণি দ্বা সুপর্ণাদি-সূক্তিষু। তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যেষু চাভেদত্বং প্রদর্শিতম্॥ সর্ব্বজ্ঞবেদবাক্যানাং বিরোধো নাস্তি কুত্রচিৎ। ভেদাভেদাত্মকং তত্ত্বং সত্যং নিত্যঞ্চ সার্থকম্॥ একদেশার্থ-মাশ্রিত্য চান্যদেশার্থকল্পনম্। মতবাদপ্রকাশার্থং শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থনম্॥ কর্ম্মমীমাংসকানাং যদ্বিজ্ঞানং শ্রুতিনিন্দনম্। মূর্খত্বমেব তেষাং তন্ন গ্রাহ্যং তত্ত্ববিজ্জনৈঃ॥ বিভিন্নাংশো হি জীবোঽয়ং তটস্থশক্তিকার্য্যতঃ। স্বস্বরূপ-ভ্রমাদস্য মায়াকারাগৃহস্থিতিঃ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)— পরমাত্মা চিৎসূর্য্য। জীবসকল তাঁহার কিরণ-পরমাণু। বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বই জীবের স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ অহংপদবাচ্য। পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-নিঃসৃত তটস্থ-শক্তিধর্ম্মে জীবের অণুত্বনিবন্ধন মায়াবশ্য ধর্ম্ম গঠন-সিদ্ধ। "অপরেয়মিতঃ" শ্লোকে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে,— জীব মায়াতীত কোন পরা শক্তি, অতএব পরমাত্মা হইতে নিতান্ত অভেদ বা ভেদ নয়। জীব মায়াবশ ও ঈশ্বর মায়াধীশ,—এই আম্নায়-বাক্যে জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য ভিন্নতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়; সুতরাং জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ অভেদ ও ভেদ, ইহাই সিদ্ধ। কেবলাভেদ-

বাদ অবৈদিক। মায়াবশ বলিলে মায়াবাদ হয় না। মায়াবাদমতে জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্য তত্ত্ব। মায়াবশ বলিলে ইহাই স্থির হয় যে, 'মায়া'-শব্দশূন্য চিৎকণ জীব স্বীয় অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়া-কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার যোগ্য। মায়া অপরা শক্তি, কিন্তু জীব পরা শক্তিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। জড় অহঙ্কার মায়াবৃত্তি। জীব তাহা হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ চিন্ময় পদার্থ। জীব মায়াযুক্ত হইলেও জীবত্ব-হানিরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হন না। মায়াবাদ একটি ভ্রম। সেই ভ্রমপীড়িত ব্যক্তিদিগের মত সম্পূর্ণরূপে হাস্যাস্পদ। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্লেপ। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছেদ কিরূপে বা কাহাতে সম্ভব হয়? আবার অদ্বৈতসিদ্ধিতে জীবের নির্ভয়তাই বা কিরূপে হয়? রজ্জু-সর্প, ঘটাকাশ, শুক্তি-রজত উদাহরণসকল অযথা উদাহৃত হইয়া থাকে; তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধি দূরে থাকুক, অদ্বৈতহানিই হয়। মায়াকে যদি ব্রহ্মলীলা-প্রকৃতি বলিয়া মানা যায়, তাহাতে কেবল-অদ্বৈততা থাকে না। তথাপি ভিক্ষাস্বরূপ মানিয়া লইলেও তাহার আবার ক্রিয়া কিরূপে হয়? কাহার ইচ্ছাতে সে-মায়ার ক্রিয়াপ্রবৃত্তি? যদি ব্রহ্মেচ্ছা তাহার প্রবৃত্তিহেতু হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপে নির্ব্বিকার হন? যদি ব্রহ্মকে নির্ব্বিকার রাখিয়া মায়ার ইচ্ছা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপ আর একটি তত্ত্ব হইয়া উঠে এবং ইচ্ছাহীন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্বিত করিয়া ফেলে; তাহা ব্রহ্মের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। যদি ব্রহ্ম ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি করেন—এরূপ একটি কল্পিত মত মানা যায়, তাহাও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অভাবে ব্রহ্মের শক্তিবশ্যতারূপ দুর্ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র, সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ। ইহাতে প্রাকৃত যুক্তি দ্বারা বেদের অপ্রাকৃত অর্থসকলের বিড়ম্বনামাত্র লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি বিশ্বাস করিলে জ্ঞান

সুনির্ম্মল হয়। ব্রহ্মে অদ্বৈত, নিষ্কল ও নির্ব্বিকারত্বাধর্ম্ম যেরূপ স্বীকৃত, সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইলে তদ্দ্বারা নির্ব্বিকারতা ও ইচ্ছাময়তা যুগপৎ সুন্দররূপে অবস্থিত করিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য করে। "স ঐক্ষত"—এই বেদবাক্যে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে অচিন্ত্যশক্তি মায়িকী, জৈবী ও শুদ্ধ-চিদ্বিষয়িণীরূপ ত্রিধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এরূপ বিশ্বাস আর সন্দেহ-পরাহত হইবে না। "নাহং মন্যে" শ্রুতিতে অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 'দ্বা সুপর্ণাদি' বাক্যে নিত্য-ভেদ ও 'তত্ত্বমস্যাদি'-বাক্যে নিত্য-অভেদ উপদিষ্ট। সর্ব্বজ্ঞ-বেদবাক্যে কোন স্থলে বিরোধ নাই। অতএব বেদের মত এই যে, যুগপৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-স্বরূপ-তত্ত্বই সত্য, নিত্য ও সার্থক। বেদের একদেশের অর্থ গ্রহণ করিয়া মতবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অন্য দেশের অর্থ তদনুগত করিবার চেষ্টাই শ্রুতিশাস্ত্র-কদর্থন। কর্ম্মমীমাংসক-দিগের বিজ্ঞান-শ্রুতিতে অশ্রদ্ধাই তাহাদের মূঢ়তা। তাহা পণ্ডিতজনে স্বীকার করেন না। অতএব বেদসিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরকোটি হইতে পৃথগ্‌ভূত বিভিন্নাংশ-তত্ত্বরূপ জীব কৃষ্ণের তটস্থশক্তি। 'জীব শুদ্ধ চিৎ-পদার্থ, স্বভাবতঃ কৃষ্ণানুগত'—এই স্বরূপ-ভ্রম হইতে জীবের মায়া-কারাগারে অবস্থিতি। 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (শ্রীগীঃ ৭।৪-৫)—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটী স্থূলজড় এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই তিনটী সূক্ষ্মজড়,—এই অষ্ট প্রকারে ভিন্নস্বরূপা আমার অপরা বা মায়াপ্রকৃতি। ইহা হইতে পৃথক্ আমার একটী পরা প্রকৃতি জীবস্বরূপা, যদ্দ্বারা এই জগৎ পরিপূরিত। জীবের স্বরূপ এই যে,—জীব কৃষ্ণদাস; কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ। যে শক্তি চিদচিদুভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম তটস্থা। তাহাও ভেদাভেদ-প্রকাশ

অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। কেবল-ভেদ বা কেবল-অভেদ নহে। "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯)—সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়-মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থানস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয়-স্থানই দেখিতে পান। "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যস্ত্বনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবতস্তদীয়জ্ঞানভাবাত্তদীয়জ্ঞানাভাবাচ্চ। তত্র প্রথমোঽন্তরঙ্গা শক্তিবিলাসানুগৃহীতো নিত্যভগবৎপরিকররূপো গরুড়াদিকঃ। অস্য চ তটস্থত্বং জীবত্বপ্রসিদ্ধেরীশ্বরত্বকোটাবপ্রবেশাৎ। অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী।" (শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ, ৪৭ সংখ্যা)—জীব অনন্ত। তাহারা বর্গদ্বয়ে বিভক্ত। এক বর্গ অনাদি হইতে ভগবদুন্মুখ, অন্যবর্গ অনাদি হইতে ভগবৎপরাঙ্মুখ। ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা ভগবদুন্মুখত্ব ও ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব হইয়াছে। ভগবদুন্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা শক্তিবিলাসানুগৃহীত নিত্য ভগবৎপার্ষদবর্গ, যথা গরুড়াদি। তাঁহারা ঈশ্বরকোটিতে প্রবিষ্ট হন নাই; ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, অতএব তটস্থ। দ্বিতীয় বর্গ ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব-প্রযুক্ত অন্তরঙ্গা শক্তির সহায়তাশূন্য, অতএব সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করত সংসারী করিয়াছে। "মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥ জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥ সূর্য্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাচয়। কৃষ্ণ 'ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ। জীবতত্ত্ব

হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে। দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন। 'জীব'-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥ স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥ সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার। এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্যসংসার' ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২ ; ২০।১০৮-১০৯, ১১৭, ৩০৮-৩০৯, ২৭৩ ; ২২।৯-১০) ॥ ৬ ॥

"সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। ইত্যাদ্যুপনিষদ্বাক্যান্নির্গুণো জীব এব হি ॥ চেতনঃ কৃষ্ণদাসোঽহমিতিজ্ঞানে গতে পরে। প্রকৃতেগুর্ণ-সংযোগাৎ কর্ম্মবন্ধোঽস্য সিধ্যতি ॥ কর্ম্মচক্রগতস্যাস্য সুখদুঃখাদিকং ভবেৎ। ষড়্‌গুণাব্ধিনিমগ্নস্য স্থূললিঙ্গ-ব্যবস্থিতঃ ॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—বেদে বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি অপরা বা জড়া প্রকৃতির গুণ। জীব স্বভাবতঃ নির্গুণ ; ক্ষুদ্রতাবশতঃ ভগবদ্বৈমুখ্য দ্বারা যখন দুর্ব্বল হইলেন, তখনই মায়াগুণসকল প্রবল হইয়া তাঁহাকে পরাভব করিল। তখন সুতরাং "আমি চেতন পদার্থ ও কৃষ্ণদাস"—এরূপ জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া গেলে প্রকৃতিগুণসংযোগবশতঃ জীবের কর্ম্মবন্ধ সিদ্ধ হইল। কর্ম্মচক্রগত জীবের স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীর দ্বারা ষড়্‌গুণসমুদ্রে পতন ও ক্রমশঃ নিমগ্নক্রমে সমস্ত সুখদুঃখাদি উদয় হয়। এই অবস্থার নামই শুদ্ধজীবের মায়াকবলিত দুরবস্থা। ইহা জীবের ভাব বা গঠনসিদ্ধ তটস্থ-ধর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে। জীব শুদ্ধবস্তু, মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহার উপাধি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয় ঐ উপাধির ফল। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" (মুণ্ডক ৩।১।১)—ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ও জীব এই অনিত্য জগদ্রূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুই সখার ন্যায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে

পিপ্পল-ফল সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যটি অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৭)—সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হইলেন। "পরেশবৈমুখ্যাত্তেষামবিদ্যাভিনিবেশঃ। স্ব-স্বরূপ-ভ্রমঃ। বিষমকামঃ কর্ম্মবন্ধঃ। স্থূললিঙ্গাভিমানজনিত-সংসারক্লেশশ্চ।" (শ্রীল ঠাকুর-কৃত 'আম্নায়সূত্র', ৩৫-৩৮)—পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ায় তাঁহাদের (জীবগণের) দ্বিতীয়াভিনিবেশ ঘটিয়াছে। সেই কারণেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। স্বরূপভ্রমবশতঃ তাঁহাদের ভয়ঙ্কর কাম-কর্ম্মবন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিই সংসার-ক্লেশের কারণ। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)—জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও জীব সূক্ষ্ম ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব। জড়ীয় কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগকে শতধা কল্পিত করিলেও জীবের সূক্ষ্মতার সমান হয় না। যদিও জড়ের মধ্যে জীব এত ক্ষুদ্র বটে, তথাপি তাহা অপ্রাকৃত বস্তু ও আনন্ত্যধর্ম্মের যোগ্য। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥" (শ্বেতাশ্বতর ৫।১০)—জীবের স্থূলশরীরই স্ত্রী-পুরুষ ও নপুংসক লক্ষণে লক্ষিত হয়। কর্ম্মফলে জীব যে যে শরীর লাভ করেন, তাহাতেই তিনি থাকেন। বস্তুতঃ জীব আত্মগত বস্তু; বাহ্যদর্শনে স্ত্রী-পুরুষ হইলেও জড়দেহের পরিচয় তাঁহার পক্ষে যথার্থ নয়। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।" (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৭)—ঈশজ্ঞান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয় বস্তু যে মায়িক অবিদ্যা, তাহার অভিনিবেশে জীবের সংসার-ভয়, বিপর্য্যয় (দেহে আত্মবুদ্ধি) ও অস্মৃতি (স্বরূপভ্রম) হইয়াছে। বিপর্য্যয়ভাবই স্ব-স্বরূপ-ভ্রম। জীব

চিদ্বস্তু। তিনি চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থশক্তিকর্তৃক প্রকটিত হইয়া সেইস্থান হইতে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন। একটু ভগবজ্‌জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা সেই জ্ঞান-সংসর্গ-প্রসঙ্গে চিদভিলাষী হইলেন, তাঁহারা নিত্য ভগবদুন্মুখতা-প্রযুক্ত চিচ্ছক্তিবিলাসগত হ্লাদিনীবল প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপার্ষদরূপে চিজ্জগতে নীত হইলেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে অন্যপার্শ্বাস্থিতা মায়াতে মোহিত হইয়া লোভ করিলেন, তাঁহারা মায়াকর্তৃক আহূত হইয়া মায়িক জগতে আকৃষ্ট হওয়ায় মায়াধীশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতারকর্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহা কেবল তাঁহাদের নিত্য-ভগবদ্‌বৈমুখ্যের ফল। মায়া-মধ্যগত হইবামাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তাঁহাদিগকে লিপ্ত করিল। অবিদ্যালিপ্ত হইয়া তাহাতে অভিনিবেশ করাতে অবিদ্যা-বন্ধ কর্ম্মের চক্রে পড়িলেন। "নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ। নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥ কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥ তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১২-১৫)॥ ৭॥

"এবং পঞ্জরবদ্ধোঽয়ং জীবঃ শোচতি সর্ব্বদা। কদাচিৎ সৎপ্রসঙ্গেন তস্য মোক্ষো বিধীয়তে॥" (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—স্থূললিঙ্গ-শরীরদ্বয় পঞ্জরস্বরূপ হইয়া চিন্ময় জীবকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছে। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বদা শোক করিয়া থাকেন। কদাচিৎ ভাগ্যোদয়ে সাধুপ্রসঙ্গে তাঁহার মায়াবন্ধ দূর হয়। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া অনাদিকর্ম্মবাসনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও তাঁহার তটস্থ গঠন ও ধর্ম্ম বিগত হয় না। এই অবস্থায় নিসর্গজনিত মায়িক সংস্কার প্রবল হইলেও জীবের লীনপ্রায় চেতনস্বভাব যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা অবশ্যই থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই স্বীয়-

স্বভাব ক্রমশঃ নিজ পরিচয় দিতে থাকে। সৎপ্রসঙ্গই একমাত্র সুযোগ। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)—যাঁহার কৃষ্ণে পরা ভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অধিকাররূপা শ্রদ্ধা হয় এবং সাধু-গুরুতে তদ্রূপ শ্রদ্ধা হয়, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই বেদতাৎপর্য্য কথিত ও প্রকাশিত হয়। "সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ 'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৩,৪৫, ৫৪, ৩৩)। বহুজন্মের সুকৃতির ফল হইতে ভাগ্যোদয় হইলে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার ফলে ক্রমে ভজন, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির পর কৃষ্ণরতি উদয় হয়। যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, সেই জীবনে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এইজন্যই শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গকে সকল কল্যাণের মূল বলা যায়। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥" (শ্রীভাঃ ২।১০।৬)—জীব চিৎ-স্বরূপ; শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। অবিদ্যা-প্রবেশ তাঁহার পক্ষে বৈরূপ্য। তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম—মুক্তি। "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ॥' (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)— এই জীব মুক্তিলাভপূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃতস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। তিনিই উত্তমপুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥ জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু

করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬, ২৯)—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। এইজন্যই জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তিপ্রার্থনা করেন না, কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন। "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥" (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ১০৭ শ্লোক)—হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তবে তোমার দিব্য-কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, তখন ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কেননা, স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে দাসীর ন্যায় আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে; আর ধর্ম্মার্থকামসকল যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরূপভাবে তোমার চরণসেবার জন্য আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। ভক্তদিগের মুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপমুক্তি ও বস্তুমুক্তি। যাঁহারা ভজনবলে এই জড়জগতেই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহান্তপর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তি তাঁহাদিগের সেবা আরম্ভ করেন। দেহটা যদিও মায়ার অধিকারে বটে, তথাপি তাঁহাদের আত্মা সাক্ষাৎ চিদ্ধামে পরমানন্দে মগ্ন হন; তাঁহাদের এ অবস্থায় স্বরূপমুক্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দেহত্যাগ হইলেই কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের বস্তুমুক্তি হইবে॥ ৮॥

বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতমত প্রচার করেন। তাহাই এক-প্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত

সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারি প্রকার; তাহার বিবরণ এই—(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (২) শ্রীমধ্বাচার্য্য 'শুদ্ধদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য 'দ্বৈতাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন; শ্রীবিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। (ক) শ্রীরামানুজ-মতে চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (খ) শ্রীমধ্ব-মতে জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (গ) শ্রীনিম্বাদিত্য-মতে জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ; অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (ঘ) শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। "ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ। 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥ পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি॥ বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই ত' প্রমাণ। দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥ অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥ তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥ নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥ বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্'। ষড়্ বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম॥ তাঁ'রে

'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ অপাদান, করণ, অধিকরণ, কারক তিন। ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার। হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১২১-১২৬, ১৩৮,১৪০ ; মঃ ৬।১৪৪, ১৫২) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়, ৩।১)—'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে',—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে',—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল-নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত আকার।

পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটিমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়"। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে। "সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু তত্ত্ব-

মেকং বিনিশ্চিতম্। নাবিদ্যাকল্পিতং বিশ্বং ন জীবনির্ম্মিতং কিল॥ অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ। সতত্ত্বে বিশ্ব এতস্মিন্ বিবর্ত্তো ন প্রবর্ত্ততে॥ অচিন্ত্যশক্তিযুক্তস্য পরেশস্যেক্ষণাৎ কিল। মায়ানাম্ন্যপরাশক্তিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥ ভেদাভেদাত্মকং বিশ্বং সত্যং কিন্তু বিনশ্বরম্। ন তত্র জীবজাতানাং নিত্যসম্বন্ধ এব চ॥ ন ব্রহ্মপরিণামো বৈ শক্তেঃ পরিণতিঃ কিল। স্থূললিঙ্গাত্মকং বিশ্বং ভোগায়তনমাত্মনঃ॥” (শ্রীভক্তিবিনোদ-কারিকা)—সমস্ত শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে একটি সনাতন-তত্ত্ব জানা যায়। তাহা এই যে,—এই বিশ্ব সত্য, অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তু নয়। ইহা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই হইয়াছে, জীবনির্ম্মিত নয়। মিথ্যা বস্তুতে সত্যজ্ঞান করার নাম ‘বিবর্ত্ত’। এই বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য, অচিন্ত্যশক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই হইয়াছে, ইহাতে বিবর্ত্তের স্থল নাই। পরমেশ্বরের ‘মায়া’নাম্নী অপরা শক্তি তদিচ্ছাক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমময় জড়জগৎকে প্রসব করিয়াছে। বিশ্ব সমস্তই অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক। বিশ্ব সত্য হইলেও নিত্যসত্য নয়। “নিত্যো নিত্যানাং” (কঠ ২।২।১৩)—এই শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। কেবল-ভেদ বা কেবল-অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ—এ সকলই শ্রুতিশাস্ত্রের একদেশসম্মত, অন্যদেশ-বিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-মত বেদের সর্ব্বদেশসম্মত সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত। এই জড়জগতে জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই। জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি-পরিণাম, বস্তু-পরিণাম নয়। এই স্থূললিঙ্গাত্মক বিশ্ব জীবের ভোগায়তন-মাত্র॥ ৯॥

“অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥” (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)। “অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি’ জ্ঞান, কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥” (শ্রীচৈঃ চঃ

মঃ ১৯।১৬৮)—সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম কৃষ্ণভক্তি। ভক্তির উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত সমস্ত-বাঞ্ছারহিতভাবে এবং অন্য দেবাদিতে পৃথগীশ্বরবুদ্ধিতে পূজা না করিয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার সহিত জ্ঞান ও কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অনুশীলন জ্ঞান ও যোগমার্গে-ই সম্ভব; অতএব তাহা ভক্তি নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের যে অহৈতুকী অব্যবহিতা আত্মবৃত্তি, তাহাই ভক্তিলক্ষণে লক্ষিত হয়। ভক্তির সাধনাবস্থায় চারিটী ক্রিয়া-লক্ষণ ও সাধ্যাবস্থায় দুইটী ক্রিয়া-লক্ষণ। (১) অবিদ্যা (পাপবীজ), পাপবাসনা ও পাপ তথা অবিদ্যা (পুণ্যবীজ), পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সকল ক্লেশনাশই সাধন-ভক্তির প্রথম লক্ষণ। (২) জগৎপ্রীণন, জগতের অনুরক্তত্ব, সমস্ত সদ্গুণ ও শুদ্ধসুখ প্রদান করাই দ্বিতীয় লক্ষণ। (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া সাধন-ভক্তির তৃতীয় লক্ষণ। (৪) ফলভুক্তিতে গাঢ় আসক্তিরহিত হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল চিরকাল অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি লাভ হয় না, এই সুদুর্লভতাই সাধন-ভক্তির চতুর্থ লক্ষণ। (ক) সান্দ্রানন্দ-বিশেষ-স্বরূপতা ও (খ) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্বই সাধ্যভক্তির নিত্য লক্ষণদ্বয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূঃ বিঃ ১।১২) বলেন,—"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা। সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥" "সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ পঞ্চরাত্রবাক্যম্)—হে সুরর্ষে, শ্রীহরির উদ্দেশে যে সমস্ত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই সাধন-ভক্তি বা উপায়-ভক্তি বলে; তাহাদ্বারা পরাভক্তি বা সাধ্য-ভক্তি বা উপেয়-ভক্তি লাভ হয়। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥ 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস

কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪,৬২)—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই, জ্ঞান-কর্ম্মাদিচেষ্টা ভক্তিশূন্য হইলে বিফল,—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহাতে দৃঢ় ও অটল, তিনি ভক্তির উত্তমাধিকারী। যাঁহাতে কিঞ্চিদ্দৃঢ়, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। দৃঢ়তা নাই অথচ বিশ্বাস-প্রায় আছে অথবা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকেও ভয় হয়—এরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার, তিনি ভক্তির কনিষ্ঠাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী দুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাধিকারমিশ্র ও কর্ম্মজ্ঞানা-ধিকারশূন্য। কর্ম্মজ্ঞানাধিকারশূন্য কনিষ্ঠাধিকারী সাধুসঙ্গে উত্তম হইবেন। কর্ম্মজ্ঞানাধিকারমিশ্র কনিষ্ঠাধিকারিগণ বিশেষ কষ্টে ও অত্যন্ত প্রবল সাধুকৃপায় উন্নত হইতে পারেন। "মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্ম্মাধি-কারিতা।" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮২)—মৃদুশ্রদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার স্বল্পমাত্রও শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মাধিকারিতাও অল্প অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডেও তাঁহার অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে। দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্ত্যধিকারীর লক্ষণ এইরূপ,—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽ-জিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)—হে ভগবন্, কর্ম্মমার্গের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাঁহারা ভক্ত্যনুকূল স্থানে স্থিত হইয়া সাধুগণের মুখনিঃসৃত শ্রবণ-পথগত আপনার লীলাকথাকে নমস্কারপূর্ব্বক জীবন-নির্ব্বাহ করেন, হে অজিত, প্রায়ই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক ত্রিলোকের মধ্যে আপনি জিত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকেন। অনেক ভক্তিবাসনারূপ সুকৃতিবলে জীব ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাহা লাভ করিলে জড়বিষয়ে জীবন-নির্ব্বাহমাত্র-চেষ্টারূপে অন্যভক্তি উদিত হয়; কিন্তু বৈরাগ্য হয় না। "ভুক্তিমুক্তি-

স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৫)—ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা-পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা অত্যন্ত বিরোধী। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—ইহাদের মধ্যে সাযুজ্যমুক্তি ভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। তথাপি কৃষ্ণভক্তগণ সালোক্যাদি কোনপ্রকার মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" (শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩)—নিষ্ঠার সহিত বৈধী ভক্তি আচরণ করাই শাস্ত্রের আদেশ। সাধন-ভক্তির অঙ্গ-সকল অনেক, কিন্তু সংক্ষেপে বলিলে চৌষট্টি অঙ্গ হয়; যথা—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১১২-১২৬) সদ্গুরু-পাদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা, গুরুসেবা, সাধু-পথাবলম্বন, সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ, ভক্তিতীর্থে বাস, জীবন-নির্ব্বাহোপযোগী সংগ্রহ, হরিবাসর-সম্মান, ধাত্র্যশ্বত্থাদির গৌরব—এই দশটী অঙ্গ অন্বয়ভাবে প্রারম্ভমাত্র। বহির্ম্মুখ-সঙ্গত্যাগ, অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা, বহ্বারম্ভ পরিত্যাগ, ভক্তিশূন্যগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিশাস্ত্রের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-বর্জ্জন, ব্যবহারে অকার্পণ্য, শোক-আদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেবাবজ্ঞা পরিত্যাগ, নিজ কার্য্যের দ্বারা অন্য জীবের উদ্বেগ দান না করা, সেবা ও নামাপরাধ বর্জ্জন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দাশ্রবণ ত্যাগ,—এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে সাধন করিবে। গুর্ব্বাশ্রয়, দীক্ষা-শিক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটী অঙ্গ ইহাদের মধ্যে প্রধান। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ, হরিনামাক্ষরধারণ, নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ, কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, ভগবৎস্থানে গমন, পরিক্রমা, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত, সংকীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, নৈবেদ্যাস্বাদন, পাদ্যাস্বাদন, ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, ঈক্ষণ, আরাত্রিক-

উৎসবাদি দর্শন, কৃপাদৃষ্টি গ্রহণ ও প্রিয়বস্তুর উপহার, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, সর্ব্বদা শরণাপত্তি, তদীয় তুলসী, ভাগবত, মথুরা ও বৈষ্ণবের সেবা, যথাসাধ্য সদ্‌গোষ্ঠীর সহিত মহোৎসব, কার্ত্তিকব্রত, জন্মদিনাদির যাত্রা, শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকদিগের সহিত ভাগবতার্থ-আস্বাদন, সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ—আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন ও মথুরাবাস। শেষ পাঁচটি অঙ্গের স্বল্প-সম্বন্ধ হইলেও ভাবভক্তির উদয় হয়। এইসকল অঙ্গমধ্যে কতকগুলি কায়-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণ-সম্বন্ধীয় উপাসনা। অঙ্গসকল চৌষট্টিভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা নয় অঙ্গমাত্র। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥" (শ্রীভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)। "শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১১৮)—যিনি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধান-(জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া এই নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে। ভক্তিবিজ্ঞ পুরুষেরা কর্ম্মকে কোন অবস্থায় ভক্তির অঙ্গ বলেন না। কর্ম্মের কর্ম্মত্ব নাশ অর্থাৎ ভক্তিত্বের স্বরূপ ও ভক্তিনামপ্রাপ্তি না হইলে তাহা 'ভক্তি' বলিয়া পরিগণিত হয় না। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯)—কর্ম্ম নির্ব্বেদ হইলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকথায় যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য যদিও ভক্তি-প্রবেশের ঈষৎ উপযোগী বটে, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। তাহারা

প্রবল হইয়া চিত্তকে কঠিন করিলে সুকুমার-স্বভাবা ভক্তি সুখ পান না; অতএব সম্বন্ধ-তত্ত্বাববোধরূপ ভক্তি-আলোচনাই ভক্তির একমাত্র হেতু। অনাসক্তভাবে অনুকূলরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া যথাযোগ্য বিষয়সকল ভোগ করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, প্রেমভক্তিলহরী ১০ শ্লোক)—বৈধমার্গে আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধুগুরুসঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। তাহাতে ভাব চিরকাল সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু লোভ জন্মিলে আর অন্য লোভ থাকে না বলিয়া সহজেই অনর্থনাশ হয়। ভাবও ঐ লোভের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হয়। রাগমার্গে কেবল আভাস ও কপটতাকে দূর করা আবশ্যক। তাহা থাকিলে বিষমবিকার ও অনর্থমাত্র ফল হয়; ভ্রষ্ট রাগকে রাগ মনে করে। অবশেষে বিষয়সঙ্গই প্রকারান্তরে বলবান্ হইয়া জীবের অধোগতি করিয়া দেয়। বৈধসাধনের মধ্যে সদ্গুরু-পাদাশ্রয় করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসেবা, বৈষ্ণবসঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রের আদর, ভগবল্লীলাস্থলে বাস ও ভগবন্নামানুশীলনের সহিত স্বীয় সিদ্ধদেহে ব্রজবাসীর ভাব অনুসরণপূর্ব্বক মানসে ভাবমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন। তন্মধ্যে অতিশয় ভাগ্যবান্ জন, সাধুসঙ্গের সহিত ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হরিনাম আশ্রয়পূর্ব্বক ভাগবতসেবায় নিযুক্ত হন। নামাশ্রয়ে দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা নাই। নামাভাস ও নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশঃ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন। সাধুসঙ্গে নিরন্তর নামানুশীলনেই নামাপরাধ ক্ষয় হয়, অন্য

উপায়ে হয় না। শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। সান্তর নামানুশীলকই—বৈষ্ণব। নিরন্তর নামানুশীলকই—বৈষ্ণবতর। যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে শুদ্ধ নাম হয়, তিনিই বৈষ্ণবতম। "অতএব যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥ কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥ যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১, ১৬।৭২, ৭৪)। এইসকল সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবকে সম্মান করিবে। বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবে। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা বনবাসীই হউন, নিজ নিজ শ্রেণীতে সকলেই সমান। যাঁহার বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন। "শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ। সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, সাধনভক্তিলহরী ৪৩ শ্লোক)। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ-বৈষ্ণব অনাসক্ত-ভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত হরিনামরসের সাধন করিবে। কৃষ্ণরুচি সফল হইলে বিষয়রুচি যখন সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজেকাজেই অভাব-সঙ্কোচরূপ এক প্রকার সহজবৈরাগ্যভাব উদিত হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না॥ ১০॥

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।

'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥ তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'। 'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা॥ তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ। অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥ কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তা'র লেখা॥ নিষিদ্ধাচার, 'কুটিনাটী', 'জীব-হিংসন'। 'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়। স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥ 'প্রেমফল' পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥ তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেচন। সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥ এই ত' পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'। যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৬৪)। "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ সম্যঙ্মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১, প্রেমভক্তিলহরী ১ম শ্লোক)—কৃষ্ণে শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ-স্বরূপ অতিশয় মমতাময় গাঢ় আর্দ্রভাবকে প্রেম বলা যায়। সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিদ্-নামা বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। মায়াশক্তির অন্তর্গত যে সত্ত্ব, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব নয় অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্ব। কৃষ্ণে অতিশয় মমতাময় গাঢ় আর্দ্রভাব চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-বৃত্তিবিশেষ। তদুভয় মিলিত হইয়া যে পরমবৃত্তিরূপ চমৎকারভাব জীব-হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রেম। জড়জগতে মায়ার সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সমবেত হইয়া যে জড়ীয় প্রেম উৎপন্ন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিদ্গত প্রেমের হেয়

ছায়ামাত্র। শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভাব এবং আর্দ্রতারূপ চেষ্টা—উভয়ই প্রেমে লক্ষিত হয়। ভাবই স্থায়িভাব, তাহার প্রথম উদয়কে রতি বলে। "সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥ প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৭-১৭৮)। ভাবকে প্রীতির অঙ্কুর বলিয়াছেন ও তাহার উদয় হইলে যে প্রকার অবস্থা হয়, তাহাও বলিয়াছেন। "এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়। প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়॥ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়। ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায়॥ 'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' জানে॥ সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান। নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম॥ কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি। কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।২০, ২২,২৫,২৮,৩১)। "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥" (শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, ভাবভক্তিলহরী ১১ শ্লোক)—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, তাঁহার লীলাসম্বন্ধ-স্থলে বাস ইত্যাদি অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়। রতি অতি দুর্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতিতে যে সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে; অর্থাৎ প্রতিবিম্বরত্যাভাস ও ছায়ারত্যাভাস। প্রেম দুই প্রকার—কেবলপ্রেম ও মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগভক্তি-সাধনক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়। বিধিমার্গীয় সাধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সার্ষ্ট্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে কেবল-প্রেমই সর্ব্বোত্তম ফল। প্রেমও—ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থভেদে দ্বিপ্রকার। ভাবোত্থ আবার বৈধভাবোত্থ ও রাগানুগীয় ভাবোত্থভেদে দ্বিবিধ। প্রসাদোত্থ প্রেম বিরল। ভাবোত্থ প্রেমই সাধারণ। "কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়। তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥ অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥ রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥ সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে "প্রেম'-নাম। সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥ যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়। তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯-১৩, ৩৫)। "রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥ বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন। 'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ 'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৪,১৪৮, ১৫১-১৫২,১৫৪)। বিষয়প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখনই কৃষ্ণপ্রীতি; যখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়াভিমুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। স্বরূপলক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই স্থায়ী ভাব দাস্যাদি সম্বন্ধোদয়ে সামগ্রীসাহচর্য্যে রসতালক্ষণ প্রাপ্ত হয়। "পঞ্চাঙ্গে সদ্বিয়ামম্বয়সুকৃতিমতাং সংকৃপৈকপ্রভাবাদ্রাগ-প্রাপ্তেষ্টদাস্যে ব্রজজনবিহিতে জায়তে লৌল্যমদ্ধা। বেদাতীতা হি ভক্তি-

র্ভবতি তদনুগা কৃষ্ণসেবৈকরূপা ক্ষিপ্রং প্রীতির্বিশুদ্ধা সমুদয়তি তয়া গৌর-শিক্ষৈব গূঢ়া॥" (শ্রীভক্তিবিনোদকারিকা)—শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকগণের সহিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যাস্বাদন, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ রাগমার্গীয় সাধু-সঙ্গ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতি—এই পঞ্চাঙ্গসাধনে নিরপরাধ চিত্তের সহিত সম্বন্ধ করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টদাস্যে পুরুষের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে শ্রীব্রজবাসীর ভাবানুগা শ্রীকৃষ্ণসেবারূপা বেদাতীতা রাগানুগা-নামে সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্পকালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা-প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা॥ ১১॥

পূর্ব্ব শ্লোকসমূহে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণন করিয়া এক্ষণে সাধকের চরম কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেছেন। যিনি আত্মমঙ্গলকামী সারগ্রাহী, তিনি অভেদাশা অর্থাৎ মুক্তিস্পৃহা, বেদোক্ত বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের পদরেণুরূপে অনুভব-পূর্ব্বক একমাত্র শ্রীহরিনামাবতারকে আশ্রয় করেন এবং শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণনামানন্দরস পান করিতে থাকেন। সম্বোধনাত্মক যে শ্রীহরিনাম, তাহাই বিরহকাতর সাধকের সুতীব্র অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করিয়া শ্রীআশ্রয়বিগ্রহসমন্বিত শ্রীবিষয়-বিগ্রহের শ্রীপাদ-পদ্মের সহিত শ্রীগুরুসেবককে সেবাপ্রণয়-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করায়। ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ হইতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তদন্তরঙ্গ শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-শ্রীকবিরাজ - শ্রীনরোত্তম - শ্রীবিশ্বনাথ - শ্রীবলদেব - শ্রীমধুসূদন - শ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র পরম সাধ্য ও সাধন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ গাহিয়াছেন,—"যোগশ্রুত্যুপপত্তি-

নির্জ্জবনধ্যানাধ্বসম্ভাবিত-স্বারাজ্যং প্রতিপাদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ। অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবরশ্যামশ্যামলধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥" (পদ্যাবলী, ১৮ শ্লোক)—অষ্টাঙ্গ-যোগ, বেদানুশীলন, নির্জ্জনবনে অবস্থানপূর্ব্বক ধ্যানাদি সাধন ও তীর্থ-পর্য্যটনাদি দ্বারা সম্ভাবিত স্বাধিকারোচিত স্বরূপানুভব লাভ করিয়া যদি জীবগণ মুক্ত হন, হউন; কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জের কন্দরে উদয়শীল শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীনামের সেবক। তাহাতে আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। "ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানামৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ। আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ॥" (পদ্যাবলী, ২৩ শ্লোক)—কোটি কোটি সংখ্যাধিক ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য ও নিখিল চেতন-পদার্থ যাঁহার অংশস্বরূপ, সেই পূর্ণচেতন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবনস্বরূপ। 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদী ও সহস্রনাম-ভাষ্যোদ্ধৃত পুরাণবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ। যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥" (২৬৩ অনুচ্ছেদ)। যদি ভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতনিদ্র, একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, যথার্থমার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া দিবারাত্র তদ্বিসয়ে রতিজনক নামসমূহ পাঠ করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মে সর্ব্ববিধ পাপ, অতিপাপ ও মহাপাপের অনুষ্ঠানকারী এক ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন যে,—তাঁহার চিত্ত এতটা চঞ্চল যে, তাঁহার পক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠানই অসাধ্য; তাঁহার পক্ষে উপায় কি? তখন তাঁহার জন্য

তাঁহার উপদেষ্টা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা। 'গোবিন্দে'তি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু॥" (২৬৩ অনুচ্ছেদ।)—তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ও ভাবিগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা-প্রস্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা "গোবিন্দ" এই নাম উচ্চারণ করিবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রীনামভজনের প্রণালীসম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমাহৃত হইল,—"নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথমপরিচয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তিসঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর প্রিয়শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী হরিনামার্থনির্ণয়ে লিখিয়াছেন;—অগ্নিপুরাণে,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে॥ তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ। শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা 'হরে কৃষ্ণে'তি-বর্ণকাঃ। মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাজ্ঞয়া॥ অতএব শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'—এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরময় নামমালা গ্রহণ করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী এই ষোল নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—'হরি'-শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় 'হরি' বলিলেও সর্ব্বপাপ দগ্ধ হয়। ঐ হরিনাম চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহরূপ ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্য্যদ্বারা 'হরি' নাম হইয়াছে; অথবা স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ

করায় 'হরি' নাম; অথবা অপ্রাকৃত সদ্‌গুণ শ্রবণ-কথন দ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন; অথবা স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য্য-দ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন। 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে'-শব্দ প্রয়োগ, অথবা 'ব্রহ্মসংহিতা'মতে স্বরূপপ্রেম-বাৎসল্য দ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা'শব্দবাচ্য বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নাম সম্বোধনে 'হরে'। 'কৃষ্ণ'-শব্দার্থ আগম-মতে—'কৃষ্' ধাতুতে ণ প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ'-শব্দ হয়, তাহাই আকর্ষক ও আনন্দস্বরূপ। কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 'কৃষ্ণ'-শব্দের সম্বোধনে 'কৃষ্ণ'। আগমে বলিয়াছেন,—হে দেবি! 'রা'-শব্দোচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এইজন্য 'ম'কাররূপ কপাটযুক্ত 'রাম' নাম হয়। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তিলীলাধিদেবতা যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্য-রমমাণ, তিনিই 'রাম'-শব্দবাচ্য কৃষ্ণ। ভজন-ক্রিয়াবিচারে প্রত্যেক প্রযুক্ত নামের অর্থ প্রদর্শিত হইবে। এই 'হরে কৃষ্ণে'তি নামাবলী প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ সংখ্যা করিয়া কীর্ত্তন-স্মরণ করেন। কীর্ত্তন-স্মরণকালে নামার্থ দ্বারা অপ্রাকৃতস্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন করিতে থাকেন। নিরন্তর অনুশীলন করিতে করিতে অতি-শীঘ্র সকল অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। নামাভাসের সহিত নিরন্তর নামজল্পনার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত নাম উদিত হন। নামগ্রহণকারী দ্বিবিধ, অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ। সাধক আবার দুই প্রকার—প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। এতদতিরিক্ত নিত্যসিদ্ধগণ দেহের সম্বন্ধে সিদ্ধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম সংখ্যা-দ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে নাম-কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হইয়া পড়েন। প্রাথমিক সাধকদিগের অবিদ্যাপিত্তোপ-তপ্ত রসনায় নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা

করিতে করিতে নৈরন্তর্য্য-সিদ্ধি বা প্রাত্যহিক অবস্থায় নামে একটু আদর হয়। এ অবস্থায় নামোচ্চারণরহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরম-আস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ বা পাপবাসনা ও ঐসকলের মূল যে অবিদ্যাভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তাহা কেবল দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গে সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা দ্বারাই ঘটিতে পারে। প্রাথমিক অবস্থাটী কাটিয়া গেলে নৈরন্তর্য্য-ক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদির সাহায্য এই বিষয়ে প্রয়োজন নাই। সেইসকল কার্য্য যদি তখন প্রবল থাকে, তবে শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ দ্বারা তাহারা নাম-সাধকের উপকার করে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত তদীয় সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যানাশ-প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্তবৈরাগ্য ও সম্বন্ধ-জ্ঞান আসিয়া চিত্তকে অতি নির্ম্মল করে। সমস্ত বিদ্বন্মণ্ডলীতে ইহার পরীক্ষা বার বার হইয়াছে।

নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপ-অর্থ আদরে অনুশীলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ ভজনে ঊর্দ্ধ-গতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহুজন্ম অতীত হইয়া যায়।

ভজনে প্রবৃত্ত জনগণ দুইভাগে বিভক্ত হন অর্থাৎ তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারবাহী ও কেহ কেহ সারগ্রাহী। যাহারা ভুক্তি-মুক্তিকামী এবং জড়ীয় সংসারে আসক্ত, তাহারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত। তাহারা সারবস্তু যে প্রেম, তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং ভারবাহিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও বহু যত্নে ভজনোন্নতি লাভ করে না। সারগ্রাহিগণ

প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতিশীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতিশীঘ্র প্রেমারূঢ় হন বা সহজ-পরমহংস হন। যদি কখন সাধুসঙ্গে ভারবাহী সার-বস্তুতে আদর করিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি অতিশীঘ্র প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। বহুজন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধা ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে ভজনাদি করিলে প্রেমোন্মুখী সাধনভক্তি উদিত হয়। শুদ্ধভক্তের কৃপায় সাধন-প্রণালী গ্রহণ করিলে অল্পেই প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। মিশ্রভক্ত বা ভক্তাভাসের সঙ্গে ভজন-শিক্ষা করিলে প্রেম অনেক দূরে থাকেন, একান্ত হইতে পারেন না। এই অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। কুটিলতা আসিয়া হৃদয়কে কপট করে। এই অবস্থায় সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারিভাবে বহু জন্ম অতীত করেন। কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা হইয়াছে; তাহা বড়ই কোমল, সর্ব্বদা লৌল্য দ্বারা পরিচালিত। তাঁহাদের সেই প্রকারই গুরু ও সাধুসঙ্গ হয়। তাঁহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগম-মার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চনশিক্ষা হইয়া থাকে। অনেক-কাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গে নাম-ভজনে প্রবৃত্তি হয়। প্রথম হইতেই যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষের কৃষ্ণনামে অনন্যশ্রদ্ধা থাকে, তাঁহাদের পক্ষে প্রক্রিয়া পৃথক্। তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় নামতত্ত্ববিদ্ গুরুকে আশ্রয় করেন। নামতত্ত্ববিদ্ গুরুর অধিকার শ্রীমহাপ্রভু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। নাম-তত্ত্বে দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা না থাকিলেও নামতত্ত্বগুরু স্বতঃসিদ্ধ। নামাক্ষর সর্ব্বত্র লাভ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা বিশুদ্ধভক্ত-গুরুকৃপাতেই উদ্ঘাটিত হয়। গুরুকৃপাতেই নামাভাস-দশা দূর হয় এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়। নামভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই

মধ্যমাধিকারী। যেহেতু তাঁহারা নাম-স্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন তাঁহাদের নামাভাস প্রায় হয় না। তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রেমারুরুক্ষু। কৃষ্ণে প্রেম, শুদ্ধবৈষ্ণবে মৈত্রী, কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবে কৃপা এবং জ্ঞানলব-বিদগ্ধ ভগবচ্ছ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যবহার। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-তারতম্য-বিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন। মধ্যমাধিকারী প্রেমারুরুক্ষু ভক্ত ত্রিবিধ বৈষ্ণবের প্রতি ত্রিবিধ ব্যবহার দ্বারা অতিশীঘ্র প্রেমারূঢ় বা উত্তম ভক্ত হইয়া উঠেন। মধ্যমাধিকারী ভক্তই সঙ্গযোগ্য পুরুষ। প্রেমারুরুক্ষু মধ্যমাধিকারী ভক্ত নাম-সংখ্যা করিতে করিতে রাত্রি-দিবসে তিনলক্ষ নাম করেন। নামে এত আনন্দ হয় যে, নাম ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শয়নাদি-সময়ে সংখ্যানাম হয় না বলিয়া শেষে অসংখ্য নাম করিতে থাকেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী যেরূপ শ্রীনামের অর্থ করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ ভাবনা করিতে করিতে নর-স্বভাবের যে-সকল অনর্থ আছে, তাহার ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃতি হইতে থাকে। নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ নামের স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যরূপে উদিত হয়। যত নাম শুদ্ধরূপে উদিত হইয়া রূপ-সাক্ষাৎকৃতির সহিত ভজন হইতে থাকে, ততই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ চিত্তে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণ-সকল উদিত হন। নাম, রূপ ও গুণ—তিনের ঐক্যে যত বিশুদ্ধভজন হইতে থাকে, ততই সহজসমাধিযোগে অমলচিত্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। সংখ্যাযুক্ত বা অসংখ্য নাম জিহ্বায় কীর্ত্তিত হয়, মনশ্চক্ষে কৃষ্ণ-রূপ দৃষ্ট হয়, চিত্তে কৃষ্ণ-গুণগণ লক্ষিত হয় এবং সমাধিস্থ আত্মায় কৃষ্ণ-লীলা আসিয়া প্রস্ফুটিত হয়। সাধকের পাঁচটি দশা ইহাতে লক্ষিত হয় ;—(১) শ্রবণদশা, (২) বরণদশা, (৩) স্মরণ-

দশা, (৪) আপনদশা, (৫) প্রাপণদশা। সুযোগ্য গুরুর নিকট যে সাধন ও সাধ্য-বিষয় শ্রবণ করা যায়, তৎকালে যে সুখময় দশা হয়, তাহাকে শ্রবণদশা বলা যায়। নামাপরাধশূন্য নামগ্রহণ-সম্বন্ধে যত কথা আছে তাহা এবং নামগ্রহণ করিবার প্রণালী ও যোগ্যতা-সমুদয় শ্রবণদশায় লাভ হয়। তাহাতেই নামের নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি উদিত হয়। যোগ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট নামপ্রেম-গ্রথিত মালা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিষ্য পরমসন্তোষে শ্রীগুরুচরণে শুদ্ধভজনাঙ্গীকাররূপ বরণ গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর নিকট শক্তি-সঞ্চার প্রাপ্ত হন; তাহারই নাম বরণদশা। স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি—এই পাঁচটি নাম-স্মরণের প্রক্রিয়া। নাম-স্মরণ, রূপ-স্মরণ, গুণ-ধারণা, লীলায় ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলা-প্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়ারূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপনদশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপ-সিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই সহজ-পরমহংস। পরে কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগমসময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজ-লীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরমফল ॥ ১২ ॥

এই শ্লোকে দশমূলের সংক্ষেপ-মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সদ্বৈদ্য-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরিত নিজজন। তিনি যে দশমূল-পাচন নিত্যবদ্ধ জীবকুলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক জগতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান করিলে জীব অবিদ্যা-ব্যাধি হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি আলোচ্য,—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪২)। সাধনপর্ব্বের একটি রহস্য এই যে,—অপ্রাকৃত জ্ঞান,

ভক্তি ও ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্য—এই তিনটিই সমমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে থাকিয়া এই দশমূল-পাচন পান করিলে সাধক ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

শ্রীমদাচার্য্যদেবস্য পুরীগোস্বামিনঃ প্রভোঃ।
কৃপাদেশ-কৃপালেশ-সম্বলঃ পতিতোঽপ্যহম্ ॥
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদোক্তেঃ সারং সারং সমাহরন্।
কৃতবান্ দশমূলস্য ভাষ্যমাস্বাদনং শুভম্ ॥
গঙ্গায়াঃ পূজনং যদ্বদ্ গঙ্গাতোয়েন সিধ্যতি।
ভাষ্যেণাস্বাদনেনেদং মদ্‌গুরুপূজনং তথা ॥
শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদস্য গুরোর্বিরহবাসরে।
বাণেষুবেদ-গৌরাব্দে ভাষ্যং প্রকাশিতং মুদা ॥

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরিশিষ্ট

দশমূল-নির্য্যাস

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতাং-
স্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ
গৌরচন্দ্রং ভজে তম্ ॥

সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই-প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয়ঃ—শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নবজলদ-কান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্-গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভামাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন্। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরা শক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়া-শক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্ত-কোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিলরস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্য-যুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩)

প্রতিজ্ঞাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্র-দৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্য-চরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বসুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারী-মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধি-বশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবতার-

বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী-লীলাকল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গার-রসের অতুল্য-প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত-গান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবম্বিধ রূপসৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-রসামৃতসমুদ্রস্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়ঃ—পূর্ব্ব তিনটি বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। চতুর্থ,পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরা শক্তির তটস্থ বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাব-বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়ই চিৎস্বরূপ বটে,কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য

ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহবিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধ জীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয় ঃ—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্রে পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখন নরকাদি-ভোগ—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকর্ম্মদ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে

সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত-প্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই

* "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ব্বেদ-জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্যজনক যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা বিশ্বাসকরত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন; বিশুদ্ধা শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

একটি ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক-ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয় ঃ—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,—(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটি বিষয়ের সুন্দররূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য ও কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদি-তর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ ও অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ডে আমার নিত্য অবস্থান নয়; ইহা কারাগৃহমাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য-কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়ঃ—সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, অনন্যভক্তিতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল; এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্‌গুরু তাঁহাকে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জন-পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্যভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নির্ব্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে এই উদ্দেশে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা

ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্ম্ম-চেষ্টা অবশ্য হইবে ; কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ, যাহাতে শুদ্ধভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি-শাস্ত্র-চর্চ্চা—এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ * বর্জ্জন,

* অপরাধ দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য। (১) নাম-পরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা, (৩) নাম-শিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা,

যত্নের সহিত অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগ, আপনার গুর্ব্বভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, প্রাতিকূল্যভাবে গ্রাম্যবার্ত্তার অনুশীলন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অন্য সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধী ভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে

---

(৫) নামের মহিমা কেবল স্তবমাত্র, এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটি নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন; কিছুতেই যায় না, কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্য নাম-গ্রহণ-মাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ন পাইবেন।

ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভ-দ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয় ঃ—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা-সহকারে অনন্যভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারিভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়; এই রসের নাম দাস্যরস। দাস্য-রসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত

হয়; ইহার নাম সখ্যরস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্যরস বলা যায়। বাৎসল্য-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার-রস সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্য-ভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাববিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরা শক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ-করত জীব নির্ম্মল হইলেই সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ (অনুভব) করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরমবিচিত্র ভাব। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মলয়রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রদত্ত ক্রম যথা,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)

স্যাদ্দৃঢ়েহয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্ ।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ ।
সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রঃ ৪৪)

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাবোদয় হয় ; ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম—রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম ; প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশমূলের নির্যাস। **যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই দশমূল-নির্যাস সেবন করিবেন।** শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয় ; গুরুচরণ হইতে ভজনশিক্ষা ;

ভজনদ্বারা সকল অনর্থনিবৃত্তি ; তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। **ভজনের প্রথমাঙ্গই—দশমূল-সেবন।** দশমূল-নির্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চসংস্কার * করিবেন। দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ স্বরূপভ্রম, অসতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম

* "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥" ইহার সংক্ষেপ-তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্‌গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা-লাভের অধিকারী নন, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত

একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্তৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়-পিপাসাই অসত্তৃষ্ণা।

চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরমকারুণিক কলিপাবন জগদাচার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্যদেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূলজ্ঞান-দ্বারা অনুতাপকেই স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং তাঁহাকে ভক্তিসূচক একটি নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধসিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে

স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অসতৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি

পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানসসেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—“গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল’বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥” ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর-ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ; অমানি-মানদ-ভাবে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবাই পরমগুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তচ্ছাস্ত্র-দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দশমূলকে সিদ্ধান্ত * বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চ সংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক। ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

---

* এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র কয়েকটী পদ আলোচ্য. ও তাহার অমৃতপ্রবাহভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ২।১১৬-১১৭)

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥